বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থ বিভাগ ২০২২-২৩

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থ বিভাগ ২০২২-২৩

অক্টোবর ২০২৩

প্রচ্ছদ: রেডহট কমিউনিকেশনস
মুদ্রণে: বিজি প্রেস

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদ ভবনে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটপূর্ব মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন (বৃহস্পতিবার, ১ জুন ২০২৩)।

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

A H M Mustafa Kamal, FCA, MP
Minister
Ministry of Finance
Government of the People's
Republic of Bangladesh

বাণী

অর্থ বিভাগের আর্থিক ব্যবস্থাপনার বাস্তবচিত্র সম্বলিত নিয়মিত প্রকাশনা 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দূরদর্শী ও টেকসই সরকারি অর্থ-ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। এই প্রতিবেদনে সরকারের রাজস্ব নীতি, বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অর্থ বিভাগের কার্যক্রম যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও অর্থ বিভাগের অধীনস্থ সকল কার্যালয়ের যেমন মনিটরিং সেল, বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং হিসাব মহানিয়ন্ত্রক এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে এ দেশের গণমানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতেই বর্তমান সরকার উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে একটি শক্তিশালী ও উন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এখন বিশ্ব ব্যবস্থায় অন্যতম রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যেও বাংলাদেশ আজ অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ। শুধু তাই নয় বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৩৫তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ এবং ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার মাধ্যমে জাতির পিতার অন্তর-মন প্রথিত স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের সুবর্ণরেখাটি স্পর্শ করবে, ইনশাআল্লাহ। আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণে অর্থ মন্ত্রণালয় যথার্থ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

জাতীয় বাজেট প্রণয়ন ও তা যথাসময়ে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন, বিভিন্ন ব্যয় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ, আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন, ট্রেজারী ও ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, আর্থিক নীতি, মুদ্রা নীতি ও বিনিময় হার নীতি প্রণয়ন, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রতিবেদন, বেতন গ্রেড, বৈষম্য দূরীকরণ, আর্থিক বিধিবিধান এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও পরামর্শ এবং সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন, সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ ডিজিটাইজ ও অনলাইনভিত্তিক করার লক্ষ্যে iBAS++ বাস্তবায়ন ইত্যাদি আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালিত করা অর্থ বিভাগের প্রধান কাজ। অর্থ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহের মানোন্নয়ন এবং নতুনমাত্রা যোগ করার বিষয়ে অর্থ বিভাগ প্রতিনিয়ত নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আশা করছি বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে নীতিনির্ধারক, গবেষক, বিভিন্ন পেশাজীবীসহ সাধারণ পাঠকবৃন্দ উপকৃত হবেন।

এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি)

সচিব
অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের 'বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২২-২৩)' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সরকারের রাজস্ব নীতি, বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এ বিভাগের কার্যক্রম যথাযথভাবে তুলে ধরা প্রতিবেদনটির মূল লক্ষ্য। ২০২২-২৩ অর্থবছরের এ প্রকাশনাটিতে অর্থ বিভাগের সকল অনুবিভাগ, মনিটরিং সেল, 'মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক' এর কার্যালয়, 'হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক' এর কার্যালয় এবং অর্থ বিভাগের অধীন ৩টি প্রতিষ্ঠান-ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফাইন্যান্স (আইপিএফ), ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল (এফআরসি), বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড (বিআইএফএফএল)-এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। এতে অর্থ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সন্নিবেশ করা হয়েছে। এছাড়া, সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, মধ্যমেয়াদি কৌশল, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, অর্থ বিভাগের সংস্কার ও উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট হাইলাইটস প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

অর্থ বিভাগ সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সার্বিক সহযোগিতায় প্রতি অর্থবছরের জাতীয় বাজেট প্রণয়ন, সম্পদের যথাযথ বন্টনসহ প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য আর্থিক নীতি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান প্রণয়ন করে থাকে। সামষ্টিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতির ধারাবাহিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং অর্থনীতির ৪টি প্রধান খাত তথা প্রকৃত, রাজস্ব, আর্থিক ও মুদ্রাখাত এবং বহিঃখাতের চলকসমূহের মধ্যমেয়াদী প্রক্ষেপণ ও টেকসই ঋণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আর্থিক খাতের সার্বিক শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অর্থ বিভাগ প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। এছাড়া, সরকারের বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের বাজেট এবং সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা বিষয়ক যাবতীয় কার্যাবলী এবং আইবাস++ এর সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অর্থ বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। সম্পাদিত কাজগুলোর প্রতিনিয়ত মানোন্নয়ন এবং নতুনমাত্রা যোগ করার বিষয়ে অর্থ বিভাগ সচেষ্ট রয়েছে।

অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, সম্পাদন ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রতিবেদনটি প্রণয়নে এ অনুবিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া, প্রতিবেদন প্রণয়নে প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্তসমূহ সরবরাহ করে যারা সহায়তা করেছেন তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রতিবেদনটি অর্থ বিভাগের সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়নে সহায়ক হবে। ভবিষ্যতে প্রতিবেদনটির মানোন্নয়নে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ/মন্তব্য সাদরে গৃহীত হবে।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার)

সূচিপত্র

অধ্যায়		**পৃষ্ঠা নম্বর**
	অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের বাণী	
	মুখবন্ধ	
	সূচিপত্র	
	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	xi-xviii
১.	অর্থ বিভাগের ভিশন, মিশন ও সাংগঠনিক কাঠামো	১-৪
২.	অর্থ বিভাগের বিভিন্ন অনুবিভাগ ও সংস্থাসমূহের কার্যাবলী	৫-৬
	২.১ বাজেট অনুবিভাগ-১	৭-৮
	২.২ বাজেট অনুবিভাগ-২	৯-১০
	২.৩ ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ	১১-১৬
	২.৪ সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ	১৭-২০
	২.৫ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ	২১-২২
	২.৬ ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ	২৩-২৪
	২.৭ বাস্তবায়ন অনুবিভাগ	২৫-২৮
	২.৮ প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগ	২৯-৩২
	২.৯ প্রবিধি অনুবিভাগ	৩৩-৩৬
	২.১০ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ	৩৭-৪০
	২.১১ মনিটরিং সেল	৪১-৪৪
	২.১২ মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়	৪৫-৪৬
	২.১৩ হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়	৪৭-৪৮
	২.১৪ বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড	৪৯-৫০
	২.১৫ ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফাইন্যান্স বাংলাদেশ	৫১-৫২
	২.১৬ ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল	৫৩-৫৪
৩.	অর্থ বিভাগের সংস্কার ও উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম	৫৫-৫৮
৪.	অর্থ বিভাগের অর্জনসমূহ	৫৯-৬২
৫.	সামষ্টিক অর্থনীতি, প্রধান কর্মকৃতি এবং মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য	৬৩-৮০
৬.	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট হাইলাইটস	৮১-৯০
৭.	দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	৯১-১০০
৮.	অর্থ বিভাগের প্রকল্পসমূহ	১০১-১০৮
৯.	রাজস্ব বাজেটের আওতাধীন কর্মসূচিসমূহ	১০৯-১২২
	পরিশিষ্ট	
	পরিশিষ্ট-১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজসমূহ	১২৩-১২৪
	পরিশিষ্ট-২: সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী	১২৫-১৩০
	পরিশিষ্ট-৩: অর্থ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো	১৩১-১৩৪

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

অর্থ বিভাগের ভিশন, মিশন ও সাংগঠনিক কাঠামো

অর্থ বিভাগের ভিশন ও মিশন

দূরদর্শী ও টেকসই সরকারি আর্থ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, ১৯৯৬-এর Schedule-I (Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions)-অনুযায়ী অর্থ বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। রাজস্ব নীতি প্রণয়ন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রণীত মুদ্রা নীতির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, সম্পদের সুষম ব্যবহার এবং অপচয় রোধে সম্পদ বণ্টন ও ব্যবহারে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদের সমন্বয়ে বাজেট প্রণয়ন, তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে সহায়তা প্রদান ও বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং সার্বিকভাবে রাষ্ট্রের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অর্থ বিভাগের প্রধান দায়িত্ব।

অর্থ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

অর্থ বিভাগ ১০টি অনুবিভাগ: বাজেট অনুবিভাগ-১, বাজেট অনুবিভাগ-২, ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, বাস্তবায়ন অনুবিভাগ, প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগ, প্রবিধি অনুবিভাগ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ, মনিটরিং সেল, এবং আওতাধীন ২টি অধিদপ্তর/সংস্থা: মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় এবং হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় নিয়ে গঠিত। অর্থ বিভাগের জনবল কাঠামোতে মোট অনুমোদিত পদসংখ্যা ৬৩২ (প্রথম শ্রেণীর পদ ১৫৭টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ ১৮০টি, তৃতীয় শ্রেণীর পদ ১৬৮টি ও চতুর্থ শ্রেণীর পদ ১২৭টি)। এর মধ্যে পূরণকৃত পদ ৫৬১টি এবং শূন্য পদ ৭১টি। মনিটরিং সেল এর মোট অনুমোদিত পদসংখ্যা ৩৬ (প্রথম শ্রেণীর পদ ১৮টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ ৩টি, তৃতীয় শ্রেণীর পদ ৯টি ও চতুর্থ শ্রেণীর পদ ৬টি)। এর মধ্যে পূরণকৃত পদ ১৮টি এবং শূন্য পদ ১৮টি। মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এবং এর অধীনস্থ অফিসসমূহে মোট মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা ৫,৭৮৩। এর মধ্যে পূরণকৃত পদ ৩,৪৮৩টি এবং শূন্য পদ ২,৩০০টি। হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৭,৯৭৩। এর মধ্যে পূরণকৃত পদ ৪,৭৭০টি এবং শূন্য পদ ৩,২০৩টি।

অর্থ বিভাগের বিভিন্ন অনুবিভাগ ও সংস্থাসমূহের কার্যাবলী

বাজেট অনুবিভাগ-১

জাতীয় বাজেট প্রণয়ন ও তা যথাসময়ে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যয় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা বাজেট অনুবিভাগ-১ এর প্রধান দায়িত্ব। এ অনুবিভাগ ২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করে নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করেছে। এ অনুবিভাগ বাজেট বক্তৃতার পাশাপাশি বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি, সম্পূরক আর্থিক বিবৃতি ও মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) প্রভৃতি বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রকাশনাসমূহ প্রকাশ করেছে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পদের সহজলভ্যতা আরও ভালোভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক পূর্বাভাস (fiscal forecasting), বাজেট প্রণয়ন ও বাজেট বাস্তবায়ন, আর্থিক প্রতিবেদন উন্নতকরণ এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ১০০ মিলিয়ন ডলারের Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS) শীর্ষক পাঁচ বছর মেয়াদি কর্মসূচিটি বাজেট-১ অনুবিভাগের আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাজেট অনুবিভাগ-২

বাজেট অনুবিভাগ-২ উন্নয়ন প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণসহ বিস্তারিত উন্নয়ন বাজেট প্রস্তুত ও প্রকাশ, উন্নয়ন প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ অনুবিভাগ ২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্পূরক এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ (উন্নয়ন) সংক্রান্ত বই ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্পূরক আর্থিক বিবৃতি এবং মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পুস্তিকা প্রণয়ন করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ) খাতের বরাদ্দের বিষয়ে বিশেষ হিসাব খোলার অনুমোদন, বাণিজ্যিক ব্যাংক মনোনয়ন এবং বিশেষ হিসাব থেকে অর্থ ব্যবহারের জন্য বাজেট অথরাইজেশন জারি এবং ১৫৫টি নতুন প্রকল্পের ডিপিপিতে প্রয়োজনীয় পদ/জনবল নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়েছে।

ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ

ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনা, নগদ ও প্রচ্ছন্ন দায় ব্যবস্থাপনা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতা বহির্ভূত কর-রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে নীতি কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ অনুবিভাগ হতে সরকারের আর্থিক নীতির (Fiscal Policy) আলোকে সরকার কর্তৃক ঋণ সংগ্রহের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও এ সংক্রান্ত কৌশল (Strategy) নির্ধারণ এবং সরকারের দৈনিক নগদ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণপূর্বক ট্রেজারি বিল ও ট্রেজারি বন্ডের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণের লক্ষ্যে প্রতিমাসে অকশন ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার কৌশলপত্রে ঋণ ব্যবস্থাপনা সংস্কারের বিষয়ে স্বল্প , মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি নির্দেশক নির্ধারণ এবং মধ্য-মেয়াদী ঋণ কৌশল (MTDS) হালনাগাদ করা হয়েছে। এছাড়া, সরকারি ইক্যুইটির হিসাব হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের কার্যক্রম গ্রহণ; ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাজেটের সংযুক্ত তহবিলের প্রাপ্তি এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেটের সংযুক্ত তহবিলের প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ডিএসএল এর অংশের প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে ডিএসএল হিসাব রিকনসাইল (Reconcile) করা, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও সরকারি মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে অর্থায়ন এবং নিত্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য বা সেবা আমদানি অর্থায়নে গৃহীত ঋণের বিপরীতে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি প্রদান করা হয়েছে।

সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ

সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ আর্থিক নীতি, মুদ্রানীতি, বিনিময় হার নীতি ও বহিঃখাত সংক্রান্ত বিষয়াদির বিশ্লেষণ; মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (Medium Term Macroeconomic Framework-MTMF) নিয়মিতভাবে হালনাগাদ; ও মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি (Medium Term Macroeconomic Policy Statement-MTMPS) প্রণয়ন করে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ অনুবিভাগ এমটিএমএফ হালনাগাদ, মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি প্রণয়ন, বাজেট বক্তৃতা সংকলন এবং বাজেট সমাপনী বক্তৃতা প্রণয়ন করেছে। এ অনুবিভাগ, কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির অর্থনৈতিক প্রভাব কার্যকরভাবে মোকাবেলা এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য দিকনির্দেশনায় প্রণীত ২৮টি কার্যক্রম সম্বলিত প্রায় ১,৮৭,৬৭৯ কোটি টাকার প্রণোদনা কর্মসূচিগুলোর পরিবীক্ষণ পদ্ধতি চালু করে তা নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষন করছে। এছাড়া, Standard & Poor's (S&P), Moody's ও Fitch আন্তর্জাতিক ক্রেডিট রেটিং সংস্থার সাথে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান, সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ; Monthly Macro-fiscal Update এবং Monthly Report on Fiscal Position শীর্ষক প্রতিবেদন প্রস্তুত; জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাকর্ম সম্পাদন, ধারণাপত্র/পলিসি নোট প্রণয়ন করেছে।

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ দেশের অর্থনৈতিক গতিধারা ও অগ্রগতির মূল্যায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ, রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন; অর্থ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ করে থাকে। এ অনুবিভাগ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটের অন্যতম ডকুমেন্ট হিসেবে 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৩' এবং এর ইংরেজি সংস্করণ 'Bangladesh Economic Review, 2023' প্রণয়ন করেছে। এছাড়া, অর্থ বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, মহান জাতীয় সংসদ অধিবেশনের সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের সম্পূরক প্রশ্নসহ জবাবের খসড়া তৈরি, জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য অর্থ বিভাগ সম্পর্কিত তথ্যাবলি সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে।

ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ

ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ সরকারের রাজস্ব বাজেটভুক্ত ও বাজেট বহির্ভূত যাবতীয় ব্যয় ব্যবস্থাপনাসহ সার্বিক আর্থিক শৃঙ্খলা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে কাজ করে। এ অনুবিভাগ থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোতে নতুন পদ সৃজন, বিদ্যমান পদ বিলুপ্তকরণ, অস্থায়ী পদ সংরক্ষণ ও সরকারি বিধি-বিধানের আলোকে পদ স্থায়ীকরণ, গাড়ি ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডই'তে অন্তর্ভুক্তকরণ, পদ উন্নীতকরণ, পদবী পরিবর্তন, গাড়ীসহ অন্যান্য মূলধনী সরঞ্জাম সংগ্রহের অনুমোদন এবং আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সেবা ক্রয় ইত্যাদি প্রস্তাব যাচাই-বাছাইপূর্বক সম্মতি প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ অনুবিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তার অধীনস্থ অফিসমূহের বিভিন্ন শ্রেণির মোট ২১,১৫৯টি পদ সৃজন, ৫৮,৩৪৯টি পদ সংরক্ষণ, ২,৬১৪টি পদ স্থায়ীকরণ ও ২,০১০টি পদ বিলুপ্তকরণে সম্মতি প্রদান করেছে।

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন অনুবিভাগের সম্পাদিত কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ/পুনর্বিবেচনা, বেতন বৈষম্য দূরীকরণ, বেতন কমিশন গঠন এবং বেতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন, বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি নির্ধারণ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ অনুবিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় মোট ৩১,৭৭৩টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ, ১৫৬টি টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড বিষয়ে মতামত প্রদান, ৪৪টি বেতনগ্রেড উন্নীত/পুন:নির্ধারণ বিষয়ে মতামত প্রদান এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার মোট ৮৬টি মামলার দফাওয়ারী জবাব প্রদান করেছে।

প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগ

প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগ অর্থ বিভাগের সকল প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রতিপালন ও অর্থ বিভাগের বিভিন্ন অনুবিভাগের মধ্যে সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ অনুবিভাগে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজসমূহ হলো-অর্থ বিভাগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন, অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ; অর্থ বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার মাসিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ; ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন ও ঘোষণার জন্য প্রাক বাজেট সভা অনুষ্ঠানসহ জাতীয় সংসদে বাজেট পেশ সংক্রান্ত সকল প্রকার লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান এবং সাংবাদিক সম্মেলনের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ; অর্থ বিভাগের সমন্বয় সভা সম্পর্কিত কার্যাবলী সম্পাদন; অর্থ বিভাগের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়, হিসাব মহানিয়ন্ত্রক কার্যালয় এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তরসমূহে বিভিন্ন পদে নিয়োগের নিমিত্ত ছাড়পত্র প্রদান, সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালার আওতায় গৃহনির্মাণ ঋণ সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে অনলাইনে House Building Loan Management Module প্রবর্তন; অর্থ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-

পরিকল্পনা (NIS), ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ।

প্রবিধি অনুবিভাগ

সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে কোন আর্থিক বিধিবিধান এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও পরামর্শ এ অনুবিভাগ থেকে করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ অনুবিভাগের বিভিন্ন শাখায় সম্পাদিত কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩' পাশ, জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা এবং পেনশন পরিচালনা পর্ষদ গঠন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বেসামরিক প্রশাসনের অধীন প্রজাতন্ত্রের সকল সরকারি কর্মচারীর দৈনিক ভাতা, ভ্রমণ ভাতা এবং বদলীজনিত ভ্রমণ ভাতা পুনঃনির্ধারণ করা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত সাধারণ ভবিষ্য তহবিল (জিপিএফ) এবং প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল (সিপিএফ) এর জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরের মুনাফা হার (Rate of Profit) স্লাব ভিত্তিক নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, সরকারি কর্মচারীগণের অবসরকালীন সুবিধাদি/প্রাপ্যতা/পেনশন সমর্পণের হার, ভাতা, পুরস্কার বা অনুদান সংক্রান্ত সরকারি বিভিন্ন নীতিমালা বা বিধিমালার বিষয়ে মতামত প্রদান, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বেতন ভাতা নির্ধারণ বিষয়ে মতামত প্রদান, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত জনবলের পারিশ্রমিক/সম্মানী/ভাতাদি নির্ধারণ/ পুনঃনির্ধারণ এবং বিভিন্ন কোর্সের বৃত্তির হার পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ

রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের বাজেট ও আর্থিক মঞ্জুরি অনুমোদন/সম্মতি প্রদান, মনিটরিং সেলের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়, রাষ্ট্রায়ত্ত/স্ব-শাসিত/বিধিবদ্ধ সংস্থা ও অধীনস্থ অংগ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পদ সৃষ্টি, পদ সংরক্ষণ, রাজস্ব বাজেটে পদ স্থানান্তর, পদ বিলুপ্তকরণ ইত্যাদি এ অনুবিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী হলো: বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ১ম-৯ম গ্রেডের ৮৩৩টি, ১০ম গ্রেডের ৭৯৭টি, ১১-১৬ গ্রেডের ১,৩৬০টি, ১৭-২০ গ্রেডের ১,২৮৭টি পদসহ মোট ৪,২৭৭টি পদ সৃষ্টি, ১২,৫৮০টি পদ সংরক্ষণ, ৪১০টি পদ স্থায়ীকরণ। এছাড়া, আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবাগ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮ অনুসারে ১৮টি মন্ত্রণালয়ের অধীন ২৯টি প্রতিষ্ঠানের ৯৫৮টি সেবা ক্রয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে।

মনিটরিং সেল

মনিটরিং সেল রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক সংশ্লেষ সম্পর্কিত বিষয়াদি যেমন: বাজেট প্রণয়ন ও মনিটরিং, রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান, স্ব-অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের বিপরীতে আর্থিক ছাড়পত্র প্রদান, ভর্তুকি, উৎসাহ/ইনসেন্টিভ বোনাস প্রদান এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন পুনর্বিন্যাস পুনর্বিন্যাস সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মনিটরিং সেল ৪৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৯২৮.৯২ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ ধার্যপূর্বক এবং ২৬,৩৩৪.৩৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ ধার্যপূর্বক বাজেট প্রনয়ন করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন ধরনের মোট ৪৩টি খাতে রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের অধীনে সংস্থার নিজস্ব অর্থে ২১টি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আর্থিক ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

অর্থ বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহ

মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়

মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক রাষ্ট্রের সরকারি হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারির হিসাব, বিধিবদ্ধ সংস্থা, পাবলিক এন্টারপ্রাইজ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে অডিট আপত্তির সংখ্যা ৩,৫৮,১৮৬টি। নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১,৩৩৫টি। অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৩,৫৬,৮৫১টি।

এছাড়া, দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে মোট ৪,৩৩১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ১১০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়

হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় তার অধীনস্থ প্রধান হিসাবরক্ষণ অফিস, ডিভিশনাল কন্ট্রোলার অব একাউন্টস অফিস, জেলা হিসাবরক্ষণ অফিস এবং উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস হতে প্রাপ্তি ও ব্যয়/পরিশোধের মাসিক হিসাব এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে, প্রতিরক্ষা বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রাপ্তি ও ব্যয়/পরিশোধের মাসিক হিসাব একত্রিত করে মাসিক হিসাব প্রণয়নপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ করে থাকে। সরকারি অর্থ প্রদানের আদেশ ইএফটি'র (Electronic Fund Transfer) মাধ্যমে সরাসরি গ্রাহকের ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ এবং গ্রাহককে স্বয়ংক্রিয়ভাবে SMS করে জানিয়ে দেয়ার বিদ্যমান ব্যবস্থাকে সকল সরকারি কর্মচারী ও পেনশনারসহ সমাজিক সুরক্ষা নেটওয়ার্কভূক্তদের জন্য সম্প্রসারণে *iBAS++* ভিত্তিক ইউজার সাপোর্ট কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে পেনশনারগণের সেবা প্রদানের নিমিত্ত দেশব্যাপি হিসাবরক্ষণ কার্যালয়সমূহে ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড (বিআইএফএফএল)

বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড (বিআইএফএফএল) একটি সরকারি মালিকানাধীন বিশেষায়িত অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিকল্পনাসমূহের সফল বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিআইএফএফএল তার অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে টেকসই পাবলিক সার্ভিস অবকাঠামোর উন্নয়নে বিআইএফএফএল অর্থায়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করছে। ইতোমধ্যে বিআইএফএফএল পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ অথরিটি কর্তৃক অনুমোদিত ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে এবং ফার্স্ট ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প দুটিতে অর্থায়ন করেছে। এছাড়া, বিআইএফএফএল মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল (চট্টগ্রাম), সাবরাং ট্যুরিজম অর্থনৈতিক অঞ্চল (কক্সবাজার), এবং শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে (সিলেট) অর্থায়ন করেছে।

ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফাইন্যান্স বাংলাদেশ

বাংলাদেশে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষ জনবল সৃজন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও টেকসইকরণের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণাকর্ম পরিচালনার নিমিত্ত ২০১৩ সালে ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফাইন্যান্স বাংলাদেশ (আইপিএফ) গঠিত হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফাইন্যান্স বাংলাদেশ (আইপিএফ) কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে Fiscal Economics and Economic Management (FEEM), Budget Management Specialist (BMS), Introduction to Budget Management (IBM) উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, ৮টি Training on Financial Management for FM Personnel of SEIP কোর্সের মাধ্যমে ১৯৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে অর্থ বিভাগের SPFMS কর্মসূচির অর্থায়নে IPF কর্তৃক ৩টি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ অনুসরণে ২০১৬ সালের ২৩ এপ্রিল ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল মানদন্ড নির্ধারণী বিভাগ, আর্থিক প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ বিভাগ, নিরীক্ষা চর্চা পুনরীক্ষণ বিভাগ ও প্রয়োগকারী বিভাগ নামক ৪টি কর্মবিভাগের মাধ্যমে তার কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী হলো-সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের জন্য হিসাবরক্ষণ ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতির ক্ষেত্রে 'Financial Reporting Framework for Statutory Public Authorities and State-Owned Enterprises' প্রণয়ন ও জারী এবং এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) মানদন্ড পরিগ্রহণ ও জারী; সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের জন্য ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং

ফ্রেমওয়ার্ক বিষয়ক কর্মশালার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে প্রশিক্ষণ প্রদান; ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল (নিরীক্ষক ও নিরীক্ষা ফার্ম তালিকাভুক্তি) বিধিমালা প্রণয়ন ও গেজেট আকারে প্রকাশ এবং নিরীক্ষকের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরণে উক্ত বিধিমালায় প্রয়োজনীয় বিধি সংযোজনপূর্বক ৬১টি ব্যাংকে প্রধান নির্বাহী ও চেয়ারম্যানকে পত্র মারফৎ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

অর্থ বিভাগের সংস্কার ও উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম

অর্থ বিভাগ সংস্কার ও উদ্ভাবনমূলক কাজকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছে। সরকারের সকল আর্থিক কার্যক্রম, বিশেষ করে, বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, হিসাব রক্ষণ, অনলাইনে বিল জমাকরণ, ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (ইএফটি), স্বয়ংক্রিয় ব্যাংক হিসাবের সঙ্গতি বিধান ইত্যাদি কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত আর্থিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অর্থাৎ Integrated Budget and Accounting System ($iBAS^{++}$) এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার সমন্বয় আরও সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে $iBAS^{++}$ এর সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক এর কোর ব্যাংকিং সিস্টেম, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র, পরিকল্পনা কমিশন, সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট এর ইজিপি ইত্যাদি ডাটাবেজ এর API (Application Programming Interface) স্থাপন করা হয়েছে। অবসরভোগী সকল সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ (৮.৩৬ লক্ষ) কোন ধরণের ঝামেলা ও ভোগান্তি ছাড়াই ইএফটির মাধ্যমে মাসের শুরুতেই পেনশন পাচ্ছেন। পেনশনারদের জন্য পাইলট ভিত্তিতে মোবাইল অ্যাপভিত্তিক জীবিতাবস্থা যাচাইকরণ (life verification) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সরকারি ব্যয় সাশ্রয় এবং উক্ত ব্যয়ে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে সকল সরকারি ব্যয় Treasury Single Account (TSA) এর আওতায় আনার কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। দেশের জনগণের গড় আয়ু বৃদ্ধির কারণে ক্রমবর্ধমান বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে একটি টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনার জন্য এবং ভবিষ্যতে কর্মক্ষম জনসংখ্যা হ্রাসের কারণে নির্ভরশীলতার হার বৃদ্ধি পাবে বিবেচনায় নিয়ে মহান জাতীয় সংসদে 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩' পাশ করা হয়েছে। উক্ত আইনের আলোকে গঠিত জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমকে G2P (Government to Person) পদ্ধতির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। ভাতাভোগীদের ভাতার অর্থ তাদের ব্যাংক/মোবাইল হিসাবে সরাসরি পাঠানো হচ্ছে। ফলে, ভাতা প্রদান ও প্রাপ্তি সহজ হয়েছে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বাজেট হাইলাইটস, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক সুরক্ষা এবং উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি

অর্থনৈতিক উন্নয়ন

বাংলাদেশের অর্থনীতি ২০২২-২৩ অর্থবছর বেশ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গিয়েছে, তা সত্ত্বেও সামষ্টিক অর্থনীতিতে ভারসাম্য বজায় রেখে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারা অব্যাহত রেখেছে এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে সাময়িক হিসাবে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৬.০৩ শতাংশে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের রপ্তানি আয় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পায় ৬.৭ শতাংশ এবং এবছর বিভিন্ন নীতি গ্রহণের ফলে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে আমদানি ব্যয় কমে যায় ১৫.৮ শতাংশ। এবছর প্রবাস আয় ২.৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে চলতি হিসাবের ঘাটতি কমে ৩.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যেখানে পূর্ববর্তী বছরে ঘাটতি ছিল ১৮.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এছাড়া, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩০ জুন ২০২২ তারিখে ছিল ৪১.৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে রিজার্ভ এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতিক প্রবৃদ্ধি মন্থর হয়ে পড়েছিল। এই বৈশ্বিক প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সরকার যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল তা হলো সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ জোরদার করা, ব্যাংকিং খাতে কতিপয় সংস্কার, আমদানি নিরুৎসাহিত করে রপ্তানি বাড়ানো, নবায়নযোগ্য জ্বালানীর উপর গুরুত্বারোপ করা, জনশক্তি রপ্তানি বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রবাস আয়ে বর্ধিত প্রণোদনা প্রদান করা। পাশাপাশি, রাজস্ব আয় এর সাথে সংগতি রেখে সরকারি ব্যয় সংকোচনকে জোরদারকরণ। এসকল পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রেখে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভবপর হয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট হাইলাইটস

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রভাবের ফলে সৃষ্ট আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতি মোকাবেলা এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রেখে উন্নত, সমৃদ্ধ, স্মার্ট গড়ার লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের আকার বা ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৭,৬১,৭৮৫ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১৫.২ শতাংশ। পরিচালনসহ অন্যান্য খাতে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৪,৩৬,২৪৭ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২,৬৩,০০০ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫,০০,০০০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১০.০ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উৎস হতে ৪,৩০,০০০ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এনবিআর বহির্ভূত উৎস হতে কর রাজস্ব প্রাক্কলন করা হয়েছে ২০,০০০ কোটি টাকা এবং কর-বহির্ভূত খাত থেকে রাজস্ব আহরণের পরিমান ৫০,০০০ কোটি টাকা। সামগ্রিক বাজেট ঘাটতি দাঁড়িয়েছে অনুদান ব্যতীত ২,৬১,৭৮৫ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.২ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস হতে ২.১ শতাংশ এবং অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ৩.১ শতাংশ নির্বাহের পরিকল্পনা রয়েছে।

দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি

দারিদ্র্য নিরসনে সরকারের গৃহীত নীতি ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে লক্ষ্যভিত্তিক সম্পদ সঞ্চালনের ফলে কোভিড অতিমারির পর ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বৈশ্বিক মন্দার মধ্যেও বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার কমেছে। 'খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২' এর প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ১৮.৭ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যের হার ৫.৬ শতাংশ। দারিদ্র্য বিমোচনের এ গতি অব্যাহত রেখে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিবছর সামাজিক সুরক্ষার আওতা ও বাজেট বরাদ্দ উভয়ই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১,১৭,৬৩৪.০০ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ১৭.৮১ শতাংশ এবং জিডিপি'র ২.৬৫ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দ ১,২৬,২৭২.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের মতো ২০২৩-২৪ অর্থবছরেও সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে মোট ১১৫টি কর্মসূচি রয়েছে। সরকারের মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং বর্তমান আর্থসামাজিক বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম, কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপকারভোগীর সংখ্যা ও ভাতার হার পরিবর্তন করা হয়েছে।

অর্থ বিভাগের প্রকল্পসমূহ

২০২২-২৩ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) অর্থ বিভাগের মোট ৩টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পগুলো হচ্ছে-১) ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি II (IPFF II); ২) স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP); এবং ৩) সাপোর্টিং টেকনিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্কিলস ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটি। এ প্রকল্পসমূহের অনুকূলে আরএডিপিতে মোট ৬৫,১২৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। তন্মধ্যে জিওবি ১৩,২৬২.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প ঋণ ৫১,৮৬৭.০০ লক্ষ টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ব্যয়ের পরিমাণ ৫৩,৩৮০.৭১ লক্ষ টাকা (জিওবি ৮,৩৯১.৬১ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প ঋণ ৪৪,৯৮৯.১০ লক্ষ টাকা) যা মোট বরাদ্দের ৮১.৯৬ শতাংশ।

রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহ

সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পদের সহজলভ্যতা আরো ভালোভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক পূর্বাভাস (fiscal forecasting), বাজেট প্রণয়ন ও বাজেট বাস্তবায়ন, আর্থিক প্রতিবেদন উন্নতকরণ এবং স্বচ্ছতা উন্নয়নের মাধ্যমে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS)' নামে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় একটি আট বছর মেয়াদি কর্মসূচি অর্থ বিভাগের পরিচালন বাজেটের আওতায় চলমান রয়েছে। কর্মসূচির অধীন ৮টি স্কিম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

অধ্যায়-১
অর্থ বিভাগের ভিশন, মিশন ও সাংগঠনিক কাঠামো

ভিশন : দূরদর্শী ও টেকসই সরকারি আর্থ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন।

মিশন : কার্যকর ও দূরদর্শী আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা (Macroeconomic Stability) আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং দারিদ্র্য নিরসন।

অর্থ বিভাগের বিস্তারিত কার্যাবলী

Rules of Business, ১৯৯৬-এর Schedule-I এ প্রদত্ত "Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions" মোতাবেক অর্থ বিভাগের বিস্তারিত কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

- সরকারের অন্যান্য বিভাগের সাথে পরামর্শক্রমে রাজস্ব ও মুদ্রানীতি প্রণয়ন;
- রাজস্ব ও মুদ্রানীতি পর্যালোচনা;
- আর্থিক নীতিমালার ওপর গবেষণা এবং বিশ্লেষণ, এ সংক্রান্ত তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ এবং অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বাজেটের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলীর সার-সংক্ষেপ প্রকাশ
- বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ব্যবস্থাপনা এবং নিরীক্ষা ও হিসাব সম্পর্কিত বিষয়াবলী;
- বাজেট এবং উপায় ও উপকরণ; উপযোজন এবং পুনঃউপযোজন;
- নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান/কর্পোরেশনসমূহের বাজেট পরীক্ষা এবং অনুমোদন:
    - যে সকল স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান/কর্পোরেশনসমূহের বিনিয়োগকৃত পুঁজিতে লোকসান নেই, তাদের বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় অনুমোদন করবে এবং শুধুমাত্র সংকলনের জন্য অর্থ বিভাগে প্রেরণ করবে;
    - যে সকল স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান/কর্পোরেশনসমূহে ঘাটতি দেখানো হয়, তাদের বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক্রমে অর্থ বিভাগ নিরীক্ষণ ও অনুমোদন করবে;
    - যে সকল স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান/কর্পোরেশনসমূহ ঋণ/অনুদানভুক্ত রয়েছে, তাদের বাজেটের সম্মতির জন্য অর্থ বিভাগে প্রেরণ করবে।
- বেতন স্কেল/বেতন নির্ধারণ/বিশেষ বেতন/কারিগরি বেতন/অতিরিক্ত বেতন ইত্যাদি এবং এতদবিষয়ে বিধানাবলী প্রণয়ন;
- ছুটি সংক্রান্ত বিধানাবলী প্রণয়ন এবং এর অধীনে প্রয়োজনীয় আদেশ/নির্দেশ জারীকরণ;
- পেনশন/আনুতোষিক এবং অবসর সুবিধা সম্পর্কিত বিধানাবলী প্রণয়ন এবং এর অধীনে প্রয়োজনীয় আদেশ/নির্দেশ জারীকরণ;
- ভ্রমণ ভাতা সংক্রান্ত বিধানাবলী প্রণয়ন এবং সকল ভাতা ও প্রান্তিক সুবিধাদি মঞ্জুরি জ্ঞাপন;
- সাধারণ ভবিষ্য তহবিল সংক্রান্ত বিধানাবলী প্রণয়ন;
- ব্যয় ব্যবস্থাপনা;
- আন্তঃদেশীয়/ আন্তঃসরকার পর্যায়ে আর্থিক বিষয়াবলীর নিষ্পত্তি;

- অর্থের যোগান, মুদ্রা, ধাতবমুদ্রা এবং লিগ্যাল টেন্ডার;
- স্বর্ণ ও রূপার আমদানি ও রপ্তানি;
- সকল ধরণের নেগোশিয়্যাবল ইন্সট্রুমেন্টস, টাকশাল এবং সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস;
- নগদ সম্পদের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার বাজেট ব্যবস্থাপনা;
- বৈদেশিক বিনিময়ের বিধি-বিধান;
- বিনিময় হার নীতি;
- আইএমএফ সংক্রান্ত বিষয়াবলী;
- ঋণ সংগ্রহ;
- সকল উন্নয়ন প্রকল্পের আর্থিক বিষয় পরীক্ষাকরণ;
- হিসাব সংক্রান্ত পদ্ধতি ও বিধানাবলী, ট্রেজারি এবং সাব-ট্রেজারি সমূহের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ;
- সরকারি হিসাব কমিটি;
- নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাব যাচাই এবং নতুন ব্যয়ের পরিকল্পনাসমূহ পরীক্ষাকরণ;
- মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের পারিশ্রমিক;
- ঋণ এবং সাহায্যসহ সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনা;
- সাধারণ ভবিষ্য তহবিল;
- সরকারি সংস্থা যেমন- কর্পোরেশন, পৌরসভা প্রভৃতি কর্তৃক গৃহীত ঋণ বিষয়ক কার্যক্রম;
- শিল্প, ব্যবসা, কৃষি এবং গৃহায়ণের উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন;
- একীভূত জাতীয় গ্রেডসমূহ এবং বেতন স্কেল (National unified grades and scales) ও এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন;
- মন্ত্রিপরিষদ কমিটিকে বেতন ও চাকুরি প্রতিবেদন এবং এতদসম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
- বেতন এবং সার্ভিস সংক্রান্ত কর্মদলকে (Working Group) সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
- নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে সরকারি অফিসসমূহ এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনসমূহ পরিদর্শন:
    - আর্থিক শৃংখলা এবং এর যুক্তিযুক্ততা ইত্যাদি পালিত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা;
    - সরকারি তহবিল সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা এবং সরকারি পরিসম্পদ/সম্পদের অপচয় রোধ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা;
    - সরকারি সম্পত্তি/সম্পদের লোকসান হওয়ার ফলে অনিয়ম ইত্যাদির জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করা।
- আর্থিক শৃংখলা এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা ও মিতব্যয়িতা অর্জনের লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামো ও আর্থিক বিধি-পদ্ধতির উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান;
- জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোতে লোকসান বা কম মুনাফার কারণগুলো পরীক্ষা করে প্রতিকারের জন্য পরামর্শ প্রদান;
- বিসিএস (নিরীক্ষা এবং হিসাব) ক্যাডার এর প্রশাসন;
- আর্থিক বিধানাবলীসহ সচিবালয় প্রশাসন;
- এই বিভাগের অধীন অফিস ও সংস্থাসমূহের প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ;
- আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ এবং অন্যান্য দেশের সাথে চুক্তি সম্পর্কিত বিষয় এবং এই বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়ে যোগাযোগ;
- বিভাগে ন্যস্ত বিষয়াদি সংক্রান্ত সকল আইনের খসড়া প্রণয়ন;
- বিভাগে ন্যস্ত যে কোন বিষয়ের উপর তদন্ত অনুষ্ঠান এবং প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান/উপাত্ত সংগ্রহ; এবং
- আদালতে গৃহীত ফি ছাড়া এই বিভাগে যে কোন বিষয়ের ফি নির্ধারণ।

অর্থ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

অর্থ বিভাগ ১০টি অনুবিভাগ: বাজেট অনুবিভাগ-১, বাজেট অনুবিভাগ-২, ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, বাস্তবায়ন অনুবিভাগ, প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগ, প্রবিধি অনুবিভাগ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ, মনিটরিং সেল এবং ০২টি আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা: মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় এবং হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় নিয়ে গঠিত।

- অর্থ বিভাগের জনবল কাঠামোতে মোট অনুমোদিত পদসংখ্যা ৬৩২ (প্রথম শ্রেণীর পদ ১৫৭টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ ১৮০টি , তৃতীয় শ্রেণীর পদ ১৬৮টি ও চতুর্থ শ্রেণীর পদ ১২৭টি)। এর মধ্যে পূরণকৃত পদ ৫৬১টি এবং শূন্য পদ ৭১টি;
- মনিটরিং সেল এর মোট অনুমোদিত পদসংখ্যা ৩৬ (প্রথম শ্রেণীর পদ ১৮টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ ৩টি , তৃতীয় শ্রেণীর পদ ৯টি ও চতুর্থ শ্রেণীর পদ ৬টি)। এর মধ্যে পূরণকৃত পদ ১৮টি এবং শূন্য পদ ১৮টি;
- মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এবং এর অধীনস্থ অফিসসমূহে মোট মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা ৫,৭৮৩। এর মধ্যে পূরণকৃত পদ ৩,৪৮৩টি এবং শূন্য পদ ২,৩০০টি; এবং
- হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৭,৯৭৩। এর মধ্যে পূরণকৃত পদ ৪,৭৭০টি এবং শূন্য পদ ৩,২০৩টি।

অর্থ বিভাগের জনবল কাঠামো:

শ্রেণি	অনুমোদিত	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
১ম শ্রেণি	১৫৭	১৪৩	১৪
২য় শ্রেণি	১৮০	১৬৯	১১
৩য় শ্রেণি	১৬৮	১৩৩	৩৫
৪র্থ শ্রেণি	১২৭	১১৬	১১
মোট	**৬৩২**	**৫৬১**	**৭১**

অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেল:

শ্রেণি	অনুমোদিত	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
১ম শ্রেণি	১৮	১০	০৮
২য় শ্রেণি	০৩	০২	০১
৩য় শ্রেণি	০৯	০৪	০৫
৪র্থ শ্রেণি	০৬	০২	০৪
মোট	**৩৬**	**১৮**	**১৮**

অর্থ বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা:

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
অর্থ বিভাগ (মনিটরিং সেলসহ)	৬৬৮	৫৭৯	৮৯
মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	৫৭৮৩	৩৪৮৩	২৩০০
হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক কার্যালয়	৭৯৭৩	৪৭৭০	৩২০৩
সর্বমোট	**১৪৪২৪**	**৮৮৩২**	**৫৫৯২**

অধ্যায়-২
অর্থ বিভাগের বিভিন্ন অনুবিভাগ ও সংস্থাসমূহের কার্যাবলী

বাজেট অনুবিভাগ-১

বাজেট-১ অনুবিভাগ জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করে তা যথাসময়ে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যয় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সরকারের আর্থিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বাজেট অনুবিভাগের প্রধান কাজ। বাজেট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পদ আহরণ এবং তা সুষম বন্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ অনুবিভাগ ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া, সরকারের আয় ও ব্যয় পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ, বাজেটের আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বন্টনযোগ্য সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ এবং শ্রেণিবিন্যাস কাঠামোর সংরক্ষণ ও আধুনিকায়ন এ অনুবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। অধিকন্তু, বাজেট মনিটরিং ও সম্পদ কমিটি এবং এ সংক্রান্ত টেকনিক্যাল কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান, আর্থিক সংশ্লেষ সম্পন্ন বিল ও অর্থ বিল প্রক্রিয়াকরণ এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও তদারকি বাজেট অনুবিভাগ-১ এর কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজেট অনুবিভাগ-১ এর গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলোঃ

২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ সংশোধন কর্তৃক বিগত ১২ মার্চ ২০২৩ তারিখে জারি করা হয়েছে;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নপূর্বক নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক বাজেট বই প্রকাশ করা হয়েছে যাতে নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ একত্রে সন্নিবেশ করা হয়েছেঃ
    - মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো (MBF)
    - সংযুক্ত তহবিল প্রাপ্তি (বিস্তারিত)
    - মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবিসমূহ (পরিচালন ও উন্নয়ন)
    - মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবি (পরিচালন) এবং
    - মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবি (উন্নয়ন)।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে নিম্নোক্ত বাজেট প্রকাশনাসমূহ প্রকাশ করা হয়েছেঃ
    - বাজেট বক্তৃতা
    - বাজেটের সংক্ষিপ্তসার
    - বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি
    - সম্পূরক আর্থিক বিবৃতি
    - জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন
    - প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব
    - বিস্তারিত বাজেট (উন্নয়ন) এবং
    - টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়নঃ বাজেট প্রতিবেদন ২০২৩-২৪।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে নিম্নোক্ত বাজেট প্রকাশনাসমূহের ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছেঃ
    - Budget Speech
    - Budget in Brief
    - Annual Financial Statement
    - Consolidated Fund Receipts
    - Gender Budget Report

- Climate Financing for Sustainable Development: Budget Report 2023-24
- Demands for Grants and Appropriations (Operational and Development)
- Medium Term Budget Framework.

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিচালন বাজেট হতে অর্থায়নযোগ্য উন্নয়ন কর্মসূচির (PPNB) আওতায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট ২২টি উন্নয়ন কর্মসূচি অনুমোদন ও অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে মৃত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত সরকারি ঋণ ও সুদ মওকুফের মোট ১৩টি প্রস্তাব নিষ্পত্তি করা হয়েছে;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদানের জন্য ৯২১টি সাময়িক প্রস্তাব ও ৯১০টি চূড়ান্ত প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে;এবং
- সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পদের সহজলভ্যতা আরও ভালোভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক পূর্বাভাস (fiscal forecasting), বাজেট প্রণয়ন ও বাজেট বাস্তবায়ন, আর্থিক প্রতিবেদন উন্নতকরণ এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS) নামে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ১০০ মিলিয়ন ডলারের একটি ৫ বছর মেয়াদি কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

বাজেট অনুবিভাগ-২

বাজেট-২ অনুবিভাগ উন্নয়ন প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণসহ উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজের সমন্বয় এবং নতুন প্রকল্পের জন্য কোড প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়ে থাকে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়ে থাকে। উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বিশেষ হিসাব খোলার অনুমোদন, বাণিজ্যিক ব্যাংক মনোনয়ন এবং বিশেষ হিসাব থেকে অর্থ ব্যবহারের জন্য অথরাইজেশন জারি সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে। পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্যের ব্যবহার, পুনর্ভরণ পরিবীক্ষণ, সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর সংক্রান্ত কাজ করে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পের ডিপিপি/টিএপিপি প্রণয়নকালে উন্নয়ন প্রকল্পের পদ/জনবল নির্ধারণের জন্য গঠিত কমিটির মাধ্যমে সুপারিশ প্রদান করে থাকে। এছাড়া উন্নয়ন বাজেট সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাবলী এ অনুবিভাগ হতে সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

- **উন্নয়ন বাজেট বই প্রণয়নঃ** ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবীসমূহ (উন্নয়ন) বই ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্পূরক আর্থিক বিবৃতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

- মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের 'মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পুস্তিকা' নামক ১টি পুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

- **এমটিবিএফ এর আওতায় বাজেট প্রণয়নঃ** আর্থিক ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদানের উদ্দেশ্যে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (এমটিবিএফ) আওতায় ২৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।

- **মন্ত্রণালয়সমূহের বাজেট বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণঃ** অনুবিভাগের ১৩টি বাজেট শাখার আওতাধীন ২৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। ২৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের IBAS++ সংস্কার বা রিফর্মের আওতায় বাজেট এক্সিকিউশন এর যথাযথ প্রয়োগ করা হচ্ছে। BIP (Budget Implementation Plan) এর মাধ্যমে ত্রৈমাসিক পরিকল্পনা অনুযায়ী বাজেট বিভাজন এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে।

- **নতুন প্রকল্পের জনবল নির্ধারণঃ** নতুন প্রকল্পের পদ/জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বাজেট এবং সামষ্টিক অর্থনীতি) এর সভাপতিত্বে গঠিত কমিটির সভায় ১৫৫টি নতুন প্রকল্পের ডিপিপিতে প্রয়োজনীয় পদ/জনবল নির্ধারণের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

- ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ) খাতের বরাদ্দের বিষয়ে বিশেষ হিসাব খোলার অনুমোদন, বাণিজ্যিক ব্যাংক মনোনয়ন এবং বিশেষ হিসাব থেকে অর্থ ব্যবহারের জন্য বাজেট অথরাইজেশন জারি করা হয়েছে;

- ১৩টি বাজেট শাখার আওতাধীন ২৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অর্থ ছাড় করা হয়েছে;

- ১৩টি বাজেট শাখার আওতাধীন ২৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্ট একনেক, ক্রয় সংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপিত বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;

- মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের বিভিন্ন ঋণ চুক্তি, বাণিজ্য চুক্তি ও প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পের উপর অর্থ বিভাগের মতামত প্রদান করা হয়েছে;

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিম্নোক্ত আইন/বিধির উপর মতামত প্রদান করা হয়েছেঃ

  (১) 'Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2022 উপর মতামত প্রদান' (২) 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (সংশোধন) আইন, ২০২১ এর সংশোধিত খসড়ার উপর মতামত প্রদান' (৩) জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি এর খসড়ার উপর মতামত প্রদান' (৪) পায়রা-কুয়াকাটা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০২২ এর উপর মতামত প্রদান (৫) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২২' এর খসড়ার উপর মতামত প্রদান করা হয়েছে;

- মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের যানবাহন ক্রয়ের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) এর অধীন ২১টি জুট মিলের অবসানকৃত ও অবসরপ্রাপ্ত স্থায়ী শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করা হয়েছে; এবং
- সোনালী ব্যাংক লি: কর্তৃক বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) এর অধীন জুট মিলের অবসানকৃত ও অবসরপ্রাপ্ত স্থায়ী শ্রমিকদের অনুকূলে ইস্যুকৃত সঞ্চয়পত্রের সমপরিমাণ টাকা পুনর্ভরণ করা হয়েছে।

ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ

ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের মূল কার্যক্রম হচ্ছে সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ এবং বাজেট অনুবিভাগসমূহের কাজের সাথে সমন্বিতভাবে কর রাজস্ব সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন এবং কর রাজস্ব আদায়ের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ; জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতা বহির্ভূত কর-রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্ব সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন; কর বহির্ভূত রাজস্ব ধার্য ও আদায় কার্যক্রম পরিবীক্ষণ; ঋণ মিশ্রণ (Debt Mix) অর্থাৎ ঋণ কোন্ কোন্ সূত্র থেকে গৃহীত হবে তা নির্ধারণ; বৈদেশিক ঋণের শর্ত-নির্ভরশীলতা (Conditionality) ও সরকারি ঋণের টেকসই অবস্থা (Debt Sustainability) বিশ্লেষণ ও পরিবীক্ষণ; সরকারি বন্ডের বাজার সম্প্রসারণ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা; বাংলাদেশ সরকারের প্রাপ্য ডিএসএল (Debt Service Liability) এর অর্থ আদায়; সরকারের বাজেট থেকে প্রদত্ত ঋণ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন এবং বৈদেশিক চুক্তি সংক্রান্ত খসড়া পর্যালোচনা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ এর সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

ঋণ ব্যবস্থাপনা

- সরকারের আর্থিক নীতির (Fiscal Policy) আলোকে সরকার কর্তৃক ঋণ সংগ্রহের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও এ সংক্রান্ত কৌশল (Strategy) নির্ধারণ করা হয়েছে;

- সরকারের দৈনিক নগদ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণপূর্বক ট্রেজারি বিল ও ট্রেজারি বন্ডের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণের লক্ষ্যে প্রতিমাসে অকশন ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করা হয়েছে;

- সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার কৌশলপত্রে ঋণ ব্যবস্থাপনা সংস্কারের বিষয়ে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি নির্দেশক নির্ধারণ করা হয়েছে;

- সরকারের Cash and Debt Management Committee (CDMC)'র ০২টি সভা এবং Cash and Debt Management Technical Committee (CDMTC)'র ০৬টি সভা আয়োজনের যাবতীয় প্রস্তুতি ও সভাসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা হয়েছে;

- ব্যাংকিং উৎস (Market) হতে গৃহীত দীর্ঘমেয়াদি এবং স্বল্পমেয়াদী ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধের প্রাক্কলন চূড়ান্তকরণ ও প্রক্ষেপণ প্রণয়ন করা হয়েছে;

- ব্যাংক বর্হিভূত উৎস (Retail) হতে গৃহীত ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধের প্রাক্কলন চূড়ান্তকরণ ও প্রক্ষেপণ প্রণয়ন করা হয়েছে;

- সরকারের ঋণ উপাত্ত (Data) সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে;

- অর্থ বছরের শেষে সরকারের বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ উৎস হতে গৃহীত ঋণের স্থিতি বিবরণী প্রণয়ন ও সে অনুযায়ী Redemption Profile প্রণয়ন করা হয়েছে;

- সরকারের ঋণ সংক্রান্ত হিসাব মিলকরনের (Reconciliation) বিষয়ে হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয় সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন এবং তা প্রতিনিয়ত পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে;

- বন্ড বাজার গভীরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি সিকিউরিটিজের প্রাইমারি ডিলারদের সাথে মত বিনিময় ও প্রাপ্ত মতামত CDMC-তে উপস্থাপন করা হয়েছে;

- ঋণ বুলেটিন প্রণয়ন করা হয়েছে;

- মধ্য-মেয়াদী ঋণ কৌশল (MTDS) হালনাগাদ করা হয়েছে;

- ঋণ বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে;
- Debt Database প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে; এবং
- Credit Rating Agency সমূহের সঙ্গে নিয়মিত সভাকরণ ও প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে।

নগদ ও প্রচ্ছন্ন দায় ব্যবস্থাপনা

বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও সরকারি মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে অর্থায়ন এবং নিত্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য বা সেবা আমদানী অর্থায়নে গৃহীত ঋণের বিপরীতে নিম্নলিখিত রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি প্রদান করা হয়:

প্রতিষ্ঠানের নাম	গ্যারান্টির পরিমান (কোটি টাকা)
ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)	২৯৪৪.২০
বিএডিসি কর্তৃক সার আমদানির নিমিত্ত ইস্যুকৃত গ্যারান্টি	১৩,০০০
বিপিসি কর্তৃক জ্বালানি তেল আমদানি অর্থায়নে ITFC এর ঋণের বিপরীতে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি	১১,৭১৬
বিসিআইসি কর্তৃক সরকারি খাতে ইউরিয়া সার আমদানির জন্য নতুন রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি ইস্যু	৩,০০০
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	২৫০
কর্মসংস্থান ব্যাংক	২৫০
২০২২-২৩ অর্থ বছরের সর্বমোট ইস্যুকৃত রাষ্ট্রীয় কাউন্টার গ্যারান্টির পরিমান	৩১১৬০.২

ট্রেজারি ব্যবস্থাপনা

- ২ ও ৫ টাকা মূল্যমানের কারেন্সি নোটে অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষর সংযোজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- বগুড়া জেলা ট্রেজারিতে প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে অচল ঘোষিত, ব্যবহার অনুপযোগী ও চাহিদাবিহীন বিড়ি ব্যান্ডরোল বিনষ্ট করা হয়েছে;
- কক্সবাজার জেলা ট্রেজারিতে রক্ষিত অচল ঘোষিত, ব্যবহার অনুপযোগী ও চাহিদাবিহীন স্ট্যাম্পসমূহ বিনষ্ট করা হয়েছে;
- ১০৯০২ ট্রেজারি প্রতিষ্ঠান খাতভুক্ত কর্মচারীদের বেতন ভাতা সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ বিতরণ করা হয়েছে; এবং
- ১২০০০০৫০২ মুদ্রা ব্যবস্থাপনা খাতে অর্থ ছাড়করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এনটিআর

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংযুক্ত তহবিল প্রাপ্তি-প্রাক্কলন এবং ২০২৪-২৫, ২০২৫-২৬ ও ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের প্রক্ষেপণ পরীক্ষাপূর্বক চূড়ান্ত করা হয়েছে;
- ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ৬১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে কর ব্যতীত রাজস্ব (Non-Tax Revenue) ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্ব (Non-NBR Tax Revenue) বাজেট প্রাক্কলন সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা আয়োজন করা হয়েছে;
- ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ১১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ (বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, সেতু বিভাগ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়) কর্তৃক প্রদানকৃত বিভিন্ন পরিষেবার রেইট/ফি হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাবে অর্থ বিভাগের সম্মতি/মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ৯১টি নতুন সেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের নন-ট্যাক্স রাজস্ব সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "Way to Enhance Revenue through NTR (Non-Tax Revenue) in Bangladesh" শীর্ষক ২১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের অংশগ্রহণে ৬টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রাপ্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে;
- স্বায়ত্বশাসিত, আধাস্বায়ত্বশাসিত ও স্বশাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত সরকারি ঋণের বিপরীতে সুদ এবং ইক্যুইটির বিপরীতে লভ্যাংশের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও মন্ত্রণালয়/বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন সরকারি/বেসরকারি কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানে সরকারি বিনিয়োগ সম্পর্কিত তথ্যাদি হালনাগাদ করা হয়েছে;
- মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন খাতে দীর্ঘ সময়ব্যাপী অব্যয়িত থাকা অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাদানের লক্ষ্যে যশোর ও চট্টগাম জেলা পরিদর্শন করা হয়েছে;
- বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ব্যাংক হিসাবে জমা সরকারের অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য সকল জেলার জেলা প্রশাসকের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে; এবং
- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান হতে প্রযোজ্য কর-বহির্ভুত রাজস্ব বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ করে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ তথ্যভান্ডার (Database) তৈরি করার কাজ চলমান রয়েছে।

ডিএসএল

- স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং স্থানীয় সরকার (স্ব-শাসিত) প্রতিষ্ঠানের ১৭টি সম্পূরক ঋণ চুক্তি এবং ১৩টি ঋণ চুক্তির বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং স্থানীয় সরকার (স্ব-শাসিত) প্রতিষ্ঠানে সরকার কর্তৃক প্রদেয় বৈদেশিক ও জিওবি ঋণসমূহের সুদ মওকুফ, ঋণ ইক্যুইটিতে রূপান্তর, সুদের হার পুনঃনির্ধারণ এবং প্রকল্পের অর্থছাড়ের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;

- স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং স্থানীয় সরকার (স্ব-শাসিত) প্রতিষ্ঠানের দায় দেনা/ ঋণ/মূলধন ইত্যাদি বিষয় প্রক্রিয়াকরণ ও এতদসংক্রান্ত সংক্রান্ত চাহিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে;
- স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং স্থানীয় সরকার (স্ব-শাসিত) প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের জন্য ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল এর মেয়াদ বর্ধিতকরণের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা"-এর অনুমোদন/সম্মতি প্রদানের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- "Establishment of International Centre for Natural Product Research (ICNPR)" শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বানুমোদন/ পূর্ব সম্মতি প্রদানের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- স্টার্ট-আপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানির ৭৬ কোটি টাকার মোট ৭ কোটি ৬০ লক্ষ নতুন সাধারণ শেয়ার (Ordinary Share) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে অংশীদারি মন্ত্রণালয়/বিভাগ হিসেবে অর্থ বিভাগের অনাপত্তিপত্র প্রদান করা হয়েছে;
- বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত/ আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিসমূহের সরকারের ডিএসএল বাবদ পাওনা অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান পরবর্তী ডিএসএল পাওনার বিষয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে;
- বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশন এবং রাষ্টায়ত্ত কোম্পানিসমূহকে স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ প্রদানের শর্তাবলি সংশোধনের খসড়া সুপারিশের উপর মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- অর্থ বিভাগের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো সংশোধন ও হালনাগাদকরণ এবং রাজস্ব ও মূলধন প্রাপ্তির লক্ষমাত্রা ও ব্যয় সীমার প্রাথমিক খসড়া প্রেরণ করা হয়েছে;
- বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং স্থানীয় সরকার (স্ব-শাসিত) প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত সম্পূরক ঋণ চুক্তি ও ঋণ চুক্তির হিসাব সংরক্ষণ করা হয়েছে;
- বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং স্থানীয় সরকার (স্ব-শাসিত) প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত সম্পূরক ঋণ চুক্তি ও ঋণ চুক্তির পরিশোধসূচি অনুসারে ডিএসএল পরিশোধপূর্বক প্রেরিত ট্রেজারি চালানের পোষ্টিং প্রদান করা হয়েছে;
- ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং এ্যাক্ট (এফআরএ) ২০১৫-এর ধারা ৮(২)(ঘ) মোতবেক শেয়ার মানি ডিপোজিট (Share Money Deposit) সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণ গাইডলাইন প্রতিপালনে পিজিসিবি'র পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতবেক Irredeemable and Noncumulative preference Share ইস্যুর বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে;
- অর্থ বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS), ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কার্যক্রম বিষয়ে ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে; এবং
- ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল (এফআরসি) এর অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির অর্থছাড়করণ এবং এফআরসি'র প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে।

পিপিপি ইউনিট

- ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের ১ম ধাপের Viability Gap Financing (VGF) চুক্তি অনুযায়ী বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধের লক্ষ্যে ১ম কিস্তি বাবদ ৫,০৯,২৫,১৫০ USD এর সমতুল্য বাংলাদেশী টাকা বরাদ্দ এবং ছাড়করণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। এছাড়া, বাজেট অনুবিভাগের সাথে সমন্বয় করে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের পিপিপি বাজেটে VGF এর ২য় ও ৩য় কিস্তি বাবদ পর্যাপ্ত অর্থ সংস্থান রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- গাবতলী-সাভার-নবীনগর ৪ লেন মহাসড়ক-কে এক্সপ্রেসওয়েতে উন্নীতকরণ-শীর্ষক প্রকল্পের Viability Gap Financing (VGF) প্রস্তাব অনুমোদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- Rules for Public Private Partnership Technical Assistance Financing (PPPTAF), 2018 এর আলোকে পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবহৃত PPPTAF তহবিলের ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থ বছরের আর্থিক বিবরণীর পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ;
- পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নার্থে অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত Public-Private Partnership Technical Assistance Financing (PPPTAF) তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবহৃত পিপিপিটিএফ তহবিলের হালনাগাদ নিরীক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণ;
- PPPTAF তহবিলের বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ৩০ কোটি টাকা ছাড়করণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- PPPTAF, 2018 অনুযায়ী পিপিপি ভিত্তিতে চলমান ৯টি প্রকল্পের কাজের সার্বিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং এ বিষয়ে পিপিপি কর্তৃপক্ষের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ;
- Bangladesh Infrastructure Finance Fund Limited (BIFFL) এর স্থিতিভিত্তিক Compliance Audit প্রতিবেদনের বিষয়ে BIFFL কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এবং প্রেরিত জবাব পর্যালোচনা ও মতামতসহ সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- BIFFL- এর যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পাদন;
- BIFFL কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য "Energy Efficiency, Renewable Energy and Women Entrepreneurship Financing (EEREWEF)" শীর্ষক প্রকল্পের সংশোধিত অনুদান চুক্তির উপর মতামত প্রদান; এবং
- পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) প্রকল্প বিষয়ে Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) সভায় উপস্থাপনের জন্য পিপিপি ইউনিটের মতামত প্রদান করা হয়েছে।

সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ

অর্থনীতির চারটি খাত তথা প্রকৃত, রাজস্ব, মুদ্রা ও আর্থিক খাত এবং বহিস্থঃ খাতের আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতে Aggregate Fiscal Discipline নিশ্চিত করা, মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (Medium Term Macroeconomic Framework- MTMF) প্রণয়ন এবং নিয়মিতভাবে তা হালনাগাদকরণ, 'আর্থিক, মুদ্রা ও বিনিময় হার সংক্রান্ত কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল' সভার জন্য তথ্যবহুল কার্যপত্র প্রণয়ন, বাজেট বক্তৃতার খসড়া প্রণয়ন ও সম্পাদন, মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি (Medium Term Macroeconomic Policy Statement**)** সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ প্রণয়ন করে থাকে। বাজেটে ঘোষিত প্রতিশ্রুতিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা এ অনুবিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ হতে বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরে প্রস্তুত করা হয় 'বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয় ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন। সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ এর ১৫(৪) ধারা অনুযায়ী এ প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে পেশ করা হয় ।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী ও অর্জনসমূহ :

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো সম্পর্কিত কার্যাবলী

- ডিসেম্বর ২০২২ ও এপ্রিল ২০২৩ সময়ের মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (Medium Term Macroeconomic Framework – MTMF) হালনাগাদ করা হয়েছে;
- মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে এমটিএমএফ ওয়ার্কিং গ্রুপের সভাসমূহ আয়োজন করা হয়েছে;
- আর্থিক, মুদ্রা ও বিনিময় হার সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ এবং এদের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে ডিসেম্বর ২০২২ এবং এপ্রিল ২০২৩ মাসে এতদসংক্রান্ত কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিলের সভা আয়োজন করা হয়েছে;
- সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ এর ধারা ১১ অনুযায়ী জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে মধ্যমেয়াদি (২০২১-২২ হতে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত) সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি (বাংলা ও ইংরেজী সংস্করণ) প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ডাইনামিক ম্যাক্রোইকোনোমেট্রিক মডেল তৈরীর লক্ষ্যে সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগের অধীন "Improvement of Fiscal Forecasting through Development of Macroeconometric Model" শীর্ষক স্কীমের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- জিডিপি প্রবৃদ্ধিসহ সামষ্টিক অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন চলকের পূর্বাভাস প্রদানের জন্য Macro Fiscal Modeling (MFMod) সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে এবং
- Macro-Fiscal Database তৈরির কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

বাজেট সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতার ইনপুট সংগ্রহের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণের বরাবরে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ, ইনপুট সংগ্রহ ও সংকলন করা হয়েছে;
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে;
- বাজেট বক্তৃতার ইংরেজি অনুবাদ করা হয়েছে;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সমাপনী বাজেট বক্তৃতার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে;

- বিগত ১৪ বছরের (২০০৯-২০১০ হতে ২০২২-২৩) বাজেটে ঘোষিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন/ সারণি প্রস্তুত (ইতোমধ্যে সফলভাবে বাস্তবায়িত, বাস্তবায়নাধীন, চলমান ইত্যাদি) করা হয়েছে;
- বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ, বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি মেট্রিক্স প্রণয়ন এবং তা হালনাগাদ করা হয়েছে;
- সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ এর ধারা ১৫ অনুযায়ী জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন ও আয় ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে;
- মাননীয় অর্থমন্ত্রী সমীপে উপস্থাপিত বাজেটপূর্ব ব্রিফিং এর জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট অংশের জন্য তথ্য উপাত্ত প্রদান এবং পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড প্রস্তুত করা হয়েছে;
- করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে নেয়া প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে অর্থ বিভাগের উদ্যোগে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট হতে বাজেট সহায়তা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যা অর্থ বিভাগের পক্ষে সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ সমন্বয় করছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ওপেক ফান্ড, জাপান সরকার এবং এএফডি হতে ঋণ ও অনুদান বাজেট সাপোর্ট আকারে সফলভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে, অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম জোরদার করা সম্ভব হয়েছে; এবং
- কোভিড-১৯ অতিমারি অর্থনৈতিক প্রভাব কার্যকরভাবে মোকাবিলা এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য দিকনির্দেশনায় প্রণীত ২৮টি কার্যক্রম সম্বলিত প্রায় ১,৮৭,৬৭৯ কোটি টাকার প্রণোদনা কর্মসূচিসমূহের পরিবীক্ষণ পদ্ধতি চালু করে তা নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রেডিট রেটিং সংক্রান্ত কার্যাবলী

- দেশের উন্নত ঋণমান বজায় রাখার কাজে সহায়তার উদ্দেশ্যে Standard & Poor's (S&P), Moody's Investor Service ও Fitch Rating Agency আন্তর্জাতিক ক্রেডিট রেটিং সংস্থাসমূহের সাথে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে তাদের হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

রিপোর্টিং ও পুস্তিকা প্রণয়ন

- Monthly Macro-fiscal Update শীর্ষক প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে;
- Monthly Report on Fiscal Position শীর্ষক রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ এবং তা অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে;
- Socioeconomic Progress and Recent Macroeconomic Development in Bangladesh শীর্ষক পুস্তিকা প্রণয়ন এবং তা অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং
- Bangladesh Marches On শীর্ষক পুস্তিকা প্রণয়ন এবং তা অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাকর্ম সম্পাদন: প্রণীত ধারণাপত্র/পলিসি নোট প্রণয়ন

- জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৩ মেয়াদে কয়েকটি পলিসি নোটস্ প্রস্তুত করা হয়েছে। এগুলোর বিষয় ছিলঃ
    - সার, তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতে ভর্তুকি প্রত্যাহার/মূল্য সমন্বয় এবং মূল্যস্ফীতিতে উহার সম্ভাব্য প্রভাব ও তা নিয়ন্ত্রণে গ্রহণীয় সম্ভাব্য নীতি-কৌশল;
    - বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ও বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার জন্য সরকারি উদ্যোগ;
    - জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধিতে অর্থনীতির উপর সম্ভাব্য প্রভাব;
    - NEER and REER: Recent Trends and Policy Implication in Bangladesh; এবং

- Socioeconomic Progress and Recent Macroeconomic Development in Bangladesh.

দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত কার্যাদি

- আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ- International Monetary Fund (IMF), International Bank for Reconstruction and Development (World Bank), Asian Developemnt (ADB), Japan International Cooperation Agency (JICA), Agence Française de Developpement (AFD), European Union, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Korea Economic Development Co-operation Fund (EDCF), OPEC Fund for International Development (OFID) ইত্যাদির সাথে বাজেট সহায়তা ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- LDC Graduation পরবর্তী অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কিত জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে গঠিত সাতটি উপ-কমিটির তিনটি উপ-কমিটি, যথা- Sub-committee on WTO Issues (Other than market access and TRIPS), Sub-committee on Investmnent, Domestic Market Development and Export Diversification এবং Sub-committee on Smooth Transition Stratey এর সুপারিশমালা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- Istanbul Plan of Action সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে;
- Local Consultative Group (LCG) এর working group এর কার্য সম্পাদন করা হয়েছে;
- সার্ক, কমনওয়েলথসহ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা ফোরাম সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে;
- Inter-Governmental Expert Group (IGEG) on Financial Issues এবং SAARC Finance এর সাথে সম্পৃক্ত কার্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে;
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি, যেমন- বাণিজ্য চুক্তি, বিনিয়োগ সহায়তা চুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- বাণিজ্য নীতি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে;
- Inter-Governmental Expert Group (IGEG) on Financial Issues এবং SAARC Finance এর সাথে সম্পৃক্ত কার্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে;
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি, যেমন- বাণিজ্য চুক্তি, বিনিয়োগ সহায়তা চুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে; এবং
- বাণিজ্য নীতি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

অন্যান্য

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় অর্থমন্ত্রী বরাবর জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর তৈরি এবং সংসদে প্রেরণ করা হয়;
- মাননীয় অর্থমন্ত্রী ও অর্থ সচিব মহোদয়ের নির্দেশনামতে তথ্য-উপাত্ত/বিশ্লেষণাধর্মী লেখা (Write-up)/কান্ট্রি ব্রিফ/বক্তৃতার খসড়া/মন্তব্য ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়;
- SDG (টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট) সংক্রান্ত অর্থ বিভাগের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন ও সমন্বয় করা হয়;
- SPFMS এর আওতায় Component-1: Revenue and Expenditure Forecasting শীর্ষক কম্পোনেন্ট বাস্তবায়নের জন্য Scheme on Improvement of Fiscal Forcasting through Developemnt of Maroeconometric Model শীর্ষক স্কিম বাস্তবায়নের কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে;
- "Skills for Employment Investment Program (SEIP)" সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়;

- SEIP-2 প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে 'Supporting Technical Education and Skills Development Facility' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।
- অর্থ বিভাগের অধীনে National Human Resource Development Fund (NHRDF) বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- ষান্মাসিক ভিত্তিতে প্রণীত 'SAARC Finance News Letter' এর জন্য তথ্য প্রস্তুত ও প্রেরণ করা হয়েছে এবং
- Indian Ocean Rim Association (IORA)-এর আওতায় Women's Financial Inclusion বিষয়ে Regional Policy Development-এর কাজে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান করা হয়।

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ

দেশের অর্থনৈতিক গতিধারা ও অগ্রগতির মূল্যায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ করা অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ। অর্থ বিভাগের বরাদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থা (সরকারি/বেসরকারি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ক্ষুদ্র ঋণ এবং তহবিল কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা সভা এ অনুবিভাগ আয়োজন করে থাকে। এছাড়াও রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন; অর্থ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন এডিপি/আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ-এ অনুবিভাগের অন্যতম কাজ। সমীক্ষা এবং কর্মসূচি পরিবীক্ষণ-এ দুটি অধিশাখা সমন্বয়ে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ গঠিত। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ অনুবিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

সমীক্ষা প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী

- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রণয়নের নিমিত্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ ও সম্পাদনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্তকরণ;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটের অন্যতম ডকুমেন্ট হিসেবে 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২৩' ও 'Bangladesh Economic Review, 2023' প্রণয়ন কার্যক্রম; এবং
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও Bangladesh Economic Review এর বিগত সংখ্যাসমূহ (১৯৭১-৭২ হতে ২০২২-২৩ পর্যন্ত) সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে softcopy তে রূপান্তরসহ ওয়েবসাইটে প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে।

অর্থ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী

- অর্থ বিভাগের মূল কর্মকান্ড সম্পর্কে সরকার ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে যথাযথভাবে অবহিতকরণের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ প্রণয়ন করা হয়। প্রতিবেদনে অর্থ বিভাগের সকল অনুবিভাগ, মনিটরিং সেল, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এবং অর্থ বিভাগের এডিপি/আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য সন্নিবেশ করা হয়। এছাড়াও সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিসহ অর্থ বিভাগের সংস্কার কর্মকান্ড সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়; এবং
- প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদনটি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী, সিনিয়র সচিব/সচিব এর দপ্তরে প্রেরণ, অর্থ বিভাগের সকল কর্মকর্তা, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এবং অর্থ বিভাগের এডিপি/আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দপ্তরে বিতরণ ও অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ সংক্রান্ত কার্যাবলী

- বাংলাদেশের অর্থনীতির হালনাগাদ পরিস্থিতির উপর বিভিন্ন তথ্যাদি/প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদার ভিত্তিতে প্রদান।

জাতীয় সংসদ সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী

- জাতীয় সংসদে ২০২৩ সালের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য অর্থ বিভাগ সম্পর্কিত তথ্যাবলি সম্বলিত প্রতিবেদন প্রেরণ।

প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যাবলী

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্থ বিভাগের আওতাধীন এডিপি/আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের উপর মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার জন্য তথ্য সংগ্রহ, কার্যপত্র প্রণয়ন, সভা আহবান, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত, সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন প্রভৃতি সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ;
- অর্থ বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জনবল সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোতে প্রেরণের লক্ষ্যে প্রশাসন-১ শাখায় ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে প্রেরণ;
- এডিপি/আরএডিপি ভুক্ত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সভায় যোগদান ও মতামত প্রদান;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রণয়নের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের জন্য অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকবৃন্দের নিকট থেকে সংগ্রহ এবং তা সমন্বয় করে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ; এবং
- অর্থ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়িত বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ থেকে সংগ্রহ করে অর্থ বিভাগের সমন্বিত প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ প্রস্তাব অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ।

কর্মসূচি সংক্রান্ত কার্যাবলী

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতায় অনুন্নয়ন বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত চলমান কর্মসূচির উপর নির্ধারিত ছকে মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন সংগ্রহ ও পর্যালোচনা সভার জন্য কার্যপত্র প্রণয়ন, সভা আহবান, কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ, সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মসূচি সংক্রান্ত বিভিন্ন সভায় যোগদান ও মতামত প্রদান;
- চলমান কর্মসূচিসমূহের ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সংগ্রহ ও তা পর্যালোচনা সভায় উপস্থাপন;
- অনুন্নয়ন বাজেট হতে অর্থায়নকৃত কর্মসূচির মূল্যায়ন কমিটি ও মনিটরিং কমিটিতে অর্থ বিভাগের প্রতিনিধিত্বকরণ ও মতামত প্রদান; এবং
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়ন কর্মসূচি/প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে তা অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থায় প্রেরণ।

ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ

ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ সরকারের বার্ষিক বাজেটের পরিচালন ব্যয় এবং বাজেট বহির্ভূত যাবতীয় ব্যয় ব্যবস্থাপনাসহ সার্বিক আর্থিক শৃংখলা ও কার্যকরী আর্থিক ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে পরিপালন করে থাকে। এ অনুবিভাগ থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোতে নতুন পদ সৃজন, বিদ্যমান পদ বিলুপ্তকরণ, অস্থায়ী পদ সংরক্ষণ ও সরকারি বিধি-বিধানের আলোকে পদ স্থায়ীকরণ, গাড়ি ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডই'তে অন্তর্ভুক্তকরণ, পদ উন্নীতকরণ, পদবী পরিবর্তন, আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সেবা ক্রয় ইত্যাদি প্রস্তাব যাচাই-বাছাইপূর্বক সম্মতি প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণ, সরকারি অফিসসমূহের জন্য বিভিন্ন ধরণের যানবাহনের মূল্য নির্ধারণ, সরকারি অফিসের জন্য বেসরকারি বাড়ি ভাড়াকরণ ও ভাড়ার হার নির্ধারণ, বেসরকারি স্কুল/কলেজসমূহ জাতীয়করণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদ সৃষ্টি/সংরক্ষণ, বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের সেবা চালুকরণ ও শয্যা সংখ্যা উন্নীতকরণ, বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে কর্মরত স্বদেশভিত্তিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাড়ি ভাড়া, বৈদেশিক ও আপ্যায়ন ভাতা, শিক্ষা ভাতা, চিকিৎসা ভাতা নির্ধারণের প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সম্মতি/মতামত প্রদান করা হয়।
এ অনুবিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো:

পদ সৃজন/সংরক্ষণ/স্থায়ীকরণ/বিলুপ্তিকরণ

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহের ১-৯ গ্রেডের ১০,১৭৪টি, ১০-২০ গ্রেডের ১০,৯৮৫টি পদসহ মোট ২১,১৫৯টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহের মোট ৫৮,৩৪৯টি পদ সংরক্ষণে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে; এবং
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহের মোট ২,৬১৪টি পদ স্থায়ীকরণে সম্মতি দেয়া হয়েছে এবং ১-২০ গ্রেড গ্রেড পর্যন্ত মোট ২,০১০টি পদ বিলুপ্তকরণে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ

২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ০৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে ০৫টি কলেজ এবং ০৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

যানবাহন ক্রয়/টিওএন্ডইভুক্তকরণ,দর-তফসিল ও আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সেবা ক্রয়

- কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলা ও সরকারের কৃচ্ছ্র সাধন নীতির আলোকে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে নতুন/প্রতিস্থাপক হিসেবে মোট ১১৩টি যানবাহন ক্রয়ের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য মোট ২৮৭টি যানবাহন টিওএন্ডইভুক্তকরণে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে।
- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনা/সম্পাদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাবিত দর-তফসিল ২০২২, পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনা/সম্পাদনের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত দর-তফসিল ২০২২ এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনা/সম্পাদনের জন্য সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত দর-তফসিল ২০২২ অনুমোদন করা হয়েছে।
- আউটসোর্সিং (Outsourcing) প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮ জারি হওয়ার পর বিভিন্ন দপ্তর থেকে আউটসোর্সিং সেবার চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ হতে সেবা ক্রয়ের সম্মতি জ্ঞাপন করা হচ্ছে। ২০২২-২৩

অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীনস্থ দপ্তরসমূহের জন্য মোট ৩,২১৫টি সেবা আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ক্রয়ে সম্মতি দেয়া হয়েছে।

অন্যান্য কার্যাবলী

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন আয়কর অনুবিভাগের অনুকূলে ১ম পর্যায়ে ২,৩৮১টি, ২য় পর্যায়ে ১,৮১৮টি এবং ৩য় পর্যায়ে ৪০১টি পদসহ সর্বমোট ৪,৬০০টি পদ (৬৫৭টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে এবং অন্যান্য ৩,৯৪৩টি পদ অস্থায়ীভাবে) রাজস্বখাতে সৃজন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বেস সাপ্লাই ডিপো (বিএসডি) (নৌ) ঢাকা, বিএসডি (নৌ) খুলনা ও বিএসডি (নৌ) চট্টগ্রাম-এর সাংগঠনিক কাঠামোতে ২২৫টি পদ (সামরিক পদ স্থায়ীভাবে ও অসামরিক পদ অস্থায়ীভাবে) রাজস্বখাতে সৃজনে এবং ২৬টি যানবাহন টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্তকরণ, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর Navy Training and Doctrine Command (NATDOC) এর সাংগঠনিক কাঠামোতে ১৩৬টি পদ সৃজনে এবং ১৮টি যানবাহন টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্তকরণ, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ বানৌজা আবু উবাহদাহ এর সাংগঠনিক কাঠামোতে ১২৯টি পদ সৃজনে এবং ০৫টি যানবাহন টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নৌভান্ডার চট্টগ্রামের সাংগঠনিক কাঠামোতে ক্যাপ্টেন (এক্স/এস/ই/এল), কমান্ডার (এস)/এনএসও, কমান্ডার (ই) ও কমান্ডার (ই)/এনএসও পদের পদবি উন্নীতকরণ/পরিবর্তনে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে।
- অর্থ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোতে ৮১টি পদ রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে।
- সরকারি বিভিন্ন দপ্তরসমূহের (২৪টি দপ্তর) জন্য বেসরকারি বাড়ি ভাড়াকরণে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জন্য ১০৭ টি পিকআপ টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্ত করণের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে।
- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনা/সম্পাদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাবিত দর-তফসিল ২০২২, পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনা/সম্পাদনের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত দর-তফসিল ২০২২, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনা/সম্পাদনের জন্য সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত দর-তফসিল ২০২২ অনুমোদন এবং ইত:পূর্বে অনুমোদিত দর তফসিলের বহুল ব্যবহৃত ০৬টি আইটেম (ইট, বালু, পাথর, সিমেন্ট, বিটুমিন ও এমএস রডসহ সংশ্লিষ্ট আইটেম সমূহের বিভিন্ন সাইজ এবং উক্ত সামগ্রী হতে নির্মিত আইটেমসমূহ) এর মধ্যে ০৪টি আইটেমের দর বর্তমান বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন হাসপাতালের জন্য ৫১৮টি মিডওয়াইফের পদ রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজন, দেশের বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে ৯২০ শয্যা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজিত ১৯৪টি পদ স্থায়ীকরণ, ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে সার্জারি বিষয়ের জন্য ১৫৫টি ক্যাডার পদ রাজস্বখাতে স্থায়ীভাবে সৃজন, ০৮টি সরকারি মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিটের জন্য ১২০টি ক্যাডার পদ রাজস্বখাতে স্থায়ীভাবে সৃজন এবং ২৬টি সরকারি মেডিকেল কলেজে 'নিউরোলজি বিভাগ' এর জন্য রাজস্বখাতে স্থায়ীভাবে ১২২টি পদ সৃজন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)'র বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ১০৮টি ভূবৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্তকরণ করা হয়েছে।
- বস্ত্র অধিদপ্তরের আওতাধীন 'শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর এর জন্য রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে ৭৩টি পদ সৃজন এবং বস্ত্র অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের জন্য রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনকৃত বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩৪টি পদ স্থায়ীকরণে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে এবং
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আওতায় "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOHSTRI)" এর জন্য ১৩টি পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে।

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ

অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় ও কাঠামোর অতিরিক্ত সৃজিত পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ, বেতনগ্রেড উন্নীতকরণ/বেতনগ্রেড পুন:নির্ধারণ/বেতন বৈষম্য দূরীকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধীনস্থ সরকারি, স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান, টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদানে উদ্ভুত জটিলতা নিরসনে ব্যাখ্যা/মতামত প্রদান, সরকার কর্তৃক জারিকৃত যাবতীয় সার্কুলার, স্মারক, প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র ইত্যাদি হালনাগাদকরণ এবং মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ, বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি নির্ধারণ, আদালতের রায় বাস্তবায়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মামলার বিষয়ে সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে কিনা সে বিষয়ে অর্থ বিভাগের আইন কোষের সাথে সমন্বয় সাধন ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এ অনুবিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীসমূহ নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হলোঃ

বেতনগ্রেড নির্ধারণ

- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্ত বিভিন্ন সংস্থার মোট ৬৩৯টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্ত বিভিন্ন সংস্থার মোট ১৪৬টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার মোট ৫টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্ত বিভিন্ন সংস্থার মোট ৩টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্ত বিভিন্ন সংস্থার মোট ১৬টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- ভূমি মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্ত বিভিন্ন সংস্থার মোট ৫৩টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্ত বিভিন্ন সংস্থার মোট ১৩০টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্ত বিভিন্ন সংস্থার মোট ৭টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ৪২ টি পদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ১৭,২৮৩টি পদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ৫৫২টি পদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ০৪টি পদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ১১০টি পদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভিন্ন হাসপাতাল/ প্রতিষ্ঠানের জন্য রাজস্বখাতে সৃজিত পদের মোট ১,০২৮টি পদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য রাজস্বখাতে সৃজিত পদের মোট ৩৪টি পদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;

- নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য রাজস্বখাতে সৃজিত পদের মোট ১৬টি পদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য রাজস্বখাতে সৃজিত পদের মোট ৩৯০টি পদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- রাষ্ট্রপতির কার্যালয় এবং অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার জন্য সৃজিত মোট ২টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ১,৮৩১টি পদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ৩০টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ৮৩টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ৩৮৬টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ৫০টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ১৬৭টি পদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য রাজস্বখাতে সৃজিত পদের মোট ৯৫৪টি পদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য রাজস্বখাতে সৃজিত পদের মোট ১৬টি পদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ৯৭৮টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মোট ৯টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মোট ৩৫টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৩১টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- অর্থ বিভাগের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মোট ৮৫টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণকরা হয়েছে;
- আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মোট ১,৫২৫টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণকরা হয়েছে;
- অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মোট ৪,৬০০টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মোট ২৭টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানের ১টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
- আইন ও বিচার বিভাগের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার মোট ৪৪৫টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণকরা হয়েছে; এবং
- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মোট ৬০টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে।

(নোট: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার বেতনগ্রেড নির্ধারণকৃত মোট পদসংখ্যা ৩১,৭৭৩ টি।)

টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড সংক্রান্ত

- মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার মোট ১৫৬টি টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে।

বেতনগ্রেড উন্নীতকরণ/পুন:নির্ধারণ

- মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার মোট ৪৪টি বেতন গ্রেড উন্নীতকরণ/পুন:নির্ধারণের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে।

মামলার জবাব

- মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার মোট ৮৬টি মামলার দফাওয়ারী জবাব/ আপীল গ্রাউন্ডস প্রেরণ এবং বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় বেতনস্কেলের বিষয়ে মতামত

- ২টি এসআরও জারি করা হয়েছে। চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর সংশোধন সংক্রান্ত এসআরও নং-২৪৯/আইন/২০২২ এবং চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর সংশোধন সংক্রান্ত এসআরও নং-২৫৩/আইন/২০২২।

বিবিধ বিষয়

- মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার মোট ২৪৪টি বিবিধ বিষয়ে মতামত প্রদান।

প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগ

প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগ অর্থ বিভাগের সকল প্রশাসনিক দায়িত্ব, অর্থ বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তরের অস্থায়ী পদ সংরক্ষণ এবং অস্থায়ী পদকে স্থায়ী পদে রূপান্তর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি এবং অর্থ বিভাগের বিভিন্ন অনুবিভাগের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধন করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগের উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত কার্যাবলী নিম্নে দেওয়া হলোঃ

- মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকের অর্থ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;
- অর্থ বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থাসমূহের মাসিক কর্মকান্ডের ও বার্ষিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;
- জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০২৩- এ গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রাপ্ত সাধারণ আদেশ/সার্কুলার/বিজ্ঞপ্তিসমূহ পৃষ্ঠাংকন করে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ;
- মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ২০২২-২৩ অর্থবছরের স্বেচ্ছাধীন তহবিল থেকে ১০ লক্ষ টাকা বিভিন্ন ব্যক্তির অনুকূলে মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়েছে;
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন ও ঘোষণার জন্য প্রাক বাজেট সভা অনুষ্ঠানসহ সকল প্রকার লজিষ্টিক সাপোর্ট প্রদান করা হয়েছে;
- অর্থ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্থায়ী/অস্থায়ী প্রবেশপত্র প্রদানের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে;
- জাতীয় সংসদের 'অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র বৈঠক সম্পর্কিত কার্যক্রমের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- অর্থ বিভাগে প্রাপ্ত বিভিন্ন অভিযোগ ও নিষ্পত্তির প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;
- অর্থ বিভাগ সম্পর্কিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহের যাচিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে;
- অর্থ বিভাগের সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়েছে;
- জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮ এর কর্ম-পরিকল্পনা ভিত্তিক করণীয় বিষয়সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;
- বিসিএস ক্যাডারের (নিরীক্ষা ও হিসাব) গ্রেড-১, গ্রেড-২, গ্রেড-৩, গ্রেড-৪, গ্রেড-৫, গ্রেড-৬ পদে যথাক্রমে ২ জন, ৫ জন, ৪ জন, ১ জন, ১৭ জন এবং ৩৪ জন কর্মকর্তার পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে;
- ৪০তম বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব) ক্যাডারের ৪৪ জন কর্মকর্তার নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম নিষ্পন্ন করা হয়েছে;
- মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের নন-ক্যাডার নিয়োগ বিধিমালা-২০২৩ প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম নিষ্পন্ন করা হয়েছে;
- বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১০ জন কর্মকর্তার উপসচিব পদে পদোন্নতির প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অগ্রায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম নিষ্পন্ন করা হয়েছে;
- বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব) ক্যাডার ৬২৯টি পদের নিয়োগ, পদোন্নতি, শৃংখলাসহ অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম;
- বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের ৪টি বিভাগীয় মামলায় ২ জন চাকরীচ্যুত ও ১ জনকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;
- বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব) ক্যাডারের ০৩ জন কর্মকর্তার চাকরি স্থায়ীকরণ ও চাকরিকাল গণনা সংক্রান্ত কার্যাবলি নিষ্পন্ন করা হয়েছে;
- মহামান্য আদালত কর্তৃক রীটকনটেম্পট/ এটি মামলা নং- ০৮/২০২২, ৪৭৯/২০২২, ৫২৭/২০২২, ১৯৭০/২০২১, ৪০/২০১৯, ১৪৬৪১/২০২২, ৪৬৯১/২০২২, ৯৩৯৯/২০১৬, ২৬৪/২০২১ এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

- দুদক কর্তৃক দায়েরকৃত ০৩ জন কর্মকর্তার দুর্নীতি মামলার কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- পাবলিক অডিট বিল-২০২২ এর চূড়ান্ত খসড়া অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ সংক্রান্ত কার্যক্রম নিষ্পন্ন করা হয়েছে;
- মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এবং আওতাধীন দপ্তরসমূহের ৩৮৪টি পদের (১১-২০) পদ সৃজন, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রজেক্টে ১৯৪টি পদ সংরক্ষণের জন্য পদ সৃজন/পদ সংরক্ষণ/নিয়োগে ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম নিষ্পন্ন করা হয়েছে;
- মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন ১৭টি অডিট অধিদপ্তরের জন্য ১০ জন ও ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে ৪০ জন আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগে সম্মতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি নিষ্পন্ন করা হয়েছে;
- মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন ১৭টি অডিট অধিদপ্তরের জন্য টিএন্ডইতে ৮টি যানবাহন অন্তর্ভুক্তি, অকেজো গাড়ির প্রতিস্থাপক ৩টি গাড়ির জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রজেক্টে ১টি নতুন গাড়ি (কার) ক্রয়/ভাড়াকরণে সম্মতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি নিষ্পন্ন করা হয়েছে;
- মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন আঞ্চলিক কার্যালয় ডিসিএ, সিলেট এর অফিস ভাড়াকরণের মেয়াদ ৩ বছর বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যাবলি নিষ্পন্ন করা হয়েছে;
- হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের আওতাধীন মাদারীপুর জেলার ডাসার উপজেলার নতুন অফিস সৃষ্টি/পদ সৃজন সংক্রান্ত কার্যাবলি নিষ্পন্ন করা হয়েছে;
- বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব) ক্যাডারের ৮ জন কর্মকর্তার লিয়েন মঞ্জুরি সংক্রান্ত কার্যক্রম নিষ্পন্ন করা হয়েছে;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ আওতাধীন দপ্তরসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহে প্রধান হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা পদে ৪ জন, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পদে ২৩ জন, হিসাবরক্ষক পদে ৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রেষণে নিয়োগের নিমিত্ত মনোনয়ন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি নিষ্পন্ন করা হয়েছে;
- মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এবং এর আওতাধীন ১৭টি অডিট অধিদপ্তরের প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে ২ জন এবং চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুর জন্য ১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে;
- ক্যাডার/নন-ক্যাডার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৮ জন কর্মকর্তাকর্মচারীর উচ্চতর গ্রেড/ প্রদান করা হয়েছে;
- হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে নিয়োগের লক্ষ্যে ৭৮,০১,০০০/- টাকা ছাড় ও অগ্রিম উত্তোলনের প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে;
- মাননীয় অর্থমন্ত্রী/অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিবসহ অর্থ বিভাগের সকল ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের সরকারি গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিদেশ ভ্রমণের প্রশাসনিক অনুমোদন ও এ সংক্রান্ত সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় পদোন্নতি ও নির্বাচন কমিটি (ডিপিসি), পরিচালনা পর্ষদ/বোর্ডে প্রতিনিধি মনোনয়নসহ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সভা/কমিটিতে অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি মনোনয় দেয়া হয়েছে;
- অর্থ বিভাগ হতে পিআরএল- এ গমনকারী ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের অবসরজনিত পেনশন এবং পেনশনারের মৃত্যুর পর পারিবারিক পেনশন সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে;
- অর্থ বিভাগের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের বদলি, পদায়ন, অবমুক্তি সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়েছে;
- অর্থ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো যুগোপযোগী করার জন্য হালনাগাদ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যা চলমান রয়েছে;
- অর্থ বিভাগের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নথি, চাকুরি বহি প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে;
- হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পদে ১ জন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে ১৪ জন এবং ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদে ৬ জন ও কোষাধ্যক্ষ পদে ১ জন সহ মোট ২২ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে;
- অর্থ বিভাগের ৩য় শ্রেণির ২০ জন এবং ৪র্থ শ্রেণির ২৭ জন সহ মোট ৪৭ জন কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। উক্ত ৪৭ জন হতে ৪০ জন যোগদান করেন এবং ইতোমধ্যে ২ জন চাকরি হতে অব্যাহতি নিয়েছেন;
- অর্থ বিভাগের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীগণের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে;
- অর্থ বিভাগের ০২ জন ২য় শ্রেণির প্রশাসনিক কর্মকর্তার চাকুরি স্থায়ীকরণের আদেশ জারি করা হয়েছে;
- অর্থ বিভাগের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৪৭ জন কর্মচারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদের সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম ঋণের মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়েছে;
- ০৪ জন কর্মচারীর অবসর উত্তর ছুটিসহ ১৮ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ নগদায়ন হিসেবে মঞ্জুর করা হয়, ১০ জন কর্মচারীকে চূড়ান্তভাবে অবসর প্রদান করা হয় এবং ০৪ জন কর্মচারীর পারিবারিক পেনশন নিষ্পত্তি করা হয়েছে;

- ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির মোট ১৫ জন কর্মচারীকে উচ্চতর গ্রেড প্রদান করা হয়েছে;
- শাখার কাজের অগ্রগতির মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক এবং অডিট আপত্তির রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে;
- জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ, ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষ্যে ব্যয়িত ৯৯,৮৫,০৪৫ টাকা ব্যয়োত্তর অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে;
- ঢাকা ওয়াসার অডিট আপত্তিতে জড়িত অর্থ অবলোপনের জন্য অর্থ বিভাগের মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ আর্থিক সালের প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তাদের গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় খাতে ৮৭,৬৬,৩০৫ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের ব্যয়োত্তর মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে;
- ২০০৭-২০১৬ অর্থ বছরে চাঁদপুর, জেলা প্রশাসনের কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি খাতে ৬,৮১,৯২৯.৫৩ টাকা এবং চাঁদপুর সদর, ফরিদগঞ্জ ও কচুয়া উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি খাতে ৩৩,৯৩,৩১৫.০০ টাকাসহ সর্বমোট ৪০,৭৫,২৪৪.৫৩ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের ব্যয়োত্তর মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে;
- পেট্রোবাংলা ও বিপিসি'র আওতাধীন কোম্পানিসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা প্রদানে উত্থাপিত অডিট আপত্তিতে জড়িত অর্থ অবলোপন করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের অধীন চট্টগ্রামস্থ প্রতিষ্ঠান দেলোয়ার পিকচার্স লি: এর ১৯৯৪-৯৫ নিরীক্ষা সালের ০২ নং অনুচ্ছেদে অগ্রিম অডিট আপত্তিতে জড়িত অনাদায়ী ৯,৩২,০৯৩ টাকার মধ্যে ৮,৫১,৭৩৯ টাকা অবলোপন করা হয়েছে;
- অর্থ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য অফিসে ব্যবহারের নিমিত্তে আসবাবপত্র সংগ্রহ, ক্রয়, মেরামত, বিতরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়েছে;
- বাজেট প্রণয়ন ও পেশ সংক্রান্ত সকল প্রকার লজিষ্টিক সাপোর্ট প্রদান এবং বাজেট পেশ উপলক্ষ্যে আপ্যায়ন/ সাংবাদিক সম্মেলনের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬৩টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৩৯টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে;
- সচিবালয় (অর্থ বিভাগ) টাকশাল ও মুদ্রা, ট্রেজারি প্রতিষ্ঠান, হিসাব মহানিয়ন্ত্রক ও এর অধীনস্ত দপ্তরসমূহ, আইপিএফ, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল এবং প্রকল্প ও স্কিমসমূহের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন/বরাদ্দ প্রদান, অর্থ ছাড়করণ/বিতরণ, বাজেট বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করা হয়েছে;
- অর্থ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা (NIS), ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ও তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করা হয়েছে;
- সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালার আওতায় গৃহনির্মাণ ঋণ সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে অনলাইনে House Building Loan Management Module প্রবর্তন করা হয়েছে;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদানের জন্য ৯২১টি সাময়িক প্রস্তাব ও ৯১০টি চূড়ান্ত প্রস্তাবের অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং ১৭০৩ জন ঋণগ্রহীতার অনুকূলে ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে;এবং
- অর্থ বিভাগের আইন কোষ-১ ও ২ হতে সরকারের আর্থিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এরকম মামলাসমূহে সরকারি স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গৃহীত হয়ে থাকে। রিট মামলা, এটি মামলা, এএটি মামলা, দেওয়ানী মোকদ্দমা ও কনটেম্পট মামলাসহ বিভিন্ন মামলার দফাওয়ারী জবাব/আপীল গ্রাউন্ড প্রেরণ, সলিসটির উইং এর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা এবং মহামান্য সুপ্রীমকোর্ট এবং প্রশাসনিক ট্রাইবুন্যালে অর্থ বিভাগের পক্ষে মামলাসমূহ তদারকি করাসহ এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

প্রবিধি অনুবিভাগ

প্রবিধি অনুবিভাগের মূল কার্যক্রম হচ্ছে সামরিক ও বেসামরিক সকল সরকারি কর্মচারীর বেতন ও ভাতাদি সম্পর্কে আর্থিক ও বিধিগত মতামত প্রদান, অবসরকালীন সুবিধাদির প্রাপ্যতা/পেনশন সংক্রান্ত বিধিবিধান এবং পেনশনযোগ্য চাকরির ঘাটতিকাল প্রমার্জনে মতামত প্রদানসহ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্মানী, পুরস্কার, ফিস নির্ধারণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষকবৃন্দের পারিশ্রমিক/সম্মানি/ভাতাদি নির্ধারণ, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের বেতন-ভাতাদি নির্ধারণ এবং দেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণভাতা/দৈনিকভাতা নির্ধারণসহ বিভিন্ন ভাতার বিষয়ে বিধিগত মতামত প্রদান, অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত খসড়া আইন ও বিধি-বিধানের আর্থিক বিষয়ে মতামত প্রদান এবং বেসরকারি আইনজীবী নিয়োগে সম্মতি জ্ঞাপন ও আইনজীবীদের ফিস নির্ধারণ ইত্যাদি এ বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ অনুবিভাগের বিভিন্ন শাখায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

সম্পাদিত/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

- The General Provident Fund Rules, 1979 এর Rule 12(1) এবং The Contributory Provident Fund Rules, 1979 এর Rule 12 এর বিধান অনুসারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত সাধারণ ভবিষ্য তহবিল (জিপিএফ) এবং প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল (সিপিএফ) এর জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরের মুনাফা হার (Rate of Profit) স্লাব ভিত্তিক নির্ধারণ করা হয়েছে;
- মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক ৩১-০১-২০২৩ খ্রি.তারিখে "সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩'' পাশ হয়েছে।
- ০২-০৪-২০২৩ খ্রিঃ জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে;
- ১৮-০৫-২০২৩ খ্রিঃ পেনশন পরিচালনা পর্ষদ গঠন এর প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে;
- ১৮-০৫-২০২৩ খ্রিঃ জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের চাকরি বিধিমালা, ২০২৩ এর প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে;
- বেসামরিক প্রশাসনের আওতাধীন প্রজাতন্ত্রের সকল সরকারি কর্মচারীর দৈনিক ভাতা, ভ্রমণ ভাতা এবং বদলীজনিত ভ্রমণ ভাতা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে;
- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/ দপ্তর এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে **"পরীক্ষা ফি"** পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে;
- বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহে কর্মরত বিসিএস (পররাষ্ট্র) ক্যাডারের পাশাপাশি অন্যান্য বিসিএস ক্যাডার সদস্যগণকে Emergency Return Passage সুবিধা প্রদান করা হয়েছে;
- ভোটগ্রহণ কাজে সম্পৃক্ত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষক সম্মানী, প্রশিক্ষণ ভাতা ও অন্যান্য ব্যয় হার নির্ধারণ করা হয়েছে;
- নবনিযুক্ত কর্মচারীদের উৎসব ভাতার প্রাপ্যতার বিষয়ে সংশোধিত আদেশ জারি করা হয়েছে;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তর-এর কর্মচারীদের অনুকূলে আকস্মিক, কঠোর শ্রমসাধ্য বা কৃতিত্বপূর্ণ কাজের (বাজেট সম্মানী) জন্য সম্মানী প্রদানে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং দপ্তরে নিয়োগ/পদোন্নতি সংশ্লিষ্ট কাজের সম্মানী/পারিতোষিক হার পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে;
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের 'সুশাসন ও জনপ্রশাসনের দক্ষতা উন্নয়ন' শীর্ষক বিশেষ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন আবশ্যকীয় খাতের ব্যয়ের হার নির্ধারণ করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষাসমূহের সম্মানী/পারিতোষিকের হার পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ পুলিশ (অধস্তন কর্মচারী) কল্যাণ তহবিল আইন, ২০২২ এর খসড়ার উপর মতামত প্রদান করা হয়েছে;

- গোয়েন্দা কার্যক্রমে নিযুক্ত কর্মচারীগণের পুরস্কার প্রদান নীতিমালা-২০২২ প্রণয়ন বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- সুশাসন ও জনপ্রশাসনের দক্ষতা উন্নয়ন' শীর্ষক বিশেষ কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত প্রধানমন্ত্রীর ফেলোশিপ নির্বাচন কমিটি ও ফেলোশীপ স্টিয়ারিং কমিটি এবং সিভিল সার্ভিসের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যবৃন্দের সভায় অংশগ্রহণের সম্মানী হার নির্ধারণ করা হয়েছে;
- জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিল অফিসার, কাউন্সিল সহকারী ও সহায়ক কর্মচারীগণের অনুকূলে সম্মানী প্রদান করা হয়েছে;
- চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বেতন ভাতা নির্ধারণ বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- বেসরকারি প্যানেল আইনজীবী নিয়োগে অনাপত্তি ও ফিস নির্ধারণ করা হয়েছে;
- অঙ্গীভূত আনসার সদস্যদের বেতন-ভাতাদি বৃদ্ধিকরনে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে;
- খাদ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন এলএসডি/সিএসডি/সাইলো/ফ্লাওয়ারমিল/ওয়্যারহাউজের শ্রম ও হ্যান্ডলিং কার্যক্রমের জন্য স্ট্যান্ডার্ড শ্রমিক মজুরি ও ঠিকাদার কমিশন নির্ধারণে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্বখাতভুক্ত (১) গার্ড গ্রেড-২ এবং (২) সহকারী লোকোমোটিভ মাস্টার গ্রেড-২ পদে খসড়া নিয়োগপত্রের শর্তাদি বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- "সশস্ত্র বাহিনীর সরকারি টেলিফোন, সেলুলার, ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট নীতিমালা,২০২১" প্রণয়ন বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের "খালাসী" পদের বিশেষ আনুষ্ঠানিক পোশাকের (Ceremonial Dress) প্রাপ্যতা ও মূল্য নির্ধারণে অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে;
- নকল বাবদ ফি (N-ফি) এবং এক্সট্রা মোহরারদের পারিশ্রমিক পুনঃনির্ধারণে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে;
- সরকারি কর্মচারীর পালক সন্তানের শিক্ষা সহায়কভাতা প্রাপ্যতার বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- অনুদানভুক্ত স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের অনুদান বৃদ্ধির বিষয়ে প্রবিধি অনুবিভাগের মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- অঙ্গীভূত পিসি/এপিসি/অঙ্গীভূত আনসার সদস্যদের বিদ্যমান উৎসব ভাতার হার বৃদ্ধি করে ১০,০০০ টাকা হতে ১২,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে;
- সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের পেনশন, অবসরভাতা এবং সময়োত্তীর্ণ অবসর ভাতা পুনঃচালু করা হয়েছে;
- সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজে (ডিএসসিএসসি) বিভিন্ন বন্ধুপ্রতিম দেশের ছাত্র অফিসারদের প্রশিক্ষণে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আসন বরাদ্দের আর্থিক ভিত্তির শর্তাবলির সরকারি অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো পূনর্গঠনকল্পে সৃজনকৃত সামরিক পদসমূহের বেতনস্কেল নির্ধারণ করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেনাসদস্যের অনুকূলে নিত্য পরিচারক ভাতা মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেনাসদস্যেরকে কৃপা-অবসরভাতা মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে;
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী সদস্যদের অনুকূলে ০২ মাসের বেতন ভাতা এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি অগ্রীম মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে;
- সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের দৈনিক ভাতা, ভ্রমণ ভাতা এবং বদলিজনিত ভ্রমণ ভাতা ইত্যাদি পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জেসিওগণের জন্য পোষাক প্রাধিকারকরণ;
- বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে রাষ্ট্রদূত হিসেবে এবং কোভার্ট পদে কর্মরত সামরিক কর্মকর্তাদের সামরিক বাহিনী সম্পর্কিত বিভিন্ন ভাতাদির প্রাপ্যতা সম্পর্কে মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর Pay & Allowance Regulations, V-II হালনাগাদকরণ বিষয়ে অর্থ বিভাগের মতামত প্রদান করা হয়েছে;

- **'ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার'** এর আওতায় সশস্ত্র বাহিনী সদস্যদের দৈনিক ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে এসআর-৭৩ শিথিল করা হয়েছে;
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন MINUSCA-তে কর্মরত অবস্থায় জীবন উৎসর্গকারী সেনাসদস্যের ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের পেনশনযোগ্য চাকুরির ঘাটতি প্রমার্জনপূর্বক বিশেষ পারিবারিক পেনশনের ৫০% সমর্পনের কম্যুটেশন বাবদ সরকার কর্তৃক বিশেষ বিবেচনায় এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে;এবং
- বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য/মৃত সেনাসদস্যর পরিবারের অনুকূলে পারিবারিক পেনশন মঞ্জুর করা হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ

রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের বাজেট ও আর্থিক মঞ্জুরি অনুমোদন/সম্মতি প্রদান, মনিটরিং সেলের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়, রাষ্ট্রায়ত্ত/স্ব-শাসিত/বিধিবদ্ধ সংস্থা ও অধীনস্থ অংগ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পদ সৃষ্টি, পদ সংরক্ষণ, রাজস্ব বাজেটে পদ স্থানান্তর, পদ বিলুপ্তকরণ ইত্যাদি এ অনুবিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

পদ সৃষ্টি/সংরক্ষণ/স্থানান্তর/স্থায়ীকরণ/পরিবর্তন

- বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ১ম-৯ম গ্রেডের ৮৩৩টি, ১০ম গ্রেডের ৭৯৭টি, ১১-১৬ গ্রেডের ১,৩৬০টি, ১৭-২০ গ্রেডের ১,২৮৭টি পদসহ মোট ৪,২৭৭টি পদ সৃষ্টিতে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে;
- বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ১ম-৯ম গ্রেডের ১,৭৮৭টি, ১০ম গ্রেডের ৬৯৯টি, ১১-১৬ গ্রেডের ২,৭৩১টি, ১৭-২০ গ্রেডের ৭,৩৬৩টি পদসহ মোট ১২,৫৮০টি পদ সংরক্ষণে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে;
- বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ১ম-৯ম গ্রেডের ১৫৩টি, ১০ম গ্রেডের ২৩টি, ১১-১৬ গ্রেডের ২১৯টি ১৭-২০ গ্রেডের ১৫টি পদসহ মোট ৪১০টি পদ স্থায়ীকরণে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে; এবং
- ০৬টি মন্ত্রণালয়ের অধীন ০৯টি প্রতিষ্ঠানের ১২০টি পদনাম পরিবর্তনে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে ।

যানবাহন ক্রয়/ টিওএন্ডিভুক্তকরণ/আউটসোর্সিং-এ ভাড়া সংক্রান্ত

- ০৩টি মন্ত্রণালয়ের অধীন ৪টি প্রতিষ্ঠানের ২৮টি যানবাহন টিওএন্ডইভুক্তকরণে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে;
- ০২টি মন্ত্রণালয়ের অধীন ২টি প্রতিষ্ঠানের ৬টি যানবাহন ক্রয়/প্রতিস্থাপনে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে;
- আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবাগ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮ অনুসারে ১৮টি মন্ত্রণালয়ের অধীন ২৯টি প্রতিষ্ঠানের ৯৫৮টি সেবা ক্রয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে;এবং
- ২টি মন্ত্রণালয়ের অধীন ২টি প্রতিষ্ঠানের ৭টি যানবাহন ভাড়াকরণে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে।

সম্মানী/ভাতা সংক্রান্ত বিষয়

- বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (বিকেএসপি)'র সাকুল্য বেতনভুক্ত সিনিয়র কোচ/কোচদের উৎসব ভাতা বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ এ কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিশেষ উৎসাহ বোনাস প্রদানে মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো)-এর বোর্ড সভার সম্মানী নির্ধারণ বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- পিজিসিবি'র বাস্তবায়নধীন প্রকল্পসমূহে এবং ওএন্ডএম সংশ্লিষ্ট জরুরি মেরামত ও সংরক্ষণের কাজে ভ্রমণ ব্যয় সংস্থার নিজস্ব অর্থে নির্বাহ বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- বিআইডব্লিউটিএ' কর্মরত অটোগেজ অপারেটর ও গেজ পাঠকগণকে সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিনে কাজের জন্য অতিরিক্ত ভাতা প্রদানের বিষয়ে অর্থ বিভাগের মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন ৯ম মজুরি রোয়েদাদ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ত্রি-পক্ষীয় মনিটরিং টিমের সদস্যদের সম্মানি পুন:নির্ধারণে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে;
- রাষ্ট্রামালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/ পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে বাছাই কমিটির সদস্য/কর্মকর্তাদের সম্মানির ক্ষেত্রে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে;

- বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল) এ প্রেষণে কর্মরত শুধুমাত্র ৯ম গ্রেড এবং তদূর্ধ্ব পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদেরকে 'বিশেষ ভাতা' প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এর সিভিল এভিয়েশন একাডেমি'র বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের বিভিন্ন খাতের ব্যয়ের হার নির্ধারণে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর আয়োজনে সরকারি ও বেসরকারি খাতে বাণিজ্যিক অফিস স্থাপন ও বিদেশি নাগরিকদের কর্মানুমতি প্রদান সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সদস্যদের সম্মানী প্রদানে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)-এ কর্মরত ০৫ জন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২১-২২ অর্থবছরে ০১ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ আর্থিক সুবিধা প্রদানের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার (ওয়ারপো) অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থবছরের পরিচালন বাজেটে পেনশন ও অবসর সুবিধা সহায়তা ভাতা প্রদানের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের অবসর গ্রহণকালে পেনশন ও অবসর সুবিধা সহায়তা ভাতা সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;

বিভিন্ন আইন/নীতিমালা/প্রবিধানমালা বিষয়ে মতামত

- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্মচারী ব্যবস্থাপনা (ভবিষ্য তহবিল, পেনশন, আনুতোষিক, অবসর সুবিধা ইত্যাদি) প্রবিধানমালা, ২০২২, খসড়া এর বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ এর ৪(২) ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উক্ত ট্রাস্টের শাখা কার্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (কর্মচারী) প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক (খসড়া) প্রবিধানমালা, ২০২২ প্রণয়নের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ি ভাড়া ও ডরমিটরী ভাড়া পুনঃনির্ধারণের জন্য স্বতন্ত্র নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ) এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবসরোত্তর দায় পরবর্তী উবৃত্ত তহবিল হতে অর্জিত আয় অবসরপ্রাপ্ত মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গের জন্য ব্যবহার নীতিমালা সম্পর্কিত মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ/গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষম কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে আর্থিক অনুদান প্রদানের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, স্বা-শাসিত সংস্থা ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত কর্মচারী আত্তীকরণ আইন, ২০২২ প্রণয়নের লক্ষ্যে মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য পেনশন স্কিম প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রণীত 'খসড়া' পেনশন প্রবিধানমালার উপর মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট (কর্মচারী) প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল প্রবিধানমালা, ২০২২ এর উপর মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর কর্মচারী (অবসর ভাতা, অবসরজনিত সুবিধাদি ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল) প্রবিধানমালা-২০২২ এর উপর মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) আইন, ২০২২ প্রণয়নের নিমিত্ত প্রস্তাবিত খসড়ার উপর মতামত প্রদান করা হয়েছে;

- The Contributory Provident Fund Rules, 1979 এর অধীনে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন-কে সিডিউলভুক্ত করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্মচারী (অবসর ভাতা, অবসরজনিত সুবিধাদি ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল) প্রবিধানমালা-২০২২ এর উপর মতামত প্রদান করা হয়েছে; এবং
- বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্মচারী (অবসর ভাতা, অবসরজনিত সুবিধাদি ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল) বিধিমালা-২০২২ এর উপর মতামত প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কার্যক্রম

- টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) কর্তৃক পরিচালিত জ্বালানি নিরীক্ষা সনদ পরীক্ষার ব্যয় সম্পর্কে মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে পদ সৃজনের বিষয়ে অর্থ বিভাগের মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন (ক) মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, (খ) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি এবং (গ) রাজশাহী বিভাগীয় নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী-তে 'পরিচালক' পদে নিয়োগের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োজিত ০৭জন কর্মচারীর অনুকূলে ব্যয়িত অর্থ নিয়মিতকরণে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর নির্বাহী চেয়ারম্যান এর আর্থিক ক্ষমতা পুনর্বিন্যাসে মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- বিএসটিআই এর কেপিআইভুক্ত ০৮টি নিরাপত্তা প্রহরীর শূন্য পদের নিয়োগের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অনুকূলে ০১টি জীপ গাড়ি ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদনের বিষয়ে অর্থ বিভাগের মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর রাজস্বখাতে সৃজিত ০৫ ক্যাটাগরির পদে সরাসরি জনবল নিয়োগের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে;
- প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর ১৫টি নতুন অর্থনৈতিক কোড খোলার বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) এর সাথে চায়না (CHINA EXIM BANK) কর্তৃক প্রদত্ত ০৬টি নতুন জাহাজ ক্রয় শীর্ষক প্রকল্পের ঋণের Subsidiary Loan Agreement (SLA) বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের অডিট আপত্তিজনিত ৬০,৫৫,৪৬৩ টাকা নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে ব্যয়ভোর মঞ্জুরিসহ ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরসমূহে ৪র্থ শ্রেণির পদে আউটসোর্সিং এর বিপরীতে সরাসরি জনবল নিয়োগের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে; এবং
- চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (চবক)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন ০৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকদের বেতনস্কেল ও গ্রেড উন্নীতকরণ সম্পর্কে মতামত প্রদান করা হয়েছে।

মনিটরিং সেল

মনিটরিং সেল রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক সংশ্লেষ সম্পর্কিত বিষয়াদি যেমন: বাজেট প্রণয়ন ও মনিটরিং, রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান, স্ব-অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের বিপরীতে আর্থিক ছাড়পত্র প্রদান, ভর্তুকি, উৎসাহ/ইনসেন্টিভ বোনাস প্রদান এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন পুনর্বিন্যাস পুনর্বিন্যাস সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মনিটরিং সেল কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নরূপ:

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের বাজেট

- অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেল কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪৮টি রাষ্টায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের বাজেট পর্যালোচনা এবং বাজেট বই অর্থ বিভাগের ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৪৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ২৬,৩৩৪.৩৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ ধার্যপূর্বক বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ৪৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ৯৮২.৯২ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ ধার্যপূর্বক বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে;
- রাষ্টায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট সরকারি পাওনা ডিএসএল মওকুফ, মূলধন বা অনুদানে রূপান্তর সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করা হয়েছে; এবং
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রণয়নে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক সম্পর্কিত বিষয় প্রকাশনার নিমিত্ত হালনাগাদ তথ্যাদি/উপাত্ত প্রেরণ করা হয়েছে।

নগদ সহায়তা প্রদান

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে বৈধ উপায়ে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে ২.৫০% হারে মোট ১,৪০০.০০ কোটি টাকা নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে;
- ইতোপূর্বে বিদ্যমান ২% হারে নগদ সহায়তা প্রদানের পরিবর্তে ২০২২-২৩ অর্থবছর হতে বৈধ উপায়ে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে ২.৫০% হারে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪৩-টি খাতে রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত খাতসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:
  বস্ত্রখাত, কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্য, পাটজাত দ্রব্য, চামড়াজাত দ্রব্য, জাহাজ, ফার্নিচার, হালাল মাংস, প্লাস্টিক পণ্য ইত্যাদি এবং
- স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং বিষয়ক Internal Resource Mobilization & Tariff Rationalization সাব-কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে গঠিত "সাবসিডি বিষয়ক স্টাডি গ্রুপ" এর প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক কর্তৃপক্ষের সমীপে submit করা হয়েছে।

ভর্তুকি প্রদান

- কৃষি, কৃষি ভিত্তিক শিল্প ও সার আমদানির উপর ট্রেডগ্যাপ/ভর্তুকি প্রদান সংক্রান্ত সার্বিক কার্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে; এবং
- কৃষিভিত্তিক ও সেচ কার্যের পাম্পে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিলে রেয়াত প্রদান সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে।

নীতিমালা/সংস্কার

- ডিএসএল বাবদ মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ (মোবক) এর নিকট সরকারের পাওনা ইক্যুইটিতে রূপান্তর করা হয়েছে;

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত "সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, স্ব-শাসিত সংস্থা ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত কর্মচারী আত্তীকরণ আইন, ২০২২"- এর খসড়ার ওপর মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ থেকে প্রেরিত বাংলাদেশ অফশোর মডেল পিএসসি ২০২২" এর ওপর মতামত প্রদান করা হয়েছে;
- জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট ওয়ার্কস প্রকল্পের বিপরীতে দেয় ডিএসএল হতে পেট্রোবাংলাকে অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে; এবং
- একাদশ জাতীয় সংসদের সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটির ১৭তম বৈঠকে প্রদত্ত আলোচ্যসূচি (৬) পাটকল ওয়ারী বিগত তিন অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব, লাভ-লোকসান হিসাবের তুলনামূলক তথ্য উপস্থাপন ও পর্যালোচনা ও (৯) বিজেএমসি'র আওতাধীন পাটকলসমূহের বিগত ১০ বছরের সিএজি'র রিপোর্টভুক্ত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির হালনাগাদ অগ্রগতির বিবরণ এবং সে বিষয়ে সিএজি'র সুপারিশ সম্পর্কে আলোচনার ওপর মতামত প্রদান করা হয়েছে।

স্ব-অর্থায়ন গৃহীত প্রকল্প

২০২২-২৩ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে নিজস্ব অর্থে নিম্নে উল্লিখিত মোট ২১টি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আর্থিক ছাড়পত্র/ Liquidity Certificate প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে-

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের অনুকূলে ১টি এবং বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের অনুকূলে ০৩টি সহ মোট ০৪টি;
- নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এর অনুকূলে ১টি;
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের অনুকূলে ৪টি ও বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশনের অনুকূলে ২টিসহ মোট ০৬টি;
- বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ডের অনুকূলে ০২টি, ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি)-এর অনুকূলে ০১টি এবং আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড (এপিএসসিএল)-এর অনুকূলে ০১টিসহ মোট ৪টি;
- শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের অনুকূলে ১টি এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন-এর অনুকূলে ২টিসহ মোট ৩টি; এবং
- গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে ০১টি এবং খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ) এর অনুকূলে ০২টিসহ মোট ৩টি।

কর্মসূচি/ স্কিম

অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS) শীর্ষক কর্মসূচির Component-9 "Scheme on Strengthening of State-owned Enterprises Governance" শীর্ষক স্কিমের কার্যাবলী মনিটরিং সেল হতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়েছে:

- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য 'Independent Performance Evaluation Guidline (IPEG) of SOEs/ABs' অনুযায়ী নির্বাচিত ১০টি স্বায়ত্তশাসিত ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের ২০২০-২১ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে (Independent Performance Evaluation (IPE) রিপোর্টের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে;
- 'Independent Performance Evaluation Guidline (IPEG) of SOEs/ABs' অনুযায়ী গঠিত Independent Performance Evaluation Committee (IPEC) ইতোমধ্যেই কার্যক্রম শুরু করেছে;

- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের IPE এর জন্য Inception Report প্রণয়ন এবং তৎপ্রেক্ষিতে পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩টি Evaluation Research Team (ERT) গঠন করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যেই উক্ত কমিটিসমূহ কার্যক্রম শুরু করেছে;
- DCL অনুযায়ী নির্বাচিত ১০টি স্বায়ত্তশাসিত ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের Statement of Debt and Contingent Liabilities প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের DCL এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহের জন্য Reporting Template অনুমোদিত হয়েছে। সে অনুযায়ী SOE Database প্রণয়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা হালনাগাদ করা হয়েছে এবং অধিকতর হালনাগাদ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- ১২৩টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের ২০২১-২২ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন তাদের স্ব স্ব ওয়েবসাইট এবং অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে upload করা হয়েছে;
- পারফরমেন্স ইমপ্রুভমেন্ট ম্যানুয়াল এর খসড়া প্রণয়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে; এবং
- "Scheme on Strengthening of State-owned Enterprises Governance" বাস্তবায়নের নিমিত্ত Annual Work Plan প্রণয়ন, একাধিক Training এবং Physical/Virtual Workshop আয়োজন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়েছে, যা নিয়মিত চলমান রয়েছে।

মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়

মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ হিসাব নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব, বিধিবদ্ধ সংস্থা, পাবলিক এন্টারপ্রাইজ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

অডিট আপত্তি

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে অডিট আপত্তির সংখ্যা ৩,৫৮,১৮৬টি। নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১,৩৩৫টি। অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৩,৫৬,৮৫১টি।

অন্যান্য কার্যাবলী

- দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে মোট ৪,৩৩১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ১১০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ১১৯টি ইন হাউজ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে। এগুলোতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা মোট ৫,২৭৮ জন।
- দেশের অভ্যন্তরে ১৫টি ওয়ার্কসপ/সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। এগুলোতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা মোট ৫৮০ জন।
- সিজিএ কার্যালয়, সিজিডিএফ, অডিট অধিদপ্তরের বিভিন্ন বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প, ফিমা, প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর, রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তর, ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক অডিট অধিদপ্তর ও সিভিল অডিট অধিদপ্তরে মোট ৮৮০টি কম্পিউটার স্থাপন করা হয়েছে এবং ৬৫৫ জন কর্মকর্তা এবং ৬৪০ জন কর্মচারীকে কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়

হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় তার অধীনস্থ প্রধান হিসাবরক্ষণ অফিস, ডিভিশনাল কম্পট্রোলার অব একাউন্টস অফিস, জেলা হিসাবরক্ষণ অফিস এবং উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস হতে প্রাপ্তি ও ব্যয়/পরিশোধের মাসিক হিসাব এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে, প্রতিরক্ষা বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রাপ্তি ও ব্যয়/পরিশোধের মাসিক হিসাব একত্রিত করে মাসিক হিসাব প্রণয়নপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ করে থাকে। এছাড়া মাসিক হিসাবের উপকরণের উপর ভিত্তি করে অর্থবছর শেষে আর্থিক হিসাব ও উপযোজন হিসাব প্রণয়ন করাও এ কার্যালয়ের দায়িত্ব। উল্লেখ্য, প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব সংরক্ষণের সার্বিক দায়িত্ব এ কার্যালয়ের উপর ন্যস্ত। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারিগণের বেতন-ভাতাদি, পেনশন, জিপিএফ, ঋণ ও অগ্রিম এবং প্রকল্পের ব্যয়সহ সকল দাবী নিষ্পত্তি হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক এর আওতাধীন হিসাব রক্ষণ অফিসসমূহের মাধ্যমে করা হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরের অগ্রগতি ও সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ

নিয়োগ/পদোন্নতি

প্রতিবেদনাধীন বছরে ৩৮৭ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে এবং ১,৩৮৫ জন কর্মচারীকে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

অডিট আপত্তি

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে (১) সকল সিএএফওসমূহে অডিট আপত্তির সংখ্যা- ৩,৮৫৮টি; টাকার পরিমাণ ১৯,৬৯,২৮০.৩৩ কোটি; নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা- ২৬টি; টাকার পরিমাণ ৪৭২.৭০ কোটি; অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা- ৩,৮৫৮টি; টাকার পরিমাণ ১৯,৬৮,৮০৭.৬৩ কোটি। (২) সকল ডিসিএসমূহে আপত্তির সংখ্যা- ৩০,৬৩৮টি; টাকার ৫,০০,৫৬৪.৭০ কোটি; নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা- ১৯টি; টাকার পরিমাণ ৫০১.৪২ কোটি; অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা- ৩০,৬১৯টি; টাকার পরিমাণ ৫,০০,০৬৩.২৮ কোটি। (৩) সিজিএ কার্যালয়ে- আপত্তির সংখ্যা- ১২৬টি; টাকার পরিমাণ ৩০.২৬ কোটি; নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা- ০; অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা- ১২৬টি; টাকার পরিমাণ ৩০.২৬ কোটি।

প্রশিক্ষণ

- সিজিএ কার্যালেয় ৪৫টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ কার্যক্রমের মাধ্যমে ৩,৫৭৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সেমিনার/ওয়ার্কশপঃ দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা- ৪৫টি এবং অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা- ৩,৫৭৫ জন;

২০২২-২৩ অর্থবছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন

- ক) আইসিইউ ও পরিদর্শন নির্দেশিকা;
- খ) বিল পাসিং হ্যান্ডবুক।

সাম্প্রতিক আর্জন

- হিসাব মহানিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় ও এর আওতাধীন সকল কার্যালয়কে সম্পূর্ণভাবে iBAS++ পদ্ধতিতে সমন্বিতভাবে ইন্টারনেট ভিত্তিক বাজেটিং ও একাউন্টিং কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। অদ্যাবধি ১১.৫০ লক্ষ সরকারি চাকুরিজীবীর বেতন ও ৪ লক্ষ ৩০ হাজার পেনশনভোগীর পেনশন online এ নির্ধারণসহ শতভাগ কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন-ভাতা ও পেনশন EFT পদ্ধতিতে তাদের স্ব স্ব ব্যাংক একাউন্টে পরিশোধ করা হয়েছে। এছাড়া পে-পয়েন্টসমূহের মাধ্যমে ১০০ ভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জিপিএফ ব্যালেন্স হালনাগাদ পূর্বক iBAS++ এ সংরক্ষণ করা হয়েছে। উপজেলা হিসাবরক্ষণ কার্যালয় ব্যতীত সকল কার্যালয়ে ইতোমধ্যে MICR চেক প্রবর্তন ও চালু করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড

বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড (বিআইএফএফএল) একটি সরকারি মালিকানাধীন বিশেষায়িত অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এটি ২০১১ সালের ১১ মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একই বছরের ১৬ অক্টোবর আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিবন্ধিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিকল্পনাসমূহের সফল বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিআইএফএফএল তার অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেডের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

১) টেকসই পাবলিক সার্ভিস অবকাঠামো নির্মাণ

সরকারের মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে টেকসই পাবলিক সার্ভিস অবকাঠামোর উন্নয়নে বিআইএফএফএল অর্থায়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করছে। ইতোমধ্যে বিআইএফএফএল ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে এবং ফার্স্ট ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প দুটিতে অর্থায়ন করেছে।

২) অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন

বিআইএফএফএল মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল (চট্টগ্রাম), সাবরাং ট্যুরিজম অর্থনৈতিক অঞ্চল (কক্সবাজার), শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল (সিলেট)সমূহে অর্থায়ন করেছে।

৩) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

বর্তমানে বিআইএফএফএল কর্তৃক অর্থায়নকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো থেকে প্রায় ১,৭৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হচ্ছে। বিআইএফএফএল নবায়নযোগ্য জ্বালানির গুরুত্ব আর সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে ইতোমধ্যে ২০ মেগা-ওয়াট সোলার প্লান্টে বিনিয়োগ করেছে এবং বেশ কটি সোলার প্লান্টে অর্থায়নের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া বর্তমানে চলমান রয়েছে।

৪) জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ

শিল্পপ্রতিষ্ঠানে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামের ব্যবহার উৎসাহিত করতে বিআইএফএফএল সুলভ অর্থায়ন সহায়তা দিচ্ছে। ফলে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিল্পপ্রতিষ্ঠান তাদের শিল্পে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামের ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের জ্বালানি সাশ্রয় করছে। ইলেক্ট্রনিক ভেহিকেল, ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং ফুড ভ্যালু চেইন ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে বিআইএফএফএল পরিবেশ সংরক্ষণ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অবদান রাখছে।

৫) মুজিব বর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনে গৃহীত উদ্যোগসমূহ

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে 'গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন জেলায় গৃহ নির্মাণের জন্য বিআইএফএফএল-এর সিএসআর ফান্ড থেকে অর্থায়ন করা হয়েছে। এছাড়া মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে বিআইএফএফএল তার কর্পোরেট অফিসে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করেছে।

৬) অটোমেশন

বিআইএফএফএল দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য E-KYC সিস্টেম বাস্তবায়ন করেছে যার দ্বারা বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ডাটাবেজ এর সহায়তায় গ্রাহক পরিচিতি নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া এ Software এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় নিষেধাজ্ঞা তালিকায় বিআইএফএফএল-এর গ্রাহকের নাম রয়েছে কিনা তা যাচাই করা হয়। আন্তঃব্যাংকিং মানি মার্কেট কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি ২০২২ সাল থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের EDSMoney প্ল্যাটফর্মের সাথে সংযুক্ত হয়েছে এবং Real Time Gross Settlement (RTGS) কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা চলমান আছে।

ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফাইন্যান্স বাংলাদেশ

বাংলাদেশে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষ জনবল সৃজন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও টেকসইকরণের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণাকর্ম পরিচালনার নিমিত্ত ২০১৩ সালে ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফাইন্যান্স বাংলাদেশ (আইপিএফ) গঠিত হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরে ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফাইন্যান্স বাংলাদেশ (আইপিএফ) সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

- ৩টি Fiscal Economics and Economic Management (FEEM) কোর্সের মাধ্যমে ৭৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- ৪টি Budget Management Specialist (BMS) কোর্সের মাধ্যমে ১০২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- ৮টি Introduction to Budget Management (IBM) কোর্সের মাধ্যমে ১৯৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- ২টি Public Financial Management (Health) কোর্সের মাধ্যমে ৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- ৬টি Public Financial Management: Concepts, Rules and Procedures কোর্সের মাধ্যমে ২১০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- ৮টি Training on Financial Management for FM Personnel of SEIP কোর্সের মাধ্যমে ১৯৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- অর্থ বিভাগের SPFMS কর্মসূচির অর্থায়নে IPF কর্তৃক The Impact of fiscal stimulus on the Economy during COVID-19: Bangladesh Perspective, Long-term financing: A critical assessment of the bond market in Bangladesh and the way forward, The factors affecting public spending allocative efficiency in Bangladesh: An empirical study on health-care বিষয়ে ৩টি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ অনুসরণে ২০১৬ সালের ২৩ এপ্রিল ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল মানদন্ড নির্ধারণী বিভাগ, আর্থিক প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ বিভাগ, নিরীক্ষা চর্চা পুনরীক্ষণ বিভাগ ও প্রয়োগকারী বিভাগ নামক ৪টি কর্মবিভাগের মাধ্যমে তার কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

- সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের জন্য হিসাবরক্ষণ ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতির ক্ষেত্রে "Financial Reporting Framework for Statutory Public Authorities and State-Owned Enterprises" প্রণয়ন ও জারী করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) মানদন্ড পরিগ্রহণ ও জারী করা হয়েছে;
- সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের জন্য ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্ক বিষয়ক কর্মশালার মাধ্যমে ৮টি প্রতিষ্ঠানকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং এ রুপ ২০০টির অধিক প্রতিষ্ঠানকে এ বিষয়ে বৃহৎ পরিসরে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে;
- ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা প্রণয়ন ও গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়;
- ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল (নিরীক্ষক ও নিরীক্ষা ফার্ম তালিকাভুক্তি) বিধিমালা প্রণয়ন ও গেজেট আকারে প্রকাশ এবং নিরীক্ষকের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরণে উক্ত বিধিমালায় প্রয়োজনীয় বিধি সংযোজনপূর্বক ৬১টি ব্যাংকে প্রধান নির্বাহী ও চেয়ারম্যানকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;
- বিভিন্ন সময়ে International Financial Reporting Standards (IFRS), Audit Handbook ও অন্যান্য বই প্রকাশ ও বিলি করা হয়েছে;
- কোম্পানি আইন, ১৯৯৪-এর লঙ্ঘন, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন দ্বারা অভিযুক্ত হওয়া ও অন্যান্য কারণে অভিযুক্ত নিরীক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- আন্তর্জাতিক নিরীক্ষামান অনুসরণ না করায় ১৮ জন নিরীক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে Document Verification System (DVS)-এ প্রবেশাধিকার রদ করার জন্য ICAB-কে সুপারিশ করা হয়েছে;
- আর্থিক প্রতিবেদন নিরীক্ষা ও ব্যয় (cost) নিরীক্ষার উন্নতিসাধনে ২০২২-২৩ অর্থবছরে Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) ও Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh (ICMAB)-এর সাথে মোট ০৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অধ্যায়-৩
অর্থ বিভাগের সংস্কার ও উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম

উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের স্বার্থে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসনের জন্য সরকারি সেবা ও সুযোগে জনগণের সহজ অভিগম্যতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সংস্কার ও উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। সেজন্য অর্থ বিভাগ সংস্কার ও উদ্ভাবনমূলক কাজকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছে। নিম্নে অর্থ বিভাগের বিভিন্ন সংস্কার ও উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম তুলে ধরা হলোঃ

সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা

২০১৫ সালে প্রণীত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করা হয়। দেশের জনগণের গড় আয়ু বৃদ্ধির কারণে ক্রমবর্ধমান বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে একটি টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনার জন্য এবং ভবিষ্যতে কর্মক্ষম জনসংখ্যা হ্রাসের কারণে নির্ভরশীলতার হার বৃদ্ধি পাবে বিবেচনায় নিয়ে মহান জাতীয় সংসদে 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩' পাশ করা হয়েছে। উক্ত আইনের আলোকে গঠিত জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৭ আগস্ট ২০২৩ তারিখে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার উদ্বোধন করেন। সমাজের নানা শ্রেণী-পেশার মানুষের কথা বিবেচনা করে প্রাথমিকভাবে ৪ ধরণের পেনশন স্কিম চালু করা হয়েছে। এগুলো হলোঃ প্রবাস, প্রগতি, সুরক্ষা ও সমতা। স্কিমে অন্তর্ভুক্ত হলে ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী একজন সুবিধাভোগী ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত এবং ৫০ বছরের অধিক বয়স্ক একজন সুবিধাভোগী ন্যূনতম ১০ বছর পর্যন্ত চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে আজীবন পেনশন সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। এতে প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশি নাগরিকগণও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। পেনশনে থাকাকালীন ৭৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে পেনশনারের নমিনি পেনশনারের ৭৫ বছর পূর্ণ হওয়ার অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত পেনশন প্রাপ্য হবেন। চাঁদাদাতা কমপক্ষে ১০ বছরের চাঁদা প্রদান করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করলে জমাকৃত অর্থ মুনাফাসহ নমিনিকে ফেরত দেয়া হবে। চাঁদাদাতার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জমাকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ হিসাবে উত্তোলন করা যাবে। পেনশনের জন্য নির্ধারিত চাঁদা বিনিয়োগ হিসাবে গণ্য হবে এবং এর বিপরীতে কর রেয়াত সুবিধা পাওয়া যাবে। এছাড়া, মাসিক পেনশন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ আয়কর মুক্ত থাকবে। সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার প্রবর্তন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশলের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা কার্যকর হলে ধীরে ধীরে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধাভোগীর সংখ্যা কমিয়ে আনার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

কেন্দ্রীয় সমন্বিত আর্থিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (iBAS^{++})

সরকারের সকল আর্থিক কার্যক্রম, বিশেষ করে, বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, হিসাব রক্ষণ, অনলাইনে বিল জমাকরণ, ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (ইএফটি), স্বয়ংক্রিয় ব্যাংক হিসাবের সঙ্গতি বিধান ইত্যাদি কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত আর্থিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অর্থাৎ Integrated Budget and Accounting System (iBAS^{++}) এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তরের পাশাপাশি বর্তমানে জেলা পর্যায় পর্যন্ত অফিসমূহের বাজেট প্রণয়ন ও দাখিল প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ সকল বেসামরিক কর্মচারী এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রায় সকল সদস্যকে iBAS^{++} প্ল্যাটফরম ব্যবহার করে ইএফটি-র মাধ্যমে বেতনভাতা প্রদান করা হচ্ছে। বিদেশে বাংলাদেশ মিশন ও Self Accounting Entity (গণপূর্ত অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, বাংলাদেশ রেলওয়ে) সমূহকেও iBAS^{++} এর আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে ২০টি বৈদেশিক মিশনের আর্থিক হিসাব iBAS^{++} এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার সমন্বয় আরও সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে iBAS^{++} এর সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক এর কোর ব্যাংকিং সিস্টেম, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র, পরিকল্পনা কমিশন, সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট এর ইজিপি ইত্যাদি ডাটাবেজ এর API (Application Programming Interface) স্থাপন করা হয়েছে।

চালান অটোমেশন

সরকারি কোষাগারে সরকারি রাজস্ব/ফি ইত্যাদি জমাকরণের মাধ্যম হিসেবে Automated Challan (A-challan) পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে এবং এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। সকল তফসিলি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অটোমেটেড সিস্টেমকে এ-চালান পদ্ধতির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে, এ পদ্ধতিতে ব্যাংক কার্ড, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস অথবা ক্যাশ ব্যবহার করে যে কোন স্থান হতে অনলাইনে ফি জমা করা যাচ্ছে। এ-চালান এর মাধ্যমে জমাকৃত অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে সরাসরি ট্রেজারি সিঙ্গেল একাউন্টে (টিএসএ) জমা হয়। ফি/রাজস্ব জমা প্রক্রিয়ায় শতভাগ এ-চালানের ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে সরকারের আয়ের পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা সম্ভব হবে এবং এনবিআর ও আইবাস এর মধ্যে হিসাবের পার্থক্য দূর হবে। একই সাথে সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনা সুসংহত হবে এবং অপরিকল্পিত ও অকস্মাৎ ঋণ বাবদ ব্যয় হ্রাস পাবে।

জি-টু-পি

সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমকে G2P (Government to Person) পদ্ধতির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। ভাতাভোগীদের ভাতার অর্থ তাদের ব্যাংক/মোবাইল হিসাবে সরাসরি পাঠানো হচ্ছে। বিগত দুই অর্থবছরে মোট ৫,৭৩,২২,৪০৯ জন উপকারভোগীর নিকট প্রায় ৩০,৫৫১ কোটি ৪৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬৩০ টাকা জি-টু-পি পদ্ধতিতে ইএফটির মাধ্যমে সরাসরি প্রেরণ করা হয়েছে। সঠিক উপকারভোগীর নিকট মোবাইল ব্যাংকিং সিস্টেমে অর্থ প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য ইতোমধ্যে BTRC (Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission) এর সাথে API করা হয়েছে। ফলে, NID এর বিপরীতে মোবাইল নম্বরটি নিবন্ধিত কি না তা যাচাই করা সম্ভব হচ্ছে। নগদ অর্থ যথাসময়ে ঝামেলাবিহীনভাবে উপকারভোগীর নিকট পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রধান প্রধান মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার যেমন-বিকাশ, নগদ, রকেট প্রভৃতির সাথেও সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। ফলে, ভাতা প্রদান ও প্রাপ্তি সহজ হয়েছে, এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে।

ট্রেজারি সিঙ্গেল অ্যাকাউন্ট (টিএসএ)

সরকারি ব্যয় সাশ্রয় এবং উক্ত ব্যয়ে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে সকল সরকারি ব্যয় Treasury Single Account (TSA) এর আওতায় আনার কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। টিএসএ-তে ৮০টি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং ১১২টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত সরকারি সহায়তা সংযুক্ত তহবিল হতে প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে সংশ্লিষ্ট Personal Ledger অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর ও ইএফটি পদ্ধতিতে বিল পরিশোধ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। খুব দ্রুত অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে এর আওতায় নিয়ে আসা হবে। এ প্রক্রিয়া নগদ ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে উন্নত করার পাশাপাশি সরকারের ঋণ ও সুদ বাবদ ব্যয় হ্রাসে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও অলসভাবে পড়ে থাকা সরকারি অর্থের দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও সরকারি বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকারি খাতের সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের তথ্য সংগ্রহ করে একটি ডাটাবেজ তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ট্রেজারি সিঙ্গেল অ্যাকাউন্টের বাইরের অপ্রয়োজনীয় ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা হ্রাস করা হবে। এতে গণখাত (Public Sector) এর প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাংক হিসাব ব্যবস্থাপনা অধিকতর সুশৃঙ্খল হবে এবং নগদ ব্যবস্থাপনা অধিকতর সুসংহত হবে।

পেনশনারদের কল্যাণ

অবসরভোগী সকল সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ (৮.৩৬ লক্ষ) কোন ধরণের ঝামেলা ও ভোগান্তি ছাড়াই ইএফটির মাধ্যমে মাসের শুরুতেই পেনশন পাচ্ছেন। ফলে, পেনশন প্রাপ্তিতে দুর্ভোগ লাঘব হয়েছে এবং দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব হচ্ছে। পেনশনারদের জন্য পাইলট ভিত্তিতে মোবাইল অ্যাপভিত্তিক জীবিতাবস্থা যাচাইকরণ (life verification) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। অচিরেই সারাদেশে সকল পেনশনারের জন্য উক্ত অ্যাপ ব্যবহারের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। এর ফলে পেনশনারগণ বছরে একবার ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে নিজেকে জীবিত প্রমাণ করার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হবেন এবং তাদের দুর্ভোগ ও কষ্ট লাঘব হবে।

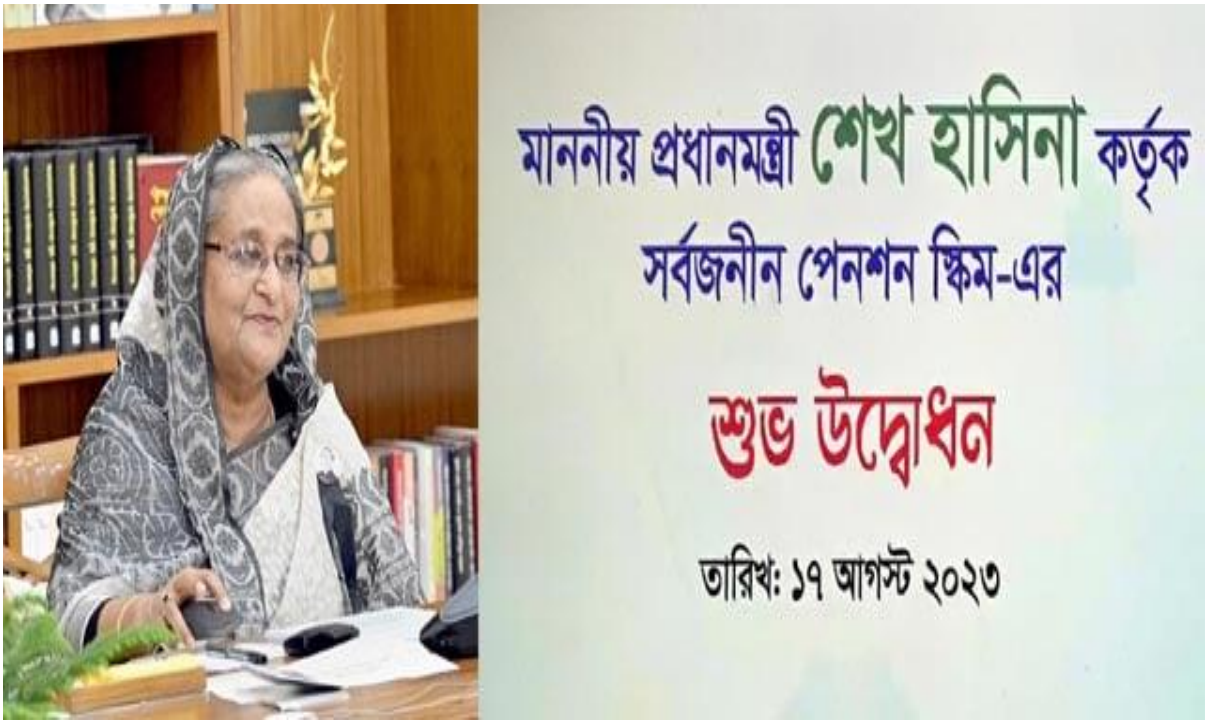

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সর্বজনীন পেনশন স্কিমের শুভ উদ্বোধন।

অধ্যায়-৪
অর্থ বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন

কোভিড-১৯ অতিমারির অভিঘাত এবং রাশিয়া-ইউক্রেন সংকট কাটিয়ে চলমান অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য আর্থিক খাতে সুশাসন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং সময়োপযোগী ও দূরদর্শী নীতি-কৌশল অনুসরণের মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং জনগণের নিকট সহজে সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্থ বিভাগ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এসবের মধ্যে লক্ষ্যণীয় অর্জনসমূহ হলোঃ

- ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নপূর্বক নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে;
- জাতীয় বাজেটের সাথে 'মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি-বিবৃতি', 'মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পুস্তিকা', 'টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন: বাজেট প্রতিবেদন ২০২৩-২৪' ইত্যাদি বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে;
- দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও অর্থনীতির খাতসমূহের হালনাগাদ অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশ করে 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩' প্রকাশ করা হয়েছে;
- মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় অর্থনীতির ৪টি প্রধান খাত তথা প্রকৃত, রাজস্ব, আর্থিক ও মুদ্রা খাত এবং বহিঃখাতের চলকসমূহের প্রাক্কলণ ও মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ করার মাধ্যমে অর্থ বিভাগ আর্থিক খাতের সার্বিক শৃঙ্খলা ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে;
- রাজস্ব ও ব্যয়ের অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও বলিষ্ঠ পূর্বাভাস প্রাপ্তির অভিপ্রায়ে একটি ম্যাক্রোইকোনোমিক তথ্যভান্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে, যা Medium Term Macroeconomic Policy Statement (MTMPS) এবং ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট প্রণয়নে ব্যবহার করা হয়েছে;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে মৃত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত সরকারি ঋণ ও সুদ মওকুফের মোট ১৩টি প্রস্তাব নিষ্পত্তি করা হয়েছে;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদানের জন্য ৯২১টি সাময়িক প্রস্তাব ও ৯১০টি চূড়ান্ত প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে;
- সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পদের সহজলভ্যতা আরও ভালোভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক পূর্বাভাস (fiscal forecasting), বাজেট প্রণয়ন ও বাজেট বাস্তবায়ন, আর্থিক প্রতিবেদন উন্নতকরণ এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS) নামে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ১০০ মিলিয়ন ডলারের একটি পাঁচ বছর মেয়াদি কর্মসূচি চলমান রয়েছে;
- কেন্দ্রীয় পেনশন অফিস সৃষ্টির মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের সকল পেনশনারগণকে (সিভিল, ডিফেন্স, রেল) ইএফটি এর মাধ্যমে পেনশন ও ভাতাদির আওতায় আনা হয়েছে;
- পেনশনার লাইফ ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়াকে সহজ, নির্ভরযোগ্য এবং পেনশনারগণের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসার লক্ষ্যে লাইফ ভেরিফিকেশন অ্যাপ প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে, যা পরীক্ষামূলকভাবে পেনশনারদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে Medium Term Debt Management Strategy (MTDS) of Bangladesh ২০২১-২২ হতে ২০২৩-২৪ প্রণয়ন করা হয়েছে;

- নন-ট্যাক্স রেভিনিউ (এনটিআর) এর জন্য একটি ডাটাবেজ সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে, যার ফলে এনটিআর খাতে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির সুযোগ তৈরী হয়েছে;
- SEIP প্রকল্পের আওতায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সমন্বয় করে ৭,১৯,৭০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রশিক্ষণ শেষে সনদ পেয়েছেন ৬,১৯,০৯৭ জন এবং কর্মে নিয়োজিত হয়েছেন ৪,৫০,৯১৪ (৭২.৭৮%) জন। দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান ছাড়াও এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের অন্তত: ৬০ শতাংশের জন্য প্রাথমিক কর্মসংস্থানের সুযোগ রাখা হয়েছে;
- সকল সরকারি হাসপাতাল (উপজেলা পর্যায় ব্যতীত), বিভাগীয় পর্যায়ের কার্যালয়, রেলওয়ে কার্যালয়, জেলা পর্যায়ের ৪টি অফিস (DC, SP, DEO, CS), উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়সহ মোট ১,৭৩০টি কার্যালয়ে বাজেট প্রণয়ন মডিউল বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তরের পাশাপাশি বর্তমানে জেলা পর্যায় পর্যন্ত অফিসমূহের বাজেট প্রণয়ন ও দাখিল প্রক্রিয়া iBAS++ এর মাধ্যমে অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ সকল বেসামরিক কর্মচারী এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রায় সকল সদস্যকে iBAS++ প্ল্যাটফরম ব্যবহার করে ইএফটি-র মাধ্যমে বেতনভাতা প্রদান করা হচ্ছে। বিদেশে বাংলাদেশ মিশন ও Self Accounting Entity (গণপূর্ত অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, বাংলাদেশ রেলওয়ে) সমূহকেও iBAS++ এর আওতায় আনা হচ্ছে। বর্তমানে ২০টি বৈদেশিক মিশনের আর্থিক হিসাব iBAS++ এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে;
- সিভিল, প্রতিরক্ষা ও রেলওয়ে এর হিসাব পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগতি স্থাপনের স্বার্থে ইন্টিগ্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। বেতন-ভাতা বিল ছাড়াও সরবরাহকারীর বিলসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিল অনলাইনে ইএফটির মাধ্যমে প্রদানের জন্য পাইলট কার্যক্রম শুরু হয়েছে;
- সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার সমন্বয় আরও সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে iBAS++ এর সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক এর কোর ব্যাংকিং সিস্টেম, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র, পরিকল্পনা কমিশন, সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট এর ইজিপি ইত্যাদি ডাটাবেজ এর API (Application Programming Interface) স্থাপন করা হয়েছে;
- অর্থ বিভাগসহ মোট ২১টি কার্যালয় ও প্রকল্পে অন্যান্য ডিডিও বিল অনলাইনে দাখিল ও পরিশোধ সংক্রান্ত পাইলটিং কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে iBAS^{++} সিস্টেমে মোট ২,৩১১টি বিল নিষ্পত্তি হয়েছে;
- বিভিন্ন স্কিমের MIS-সমূহে ডাটা এন্ট্রির সময়ে Mobile Financial Service (MFS) একাউন্টের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য MFS কোম্পানি বিকাশ, নগদ, রকেট এর সাথে API স্থাপন করা সম্পন্ন হয়েছে;
- নাগরিকগণ যাতে যে কোন ব্যাংকের যে কোন শাখায় কিংবা ঘরে বসেই অনলাইনে চালান জমা দিতে পারেন, সে জন্য স্বয়ংক্রিয় চালান পদ্ধতি (এটোমেটেড চালান) চালু করা হয়েছে। ২০২টি সেবার মধ্যে ১৭৩টি সেবা বর্তমানে চালু আছে। ওটিসি, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড, অনলাইন ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে এ-চালানের সেবা পাওয়া যাচ্ছে। ওয়েব সাইটের পাশাপাশি মোবাইল অ্যাপেও এই সুবিধা চালু হয়েছে;
- প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে (Public Accounts of the Republic) সাধারণ ভবিষ্য তহবিল সংক্রান্ত দায় ব্যবস্থাপনার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার লক্ষ্যে কন্ট্রোল লেজার তৈরি করা হয়েছে, যেখানে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর বাৎসরিক জিপিএফ, চাঁদা, রিফান্ড ইত্যাদি তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। পাশাপাশি এই লেজারের মাধ্যমে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর জিপিএফ সংক্রান্ত সুদের হিসাব অটোমেশন করা হয়েছে;
- সরকারি খাতে ঋণ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের নিমিত্ত একটি ডেট ম্যানেজমেন্ট ডাটাবেজ সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে; যেখানে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের debt stock, redemption profile, সুদ ব্যয় ইত্যাদি হিসাব সংরক্ষণ করা যায়;

- জাতীয় সঞ্চয় স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সম্প্রসারণপূর্বক মোট ৯টি সঞ্চয় স্কিম ডিজিটাইজড করা হয়েছে। ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমের সাধারণ ও মেয়াদী হিসাব অনলাইন এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এছাড়াও, ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার বন্ড ও ইউএস প্রিমিয়াম বন্ড এর অটোমেশন এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- "আপনার প্রাপ্য পেনশন 'ইএফটি'র মাধ্যমে প্রদান জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর উপহার' - এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মুজিববর্ষে শতভাগ পেনশনারকে ইএফটি পদ্ধতিতে প্রতি মাসের ১ম কর্মদিবসে মাসিক পেনশন ও ভাতাদি নিজ নিজ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রেরণ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে;
- কোভিড-উত্তর প্রণোদনা প্যাকেজসমূহ বাস্তবায়নের ফলে দেশের আপামর জনসাধারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সুবিধা পেয়েছে। এ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ৭,৭৩,৬৯,৪৫৫ ব্যক্তি ও প্রায় ২,৪৪,১৫৭ প্রতিষ্ঠান;
- সরকারের আয়-ব্যয় এবং ঋণ ব্যবস্থাপনার অন্যতম হিসাব মাধ্যম হল Treasury Single Account (TSA)। টিএসএ-তে ৮০টি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং ১১২টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত সরকারি সহায়তা সংযুক্ত তহবিল হতে প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে সংশ্লিষ্ট Personal Ledger অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর ও ইএফটি পদ্ধতিতে বিল পরিশোধ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। শীঘ্রই অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে এর আওতায় নিয়ে আসা হবে।

অধ্যায়-৫
সামষ্টিক অর্থনীতি, প্রধান কর্মকৃতি এবং মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য

অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন এর মাধ্যেমে এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করে একটি উন্নত দেশ হবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এলক্ষ্যে, অর্থ বিভাগ প্রণীত মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতিতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৭.৫০। বাংলাদেশের অর্থনীতি ২০২২-২৩ অর্থ বছর বেশ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গিয়েছে, তা সত্ত্বেও, সামষ্টিক অর্থনীতিতে ভারসাম্য বজায় রেখে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জণের ধারা অব্যহত রেখেছে এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে সাময়িক হিসাবে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৬.০৩ শতাংশে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ছিল ৬.২ শতাংশ, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৯.০ শতাংশে পৌঁছেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৮ শতাংশ এবং মোট ব্যয় দাঁড়িয়েছে ১৪.৯ শতাংশ। একারণে, যেখানে জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে বাজেট ঘাটতি ৫.৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার লক্ষ্যমাত্রা ছিল, ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বাজেট ঘাটতি দাঁড়ায় জিডিপি'র ৫.১ শতাংশে।

২০২২-২৩ অর্থ বছরের রপ্তানি আয় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পায় ৬.৭ শতাংশ এবং এবছর বিভিন্ন নীতি গ্রহণের ফলে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে আমদানি ব্যয় কমে যায় ১৫.৮ শতাংশ। এবছর প্রবাস আয় ২.৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফলে ২০২২-২৩ বছরে চলতি হিসাবের ঘাটতি কমে ৩.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাড়াঁয় যেখানে পূর্ববর্তী বছরে ঘাটতি ছিল ১৮.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এছাড়া, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩০ জুন ২০২২ তারিখে ছিল ৪১.৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে রিজার্ভ এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতিক প্রবৃদ্ধি মন্থর হয়ে পড়েছিল। এই বৈশ্বিক প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জণ করতে সরকার যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল তা হলো সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ জোরদার করা, ব্যাংকিং খাতে কতিপয় সংস্কার, আমদানি নিরুৎসাহিত করে রপ্তানি বাড়ানো, নবায়নযোগ্য জ্বালানীর উপর গুরুত্বারোপ করা, জনশক্তি রপ্তানি বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রবাস আয়ে বর্ধিত প্রণোদনা প্রদান করা। পাশাপাশি, অর্থ বছরে রাজস্ব আয় এর সাথে সংগতি রেখে সরকারি ব্যয় সংকোচন কে জোরদারকরণ। এসকল পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রেখে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভবপর হয়েছে।

জিডিপি প্রবৃদ্ধি

বিগত এক দশকে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির গড় হার ছিল ৬.৫ শতাংশের উপর। কোভিড-১৯ এর অতিমারির প্রভাব এই উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারাকে কিছুটা ব্যাহত করেছে। এতদসত্ত্বেও ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে যথাক্রমে ৬.৯৪ এবং ৭.১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতিতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৭.৫০ শতাংশ। এই প্রবৃদ্ধি হার ২০৩১ সালে উচ্চ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালে উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীত হবার জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির যে প্রক্ষেপন করা হয়েছিল তার সাথে সংগতিপূর্ণ। তবে ২০২২ এ শুরু হওয়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বিশ্ব অর্থনীতির ধীর গতি এবং মূল্যস্ফীতি দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্যকে ব্যাহত করেছে এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধির ধারাকে প্রভাবিত করেছে। বিবিএস-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৬.০৩ শতাংশে।

বছর	জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%)*
২০০৮-০৯	৪.৯৫
২০০৯-১০	৬.৭৫
২০১০-১১	৭.৩১
২০১১-১২	৭.২৬
২০১২-১৩	৬.৬১
২০১৩-১৪	৭.০৩
২০১৪-১৫	৭.৫৫
২০১৫-১৬	৭.২৭
২০১৬-১৭	৬.৫৯
২০১৭-১৮	৭.৩২
২০১৮-১৯	৭.৮৮
২০১৯-২০	৩.৪৫
২০২০-২১	৬.৯৪
২০২১-২২	৭.১০
২০২২-২৩সা	৬.০৩

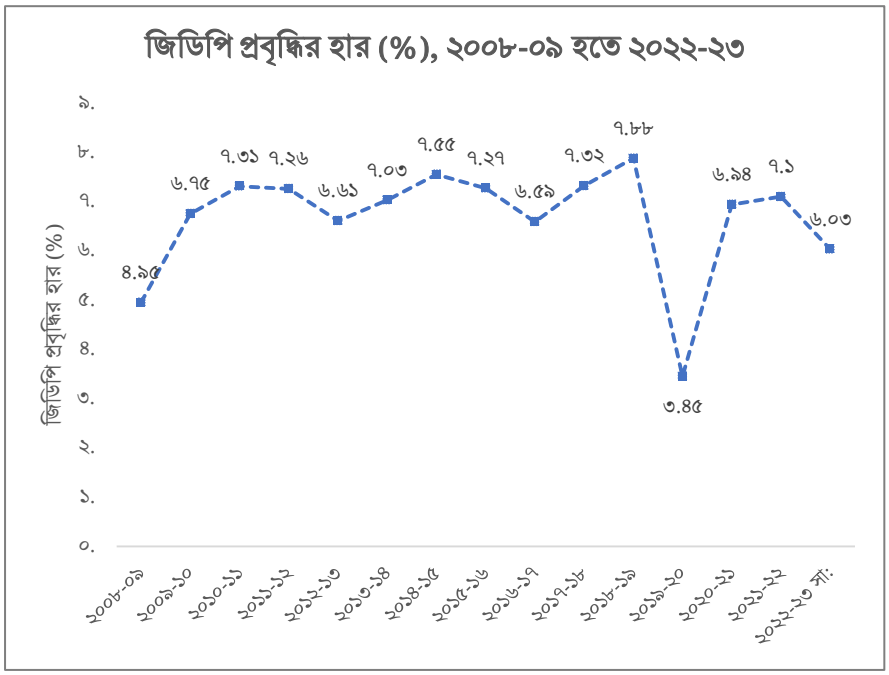

*জিডিপি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের নতুন ভিত্তি ধরে।

মাথাপিছু জাতীয় আয়

গত দশকে জিডিপি'র উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জণের কারণে বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মাথাপিছু জাতীয় আয় ২০০৮-০৯ সালে যেখানে ছিল ৮৪২ মার্কিন ডলার তা প্রায় ৩ গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ২৭৯৩ মার্কিন ডলারে। তবে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-এর সাময়িক প্রাক্কলন অনুযায়ী সমাপ্ত ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় সামান্য কমে দাড়াঁয় ২৭৬৫ মার্কিন ডলারে।

বছর	মাথাপিছু জাতীয় আয় (মা: ড:)*
২০০৮-০৯	৮৪২
২০০৯-১০	৯৪৬
২০১০-১১	১০৪৯
২০১১-১২	১০৮৭
২০১২-১৩	১২১৪
২০১৩-১৪	১৩৭১
২০১৪-১৫	১৫৫৩
২০১৫-১৬	১৭৩৭
২০১৬-১৭	১৮৭৯
২০১৭-১৮	২০৪৩
২০১৮-১৯	২২০৮
২০১৯-২০	২৩২৬
২০২০-২১	২৫৯১
২০২১-২২	২৭৯৩
২০২২-২৩ সা:	২৭৬৫

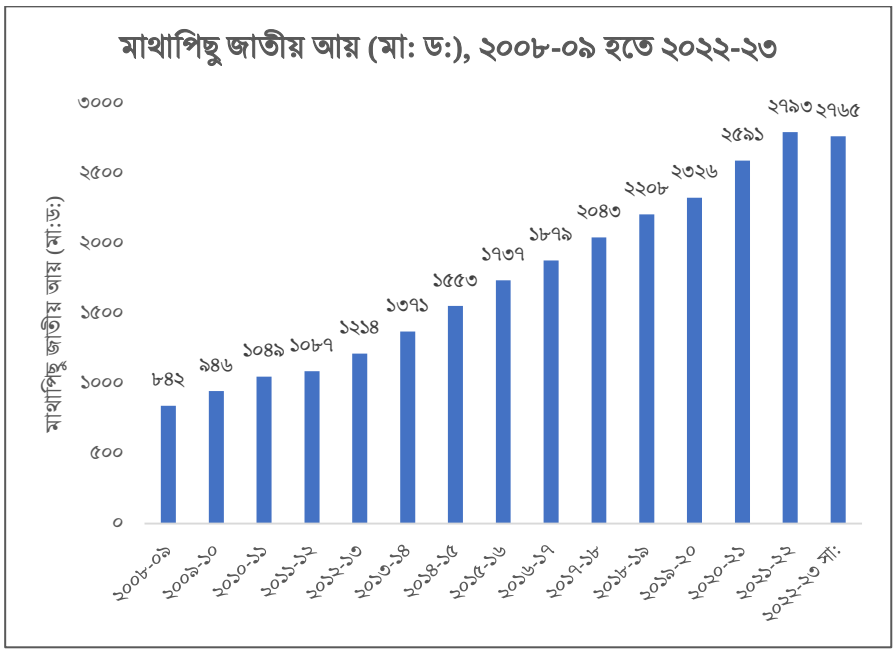

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; সা:=সাময়িক।*জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ২০১৫-১৬ অর্থবছরের নতুন ভিত্তি ধরে।

মূল্যস্ফীতি

২০১০-১১ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ১০.৯ শতাংশ। পরবর্তী বছরগুলোতে তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছর-এ ৫.৪ শতাংশে নেমে আসে। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি ৫-৬ শতাংশের মধ্যে স্থিতিশীল অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। তবে ২০২১-২২ অর্থবছরে এটা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬.২ শতাংশে উন্নীত হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতিতে উর্ধগতি লক্ষণীয় হয়েছে এবং এটা বৃদ্ধি পেয়ে ৯.০ শতাংশে পৌঁছেছে।

বছর	মূল্যস্ফীতি (%)
২০০৮-০৯	৭.৬
২০০৯-১০	৬.৮
২০১০-১১	১০.৯
২০১১-১২	৮.৭
২০১২-১৩	৬.৮
২০১৩-১৪	৭.৪
২০১৪-১৫	৬.৪
২০১৫-১৬	৫.৯
২০১৬-১৭	৫.৪
২০১৭-১৮	৫.৮
২০১৮-১৯	৫.৫
২০১৯-২০	৫.৭
২০২০-২১	৫.৬
২০২১-২২	৬.২
২০২২-২৩	৯.০

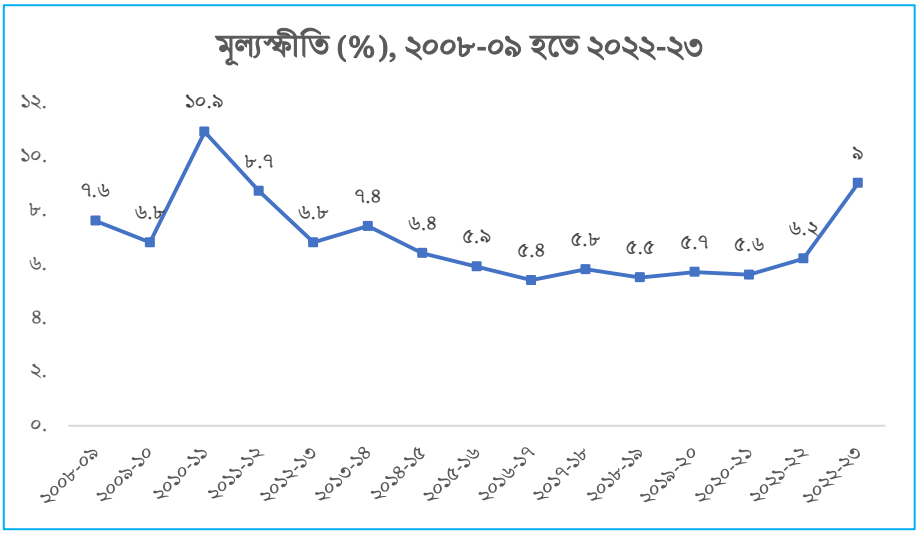

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

রাজস্ব আয়

মোট রাজস্ব আয় বিগত বছরসমূহে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের মোট রাজস্ব আয় হয়েছে ৩,৩৪,৬৪২ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৮.৪ শতাংশ) এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট রাজস্ব আয় ছিল ৪,৩৩,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৯.৮ শতাংশ)।

বছর	মোট রাজস্ব (কোটি টাকা)	জিডিপি'র শতাংশ (%)
২০০৮-০৯	৬৪৫৭০	৮.২
২০০৯-১০	৭৫৯১০	৮.৪
২০১০-১১	৯২৯৯০	৮.৯
২০১১-১২	১১৪৬৮০	৯.৪
২০১২-১৩	১২৮২৬০	৯.২
২০১৩-১৪	১৪০২৩৯	৮.৯
২০১৪-১৫	১৪৫৯৬৬	৮.১
২০১৫-১৬	১৭২৯৫০	৮.৩
২০১৬-১৭	২০১২১০	৮.৭
২০১৭-১৮	২১৬৫৫৫	৮.২
২০১৮-১৯	২৫১৮৮৪	৮.৫
২০১৯-২০	২৬৫৮০০	৮.৪
২০২০-২১	৩২৮৯৮৩	৯.৩
২০২১-২২	৩৩৪৬৪২	৮.৪
২০২২-২৩ স.বা.	৪৩৩০০০	৯.৮

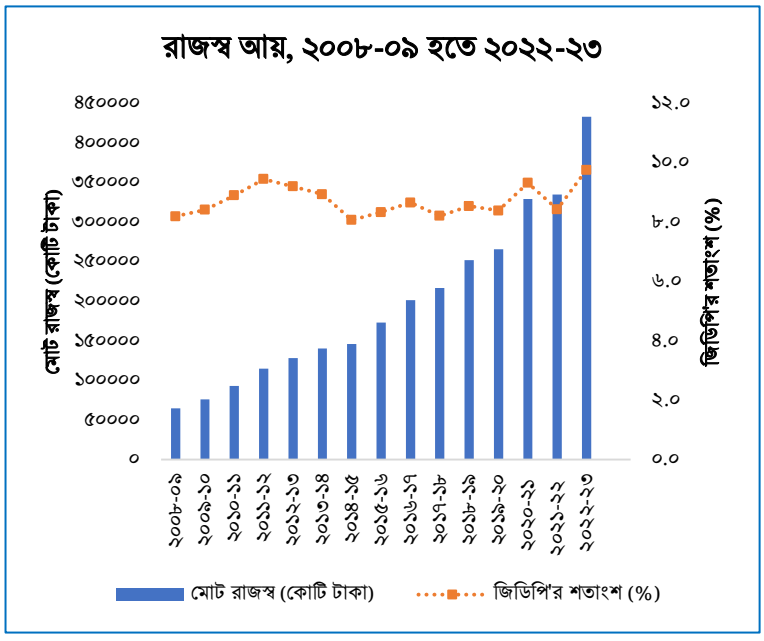

উৎস: অর্থ বিভাগ; স:বা:=সংশোধিত বাজেট।
*জিডিপি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের নতুন ভিত্তি ধরে।

সরকারি ব্যয়

মোট সরকারি ব্যয় বিগত বছরসমূহে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের মোট সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ ৫,১৮,১৮৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৩.০ শতাংশ) এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট ব্যয় ছিল ৬,৬০,৫০৭ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৪.৯ শতাংশ)।

বছর	মোট সরকারি ব্যয় (কোটি টাকা)	জিডিপি'র শতাংশ (%)
২০০৮-০৯	৮৮০৬৪	১১.২
২০০৯-১০	১০১৬০৮	১১.৩
২০১০-১১	১২৮২৬৮	১২.৩
২০১১-১২	১৫২৪২৮	১২.৬
২০১২-১৩	১৭৪০১৩	১২.৫
২০১৩-১৪	১৮৮২০৮	১২.০
২০১৪-১৫	২০৪৩৮০	১১.৩
২০১৫-১৬	২৩৮৪৩৩	১১.৫
২০১৬-১৭	২৬৯৪৯৯	১১.৬
২০১৭-১৮	৩২১৮৬২	১২.২
২০১৮-১৯	৩৯১৬৯০	১৩.৩
২০১৯-২০	৪২০১৬০	১৩.৩
২০২০-২১	৪৬০১৬০	১৩.০
২০২১-২২	৫১৮১৮৮	১৩.০
২০২২-২৩ স.বা.	৬৬০৫০৭	১৪.৯

উৎস: অর্থ বিভাগ; স:বা:=সংশোধিত বাজেট।
*জিডিপি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের নতুন ভিত্তি ধরে।

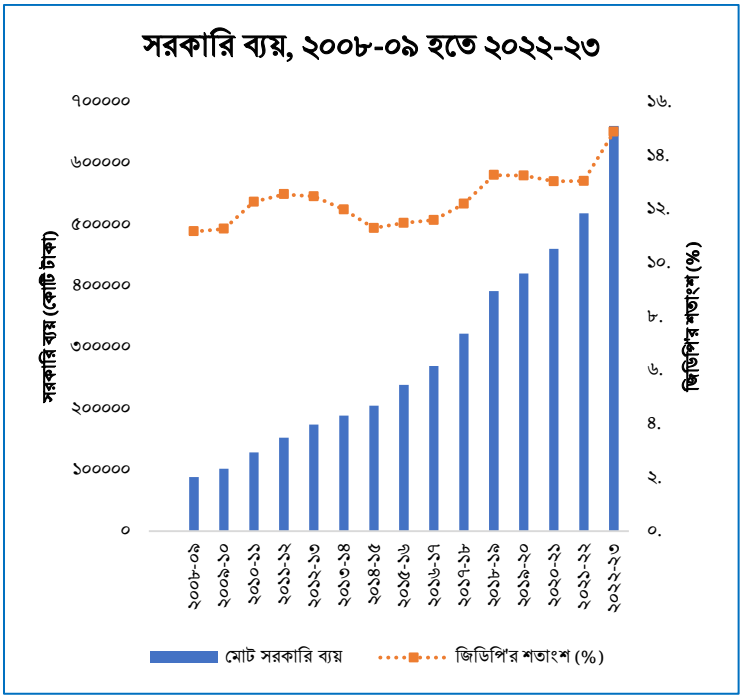

বাজেট ঘাটতি

জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে বাজেট ঘাটতি ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও সাম্প্রতিক বছরে তা উক্ত সীমা অতিক্রম করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বাজেট ঘাটতি ছিল জিডিপি'র ৫.১ শতাংশ।

বছর	বাজেট ঘাটতি (কোটি টাকা)	জিডিপি'র শতাংশ (%)
২০০৮-০৯	২৩৯৬৬	৩.০
২০০৯-১০	২৫৭০৩	২.৮
২০১০-১১	৩৫২৭৭	৩.৪
২০১১-১২	৩৭৭৩৫	৩.১
২০১২-১৩	৪৫৮৮৫	৩.৩
২০১৩-১৪	৪৭৮৩৩	৩.০
২০১৪-১৫	৫৮৪১৪	৩.২
২০১৫-১৬	৬৫৪৮২	৩.২
২০১৬-১৭	৬৮২৮৯	২.৯
২০১৭-১৮	১০৫৩০৬	৪.০
২০১৮-১৯	১৩৯৮১১	৪.৭
২০১৯-২০	১৫৪২৫১	৪.৯
২০২০-২১	১৩১৪৯৫	৩.৭
২০২১-২২	১৮৩৫৪৬	৪.৬
২০২২-২৩ স.বা.	২২৭৫০৭	৫.১

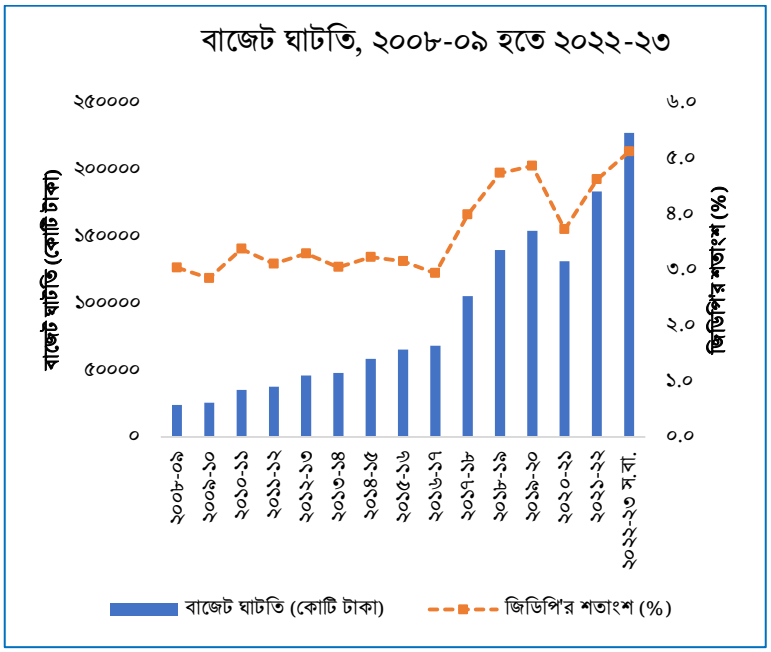

উৎস: অর্থ বিভাগ; স:বা:=সংশোধিত বাজেট।
*জিডিপি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের নতুন ভিত্তি ধরে।

রপ্তানি

কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাবে বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরে রপ্তানি কিছুটা সংকুচিত হলেও পরবর্তীতে ২০২০-২১, ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ধারায় ঊর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করে। কোভিড পরবর্তী সময়ে সরকারের সময়োপযোগী উদ্যোগের ফলে এই রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য যে, ২০২২-২৩ অর্থ বছরের রপ্তানি বৃদ্ধি পায় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৬.৭ শতাংশ।

বছর	রপ্তানি (বি: মা: ড:)	প্রবৃদ্ধির হার (%)
২০০৮-০৯	১৫.৬	১০.৬
২০০৯-১০	১৬.২	৩.৮
২০১০-১১	২২.৯	৪১.৪
২০১১-১২	২৪.৩	৬.১
২০১২-১৩	২৭	১১.১
২০১৩-১৪	৩০.২	১১.৯
২০১৪-১৫	৩১.২	৩.৩
২০১৫-১৬	৩৪.৩	৯.৯
২০১৬-১৭	৩৪.৮	১.৫
২০১৭-১৮	৩৬.৭	৫.৫
২০১৮-১৯	৪০.৫	১০.৫
২০১৯-২০	৩৩.৬	-১৭.০৪
২০২০-২১	৩৮.৭৫	১৫.১
২০২১-২২	৫২.১	৩৪.৫
২০২২-২৩ সা:	৫৫.৫৬	৬.৭

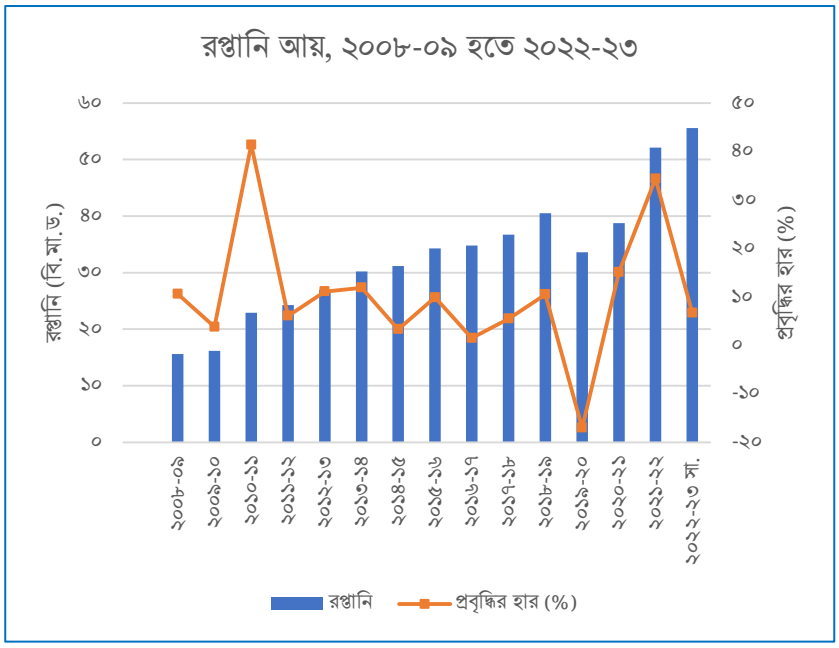

উৎস: বাংলাদেশ ব্যংক; সা:=সাময়িক

আমদানি

২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয় ছিল ২২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা প্রায় ৩.৩ গুণের ও বেশী বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৭৫.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। কোভিড-১৯ কালীন ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আমদানি কমে দাড়িঁয়েছিল ৫৪.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। তবে পরবর্তী সময়ে আমদানি ব্যয়ের ব্যাপক প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট আমদানির পরিমাণ ৮২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ৩৫.৯ শতাংশ বেশি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ডলার সংকট, ডলারের বিপরীতে টাকার অবচিতি, চলতি হিসাবের ভারসাম্য, রিজার্ভ পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমদানী ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে আমদানি ব্যয় ১৫.৮ শতাংশ কমে যায়।

বছর	আমদানি (বি: মা: ড:)	প্রবৃদ্ধির হার (%)
২০০৮-০৯	২২.৫	৪.২
২০০৯-১০	২৩.৭	৫.৩
২০১০-১১	৩৩.৭	৪২.২
২০১১-১২	৩৫.৫	৫.৩
২০১২-১৩	৩৪.১	-৩.৯
২০১৩-১৪	৩৯.৩	১৫.২
২০১৪-১৫	৪০.৭	৩.৬
২০১৫-১৬	৪২.৯	৫.৪
২০১৬-১৭	৪৭.	৯.৬
২০১৭-১৮	৫৮.৯	২৫.৩
২০১৮-১৯	৫৯.৯	১.৮
২০১৯-২০	৫৪.৮	-৮.৬
২০২০-২১	৬৫.৬	১৯.৭
২০২১-২২	৮৯.২	৩৫.৯
২০২২-২৩ সা:	৭৫.১	-১৫.৮

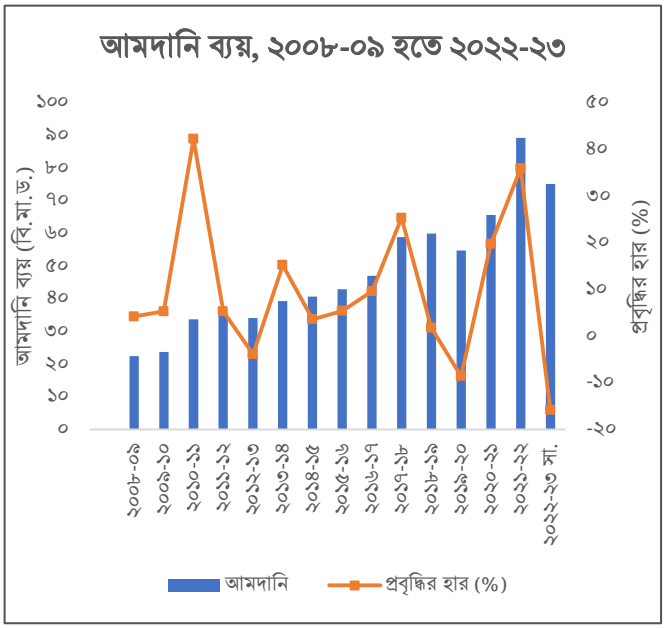

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক; সা:=সাময়িক।

রেমিট্যান্স প্রবাহ

২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমান ছিল ৯.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ২১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২.৭৫ শতাংশ বেশী। বিগত এক দশকে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাপক উঠানামা লক্ষ্য করা গেছে তেমনি প্রবাহ প্রত্যাশিত প্রবাহের তুলনায় কম। বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার রেমিট্যান্স প্রবাহের উপর ২.৫ শতাংশ হারে প্রণোদনা প্রদান করছে। তবে প্রবাসী বহির্গমনের সংখ্যা বিবেচনায় প্রবাস আয় বৃদ্ধি আনুপাতিক হলে রেমিট্যান্স প্রবাহ সন্তোষজনক বিবেচিত হতে পারতো। স্থিতিশীল ক্রমাগত বর্ধনশীল প্রবাহ না হবার জন্য ডলারের সাথে টাকার বিনিময় মূল্যের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং চ্যানেল ও নন-ব্যাংকিং চ্যানেলের মধ্যে পার্থক্য থাকার বিষয়টি রয়েছে।

বছর	প্রবাস আয় (বি: মা: ড:)	প্রবৃদ্ধির হার (%)
২০০৮-০৯	৯.৭	২২.৮
২০০৯-১০	১১	১৩.৪
২০১০-১১	১১.৭	৬.৪
২০১১-১২	১২.৮	৯.৪
২০১২-১৩	১৪.৫	১৩.৩
২০১৩-১৪	১৪.২	-২.১
২০১৪-১৫	১৫.৩	৭.৭
২০১৫-১৬	১৪.৯	-২.৬
২০১৬-১৭	১২.৮	-১৪.১
২০১৭-১৮	১৫	১৭.২
২০১৮-১৯	১৬.৪	৯.৩
২০১৯-২০	১৮.২	১১.০
২০২০-২০২১	২৪.৮	৩৬.৩
২০২১-২০২২	২১.০	-১৫.৩
২০২২-২৩ সা:	২১.৬	২.৭৫

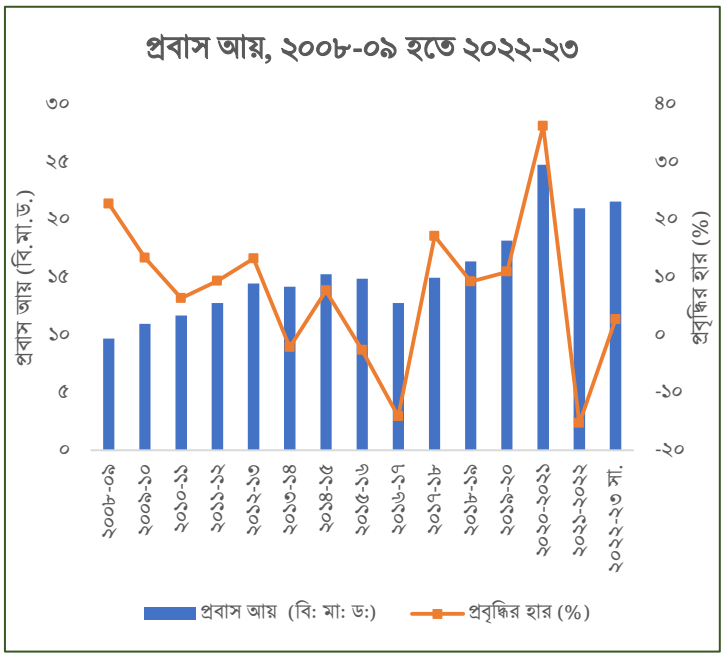

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক; সা:=সাময়িক।

চলতি হিসাবের ভারসাম্য

বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে চলতি হিসাবের ঘাটতি লক্ষণীয় হয় এবং ২০১৭-১৮ সালে এই ঘাটতি ৯,৭৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছায়। পরবর্তী বছরগুলোতে এই ঘাটতি ক্রমান্বয়ে কমে ২০২০-২১ অর্থবছরে এসে দাঁড়ায় ৪,৫৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। তবে ২০২১-২২ অর্থবছরে আমদানি ব্যয়ের ব্যাপক বৃদ্ধি ও প্রবাস আয়ের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির কারণে চলতি হিসাবের ঘাটতির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১৮,৬৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২২-২৩ এ সরকার রপ্তানি বৃদ্ধি, আমদানি নিরুৎসাহিত করণ সহ রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করে। এসব নীতির কারণে ২০২২-২৩ বছরে চলতি হিসাবের ঘাটতি কমে ৩,৩৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাড়াঁয়।

বছর	চলতি হিসাবের ভারসাম্য (মি: মা: ড:)
২০০৮-০৯	২৪১৬
২০০৯-১০	৩৭২৪
২০১০-১১	-১৬৮৬
২০১১-১২	-৪৪৭
২০১২-১৩	২৩৮৮
২০১৩-১৪	১৪০৯
২০১৪-১৫	৩৪৯২
২০১৫-১৬	৪২৬২
২০১৬-১৭	-১৩৩১
২০১৭-১৮	-৯৭৮০
২০১৮-১৯	-৫২৫৪
২০১৯-২০	-৪৭২৪
২০২০-২১	-৪৫৭৫
২০২১-২২	-১৮৬৩৯
২০২২-২৩ সা:	-৩৩৩৪

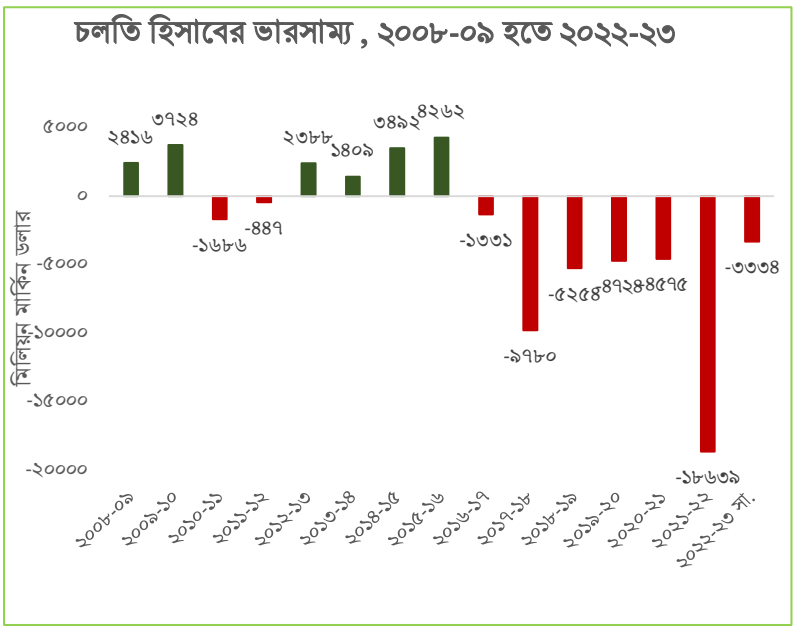

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক; সা:=সাময়িক।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

দেশের স্থিতিশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থাকার কারণে ২০০৮-০৯ থেকে ২০২০-২১ অর্থ বছর পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ক্রমাগত বেড়েছে। ৩০শে জুন, ২০২১ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এর সর্বোচ্চ পরিমান ছিল ৪৬.৩৯ বিলিয়ন মাকিন ডলার। কিন্তু বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি ও অন্যান্য পণ্য-দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি, আমদানি ব্যয়ের বৃদ্ধি, ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমানের অবচিতি এবং প্রবাস আয়ের প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধি না হবার কারণে ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পেয়ে ৩০শে জুন, ২০২২ তারিখে ৪১.৮২ বিলিয়ন মাকিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিস্থিতির তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি যেকারণে ৩০ জুন ২০২৩ এটি কমে দাড়িঁয়েছে ৩১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যা দিয়ে সর্বোচ্চ ৫ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো যাবে।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

বছর	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ
২০০৮-০৯	৭.৫
২০০৯-১০	১০.৭
২০১০-১১	১০.৯
২০১১-১২	১০.৪
২০১২-১৩	১৫.৩
২০১৩-১৪	২১.৫
২০১৪-১৫	২৫.০
২০১৫-১৬	৩০.২
২০১৬-১৭	৩৩.৪
২০১৭-১৮	৩২.৯
২০১৮-১৯	৩২.৭
২০১৯-২০	৩৬.০
২০২০-২১	৪৬.৩৯
২০২১-২২	৪১.৮২
২০২২-২৩	৩১.২

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

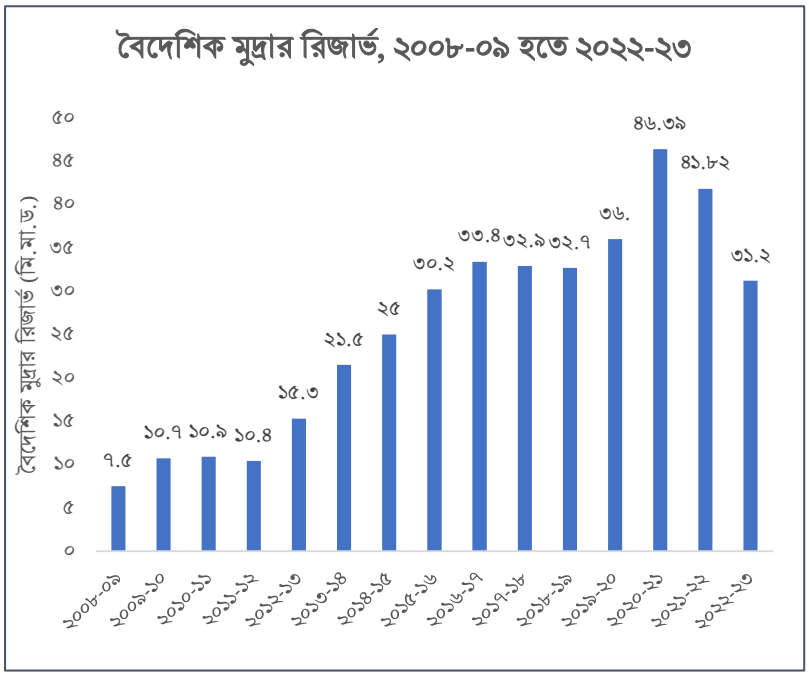

অর্থ বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
			২০২১-২২		২০২২-২৩		২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১. জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার	১, ২	শতকরা হার	৭.২	৭.১০	৭.৫০	৬.০৩	৭.৫০	৭.৮০	৮.০০
২. মোট রাজস্ব আয়	২, ৪	জিডিপি'র শতকরা হার	৯.৯	৮.৪	৯.৭	৯.৮	১০.০	১০.৪	১১.২
ক. কর রাজস্ব			৮.৮	৭.৫	৮.৭	৮.৭	৯.০	৯.৫	১০.২
খ. কর বহির্ভূত রাজস্ব			১.১	০.৯	১.০	১.০	১.০	০.৯	১.০
৩. সার্বিক বাজেট ভারসাম্য	১, ২	জিডিপি'র শতকরা হার	-৫.২	-৪.৬	-৫.৫	-৫.১	-৫.২	-৫.০	-৫.০
৪. বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের অনুপাত	২	শতকরা হার	৯৮.৪৯*	৮৭.৩১**	১০০	৮৭.৮১*	৯০.০	৯১.০	৯২.০
৫. ঘাটতি অর্থায়ন (মোট)	১, ৩, ৪	জিডিপি'র শতকরা হার	৫.২	৪.৬	৫.৫	৫.১	৫.২	৫.০	৫.০
ক. অভ্যন্তরীণ উৎস			৩.২	২.৯	৩.৩	৩.২	৩.১	৩.০	২.৯
খ. বৈদেশিক উৎস			২.০	১.৭	২.২	২.০	২.১	২.১	২.১
৬. ঋণের স্থিতি (মোট)	১, ৩	জিডিপি'র শতকরা হার	৩৪.৩	৩৩.৬	৩৫.৫	৩৫.৩	৩৬.৬	৩৭.৭	৩৮.৫
ক.অভ্যন্তরীণ উৎস			২১.৬	২১.৩	২২.৪	২২.৩	২৩.০	২৩.৫	২৩.৮
খ.বৈদেশিক উৎস			১২.৭	১২.৩	১৩.০	১২.৯	১৩.৬	১৪.২	১৪.৭

* সংশোধিত বাজেটের আলোকে।

** সংশোধিত বাজেট এর তুলনায় প্রকৃত অর্জন।

অর্থ বিভাগের মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ

মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম
১. সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা	➢ রাজস্ব আয় ও ব্যয় পরিকল্পনা, ঘাটতি ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখা ও অর্থায়ন এবং মুদ্রা ও আর্থিক নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন; ➢ অভ্যন্তরীণ ও বহিঃঅর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণসহ সামষ্টিক অর্থনৈতিক খাতের উপযোগী নীতি-পরামর্শ প্রণয়ন এবং সরকারের নিকট উপস্থাপন; এবং ➢ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি (Medium Term Macroeconomic Policy Statement) প্রণয়ন।
২. স্থিতিশীল রাজস্ব ব্যবস্থাপনা, সম্পদ বন্টনে দক্ষতা এবং দারিদ্র্যবান্ধব প্রবৃদ্ধি অর্জন	➢ জাতীয় উন্নয়ন কৌশল অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের নীতি ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্পদ বন্টন; ➢ মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ; এবং ➢ বাজেটের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে উপস্থাপন।
৩. টেকসই ঋণ ব্যবস্থাপনা	➢ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মধ্যমেয়াদি ঋণ কৌশল (Medium Term Debt Strategy-MTDS) প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন; এবং ➢ আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের অনাদায়ী অর্থ আদায় ও তাদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।
৪. কর বহির্ভূত রাজস্ব ব্যবস্থাপনা	➢ কর বহির্ভূত সকল রাজস্ব সংক্রান্ত বিধি পর্যালোচনা, হার নির্ধারণ, মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ প্রণয়ন এবং আদায় কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও আধুনিকায়ন।
৫. অর্থ ব্যবস্থাপনা সংস্কার	➢ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ; ➢ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন। ➢ হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়নে দক্ষতা বৃদ্ধি ➢ বেতন-ভাতা, পেনশন, ভবিষ্য তহবিল, ঋণ ও অগ্রিমসহ সরকারি সম্পদ সম্পর্কিত হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন; ➢ iBAS++ পদ্ধতিতে হিসাব ব্যবস্থার আধুনিকায়ন;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালকে সঙ্গে নিয়ে বৃহস্পতিবার (১ জুন ২০২৩) বিকেলে একাদশ জাতীয় সংসদের ২৩তম অধিবেশনে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশনে যোগ দেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদ ভবনে মন্ত্রীসভার বিশেষ বৈঠক শেষে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে স্বাক্ষর করেন (বৃহস্পতিবার, ১ জুন ২০২৩)।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে বৃহস্পতিবার (১ জুন ২০২৩) বিকেলে একাদশ জাতীয় সংসদের ২৩তম অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট পেশ করছেন।

অধ্যায় ৬

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট হাইলাইটস

❖ **মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন**	**৫,০০,০০০ কোটি টাকা (জিডিপির ১০.০%)**
➢ **জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উৎস হতে**	**৪,৩০,০০০ কোটি টাকা (জিডিপির ৮.৬%)**
➢ **জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত উৎস হতে**	**২০,০০০ কোটি টাকা (জিডিপির ০.৪০%)**
➢ **কর বহির্ভূত উৎস হতে**	**৫০,০০০ কোটি টাকা (জিডিপির ১.০%)**
❖ **মোট ব্যয় প্রাক্কলন**	**৭,৬১,৭৮৫ কোটি টাকা (জিডিপির ১৫.২%)**
➢ **পরিচালনসহ অন্যান্য খাতে বরাদ্দ**	**৪,৩৬,২৪৭ কোটি টাকা (জিডিপির ৮.৭%)**
➢ **বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি**	**২,৬৩,০০০ কোটি টাকা (জিডিপির ৫.৩%)**
❖ **বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন**	**২,৬১,৭৮৫ কোটি টাকা (জিডিপির ৫.২%)**
➢ **বৈদেশিক উৎস হতে অর্থায়ন**	**১,০৬,৩৯০ কোটি টাকা (জিডিপির ২.১%)**
➢ **অভ্যন্তরীণ উৎস হতে অর্থায়ন**	**১,৫৫,৩৯৫ কোটি টাকা (জিডিপির ৩.১%)**
○ **ব্যাংক ব্যবস্থা হতে**	**১,৩২,৩৯৫ কোটি টাকা (জিডিপির ২.৬%)**
○ **অন্যান্য উৎস হতে**	**২৩,০০০ কোটি টাকা (জিডিপির ০.৫%)**

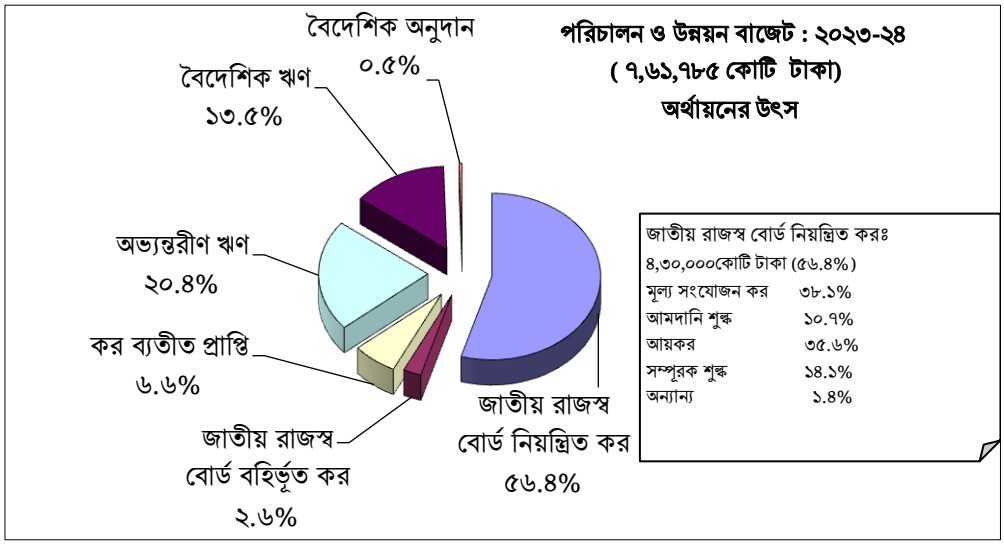

২০২৩-২৪ অর্থবছরে অর্থনীতির প্রধান প্রধান সূচকসমূহ নিম্নরূপভাবে প্রক্ষেপণ করে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (MTMF) **প্রণয়ন করা হয়েছেঃ**

- **জিডিপি প্রবৃদ্ধি:** ৭.৫ শতাংশ
- মূল্যস্ফীতি: ৬.০ শতাংশ
- মোট বিনিয়োগ: জিডিপি'র ৩৩.৮ শতাংশ
  (বেসরকারি ২৭.৪ শতাংশ ও সরকারি ৬.৩ শতাংশ)
  - মোট রাজস্ব আয়: জিডিপি'র ১০.০ শতাংশ
  - মোট ব্যয়: জিডিপি'র ১৫.২ শতাংশ
  - মোট ঘাটতি: জিডিপি'র ৫.২ শতাংশ
  - জিডিপি: ৫০ লক্ষ ০৬ হাজার ৭৮২ কোটি টাকা

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কৌশল

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরবরাহ ব্যবস্থা শক্তিশালী রাখা। রাশিয়া-ইউক্রেইন যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রভাবের ফলে সৃষ্ট আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতি মোকাবেলা। মূল্যস্ফীতির চাপ থেকে সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতা সম্প্রসারণ ও ভাতার হার বৃদ্ধি এবং নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে বিনা মূল্যে বা স্বল্প মূল্যে খাদ্য বিতরণ। বিশ্ব বাজারে জ্বালানি তেল, গ্যাস ও সারের মূল্য বৃদ্ধি ও বিনিময় হারের দরপতনের কারণে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও কৃষি ভর্তুকির ওপর গুরুত্বারোপ। অধিক খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, সেচ ও বীজে প্রণোদনা, কৃষি পুনর্বাসন, সারে ভর্তুকি প্রদান অব্যাহত রাখা। শিক্ষা, প্রযুক্তি ও দক্ষতা উন্নয়নসহ সার্বিক মানবসম্পদ উন্নয়ন।ব্যাপক কর্মসৃজন ও পল্লী উন্নয়ন। জনস্বাস্থ্য খাতে অগ্রাধিকার প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে দেওয়া কিছু প্রতিশ্রুতি ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- বাংলাদেশের সক্ষমতা ও মর্যাদার প্রতীক সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতু ২৬ জুন ২০২২ তারিখ হতে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।
- বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেলের উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশ গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ বানিজ্যিকভাবে চলাচলের শুভ উদ্বোধন করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।
- গত ২০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেজা'র বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরসহ ৫০টি প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন এবং শিল্প কারখানার বাণিজ্যিক উৎপাদনের উদ্বোধন করেন। এছাড়া, গত ০৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ও জাপান সরকারের অংশীদারিত্বে (জিটুজি) স্থাপিত জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কাজের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।
- বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চলতি অর্থবছরে ৩৮২.৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক ঋণের প্রস্তাব এবং ৮৪টি রয়্যালটি, ফ্র্যাঞ্চাইজি, কারিগরি জ্ঞান, কারিগরি প্রজ্ঞান ও কারিগরি সহায়তা ফি প্রদানের চুক্তি অনুমোদন করা হয়েছে।
- মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত বিডার প্রায় ১ (এক) লক্ষ আবেদন ওএসএস-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বিডার ওএসএস পোর্টালে সংযুক্ত অন্য ২২টি সংস্থার প্রায় ২৩,০০০ সেবা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
- দেশব্যাপী ০৭টি বিভাগের ২৫টি জেলায় মোট ১০০টি সেতু উদ্বোধন এবং ০৮টি বিভাগের ৫০টি জেলায় ২০২১.৫৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ১০০টি উন্নয়নকৃত মহাসড়ক উদ্বোধন করা হয়েছে।
- কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩.৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।
- উত্তরা হাউজ বিল্ডিং হতে টংগী ফায়ার সার্ভিস পর্যন্ত ২.২০ কিলোমিটার উড়াল সড়কের ঢাকামুখী অংশ যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।
- জনসেবায় উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কার্যক্রমকে সূচারুরূপে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/দপ্তর, জেলা এবং উপজেলা কর্তৃক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর মধ্যে ১,৭২৫টি বাস্তবায়িত হয়েছে।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে সড়ক, রেলপথ ও সেতু বিনির্মাণে ২,০৭৫.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।
- প্রবৃদ্ধি সঞ্চারি fast track প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থায়ন নিশ্চিত করার জন্য ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট ৫টি প্রকল্পে প্রায় ৩২,১৪০ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক ১১৪টি দেশের অংগ্রহণে মাসব্যাপী ১৯তম এশীয় দ্বিবার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী, ২০২৩ আয়োজন করা হয়েছে।
- '১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি) স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৮৫ টি টিএসসিতে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং ৬,৮০০ টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

- বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সমন্বিত অভিযোজন কৌশল ও করণীয় নির্ধারণ কল্পে UNFCCC এর আওতায় UNDP এর Green Climate Fund (GCF) এর অর্থায়নে ২০২৩-২০৫০ মেয়াদের জন্য National Adaptation Plan (NAP) প্রণীত হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুরক্ষার জন্য 'Mujib Climate Prosperity Plan (MCPP)' শীর্ষক একটি কৌশলগত বিনিয়োগ কাঠামোপ্রণয়ন করা হয়েছে।
- দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের জন্য কক্সবাজার জেলার মহেশখালিতে দৈনিক ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি সরবরাহের সক্ষমতা সম্পন্ন ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এ পাইপলাইনের মাধ্যমে ভারতের শিলিগুড়িতে অবস্থিত নুমালীগড় রিফাইনারি লিমিটেড হতে বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় জ্বালানি তেল (ডিজেল) আমদানি করা হবে।
- ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিজিটাল মৌজা ম্যাপের মোবাইল অ্যাপ ও ওয়েব ভার্সন, ই-রেজিস্ট্রেশন ও ডিজিটাল ভূমি বা সিস্টেমের আন্ত:সংযোগ, ৪০০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।
- জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাঁদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ৪,১২২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০ হাজার 'বীর নিবাস' নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৫,০০০টি বীর নিবাস বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়েছে।
- কাবিটা ও টিআর কর্মসূচির আওতায় চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে মুজিব শতবর্ষে 'ভূমিহীন ও গৃহহীন' পরিবার পুনর্বাসনে পরিবার প্রতি ২ শতাংশ খাসজমি বন্দোবস্তপূর্বক ২৪,৬১৩টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ০৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে ১১টি স্কুল এবং ০৬টি কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। সিলেট, বরিশাল ও খুলনা শহরে ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পের ৭টি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।
- মার্চ ২০২৩-এ দোহায় অনুষ্ঠিত ৫ম জাতিসংঘ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য উন্নয়ন অগ্রযাত্রা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে প্রশংসিত হয়েছে।
- ইসলামের শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশে বাংলাদেশের সকল জেলা ও উপজেলায় ৫৬৪টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মধ্যে ১৫০টি উদ্বোধন করা হয়েছে।
- ই-হজ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একজন হজযাত্রী প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন সম্পন্ন করা এবং ই-পাসপোর্টের সাথে হজ সিস্টেমের আন্ত:সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, হজযাত্রীদের হজ সংক্রান্ত যেকোন প্রশ্নের জবাব প্রাপ্তির সুবিধার্থে হটলাইন নম্বর '১৬১৩৬' চালু করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে শহীদ কামারুজ্জামান টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, মান্দা, নওগাঁ স্থাপন, ভোলা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, স্থাপন, শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, মাদারগঞ্জ, জামালপুর স্থাপন, বেগম আমিনা মনসুর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট স্থাপন, শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, গৌরনদী, বরিশাল স্থাপন এবং শেখ রেহানা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গোপালগঞ্জ স্থাপন শীর্ষক ৬টি প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবন ও কর্মভিত্তিক ২৫ টি শিশু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ৬টি জেলা শাখায় আধুনিক কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন হতে ১,৫০০ জন ক্রীড়াসেবীকে প্রতি মাসে ২,০০০ টাকা হারে মাসিক ভাতা/এককালীন অনুদান প্রদান করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর নিজস্ব জনবল কর্তৃক ৬ষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১, প্রথম ডিজিটাল শুমারি এবং শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২ সম্পন্ন হয়েছে।

- "দেশের সকল কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ৫৯১টি সরকারী কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন করা হয়েছে।

বাজেটের খাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও সম্পদ সঞ্চালন

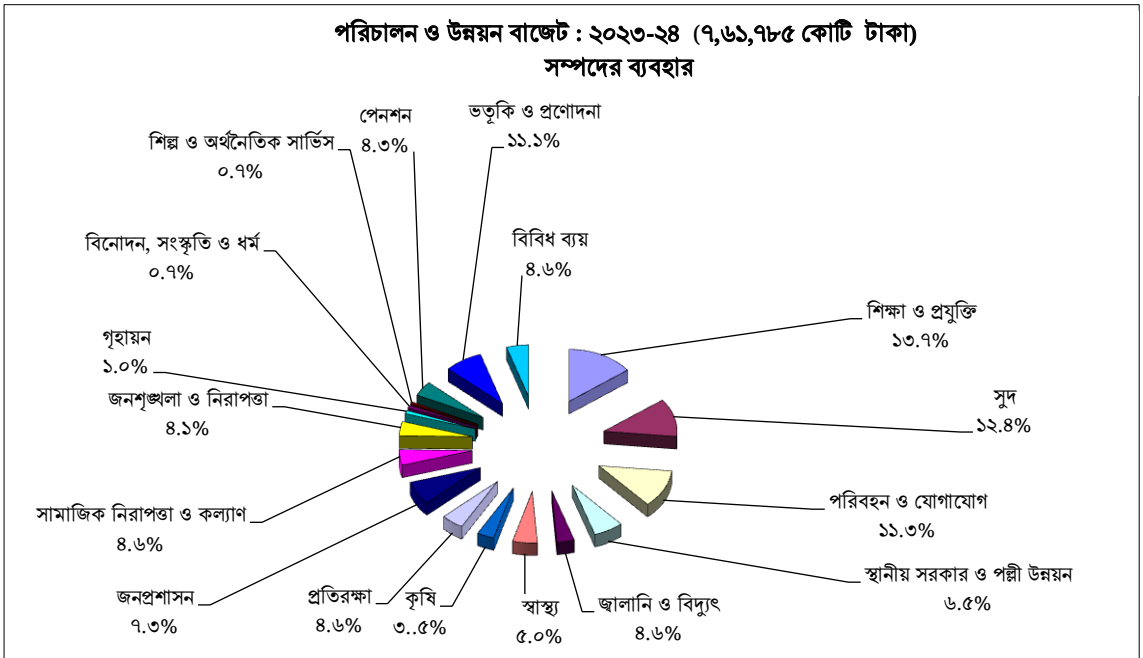

খাতভিত্তিক সম্পদ বিভাজন (ভর্তুকি ও প্রণোদনা, পেনশন এবং সুদ পৃথকভাবে প্রদর্শনসহ)

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

- বর্তমানে দেশে মোট ১৪,৩৮৪টি কমিউনিটি সেবা প্রদান করছে। এছাড়া, ১০৬টি উপজেলায় মাল্টি পারপাস হেলথ ভলান্টিয়ার (এমএইচভি) কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রতিদিন গড়ে ৪০ জন সেবাপ্রার্থী একটি কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সেবা গ্রহণ করে থাকেন, যার ৮০ শতাংশই নারী ও শিশু। সারা দেশে প্রায় ৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসব সেবা দেয়া হচ্ছে।
- সাধারণ জনগণের উন্নত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ শয্যা হতে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ, ৬টি জেলা সদর হাসপাতালকে ১০০ শয্যা হতে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ১৩১৩ হতে ২২০০ শয্যায় উন্নীতকরণ, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের ৪১৪ শয্যা বৃদ্ধি করে ১২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী ঢাকার শয্যা সংখ্যা ২০০ হতে ৫০০ শয্যায় উন্নীতকরণ, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা সুবিধা বাড়ানোর জন্য আরও ২০০ শয্যা বৃদ্ধিপূর্বক ৪০০ শয্যায় উন্নীতকরণ করা হবে।
- ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ৫০০০ শয্যায় উন্নীতকরণ প্রকল্প, ৮টি বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডায়াগনষ্টিক ইমেজিং ব্যবস্থার আধুনিকীরণ প্রকল্প, ৮টি বিভাগীয় হাসপাতালে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ক্যান্সার হাসপাতালসহ অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণক্রমে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে ।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতের সার্বিক উন্নয়ন বিবেচনায় আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য ৩৮,০৫২ কোটি টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

- ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক স্তর এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সকল শিক্ষার্থীর নিকট বিতরণের জন্য সর্বমোট ৯,৬৬,০৮,২৪৫ টি পাঠ্যপুস্তক দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিতরণ করা হয়েছে।

- মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনের লক্ষ্যে ৫০ হাজারের অধিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৫৯ হাজার ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ইন্টারনেটসহ সাউন্ড-সিস্টেম সরবরাহ করা হয়েছে। আইসিটি বিষয়ে ৮০০ জন কর্মকর্তা এবং ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির জন্য এক লাখের বেশি শিক্ষককে হাতে-কলমে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় ৩৪,৭২২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা

- শিক্ষার্থীদের তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ এবং শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রমকে ফলপ্রসু ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ৩৩,২৮৫টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং ১১,৩০৭টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। আরও প্রায় ৬৪,৯২৫ টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং ১২ হাজার ল্যাব স্থাপন করা হবে।
- আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা খাতে ৪২,৮৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা

- কারিগরি শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভর্তির ক্ষেত্রে মহিলা কোটা ১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলিত কারিকুলাম সংস্কারপূর্বক ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে সকল পর্যায়ে অন্তত একটি ভোকেশনাল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শিক্ষার সাথে পরিচিত করার কার্যক্রম চালু হয়েছে।
- মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন ৩২২টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং 'শেখ রাসেল আইসিটি ল্যাব স্থাপন' প্রকল্পের আওতায় ১,০৩৬টি মাদ্রাসায় শেখ রাসেল আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১০,৬০২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

- চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ধারনাকে সামনে রেখে কৃষি মন্ত্রণালয় যথাযথ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। উক্ত পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষিখাতকে এগিয়ে নিতে দক্ষ জনবল তৈরি করা। এর আওতায় স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।
- বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে কৃষিখাতের উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং তা বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ আগ্রাধিকার দিচ্ছে। কৃষি ক্ষেত্রে (কৃষি, খাদ্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) সার্বিক উন্নয়নের বিষয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য ৩৫,৩৭৪ কোটি টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে।

কর্মসংস্থান ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লব

- বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ১০৯টি হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আইটি ইন্ডাস্ট্রির জনবলের চাহিদার দিক বিবেচনা করে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে ৬০,৬৮০ জন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ১,০০,০০০ তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছে।

দারিদ্র দূরীকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা

- দেশের ২৯ শতাংশ নাগরিককে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে এবং সামাজিক সুরক্ষার বাজেট বরাদ্দ ২০০৮-০৯ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৮ গুণেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়ে মোট ১ ,২৬,২৭২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে, যা বাজেটের ১৬.৫৮ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৫২ শতাংশ।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

- সকলের জন্য টেকসই ও মানসম্মত বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সংস্থান নিশ্চিত করতে ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- বর্তমানে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ২২০ কিলোওয়াট-আওয়ার হতে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০৯ কিলোওয়াট-আওয়ার এ।

- পটুয়াখালি জেলার পায়রা, কক্সবাজার জেলার মহেশখালী ও মাতারবাড়ি এলাকায় নির্মিত পাওয়ার হাবসমূহে মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কয়লা ভিত্তিক রামপাল ১,৩২০ মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল প্রজেক্ট (১ম ইউনিট) ও পায়রা ১,৩২০ মেগাওয়াট থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প হতে ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছে। মাতারবাড়ি (২x৬০০ মেগাওয়াট) আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। রূপপুরে দেশের প্রথম ২,৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে।
- বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন এবং পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬০ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে অফগ্রীড এলাকা-র অধিকাংশ জনগণকে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এবং সারাদেশে ০৮টি সোলার পার্ক স্থাপন করা হয়েছে।
- বিগত ১৪ বছরে ৬,৬৪৪ সার্কিট কিলোমিটার নতুন সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ দাড়িয়েছে ১৪,৬৪৪ সার্কিট কিলোমিটার। এই সরকারের তিন মেয়াদে ৩,৬৯,০০০ নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণের মাধ্যমে মোট বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৬ ,২৯,০০০ কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে।
- ২০৪১ সালের মধ্যে পাশ্ববর্তী দেশসমূহ হতে ৯,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

জ্বালানি নিরাপত্তা

- ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে বর্তমান সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের প্রাক্কালে গ্যাসের উৎপাদন ছিল দৈনিক ১,৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট, যা বর্তমানে দৈনিক প্রায় ২,৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট। গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি এর অপচয় রোধকল্পে গ্রাহক আঙ্গিনায় প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০০৯ সালের তুলনায় জ্বালানী তেলের মজুদ ক্ষমতা ৮.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি করে ২০২১-২২ অর্থবছর নাগাদ ১৩.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন করা হয়েছে।
- দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় আমি আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩৪ হাজার ৮১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

যোগাযোগ অবকাঠামো

- ২০০৯ সালে সরকারে আসার পর থেকেই সড়কপথ, সেতু, রেলপথ, নৌপথ এবং আকাশপথে সমন্বিত বিনিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে- যাতে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিরাপদ, টেকসই পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে আমি আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৮৭ হাজার ৬২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি খাত

- ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশের এ অভিযাত্রায় সরকার অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলায় বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ফলে আইটি ফ্রিল্যান্সিং, সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার শিল্প, বিপিও, ই-কমার্স, রাইড শেয়ারিং, ফিনটেক, এডুটেক, ইন্টারনেট সার্ভিস খাতে ২০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। ২০২৫ সাল নাগাদ দেশে আইটি পেশাজীবির সংখ্যা বর্তমান ২০ লাখ থেকে ৩০ লাখে উন্নীত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমানে ‘এনহান্সিং ডিজিটাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ইকোনমি (ইডিজিই)’ প্রকল্প, ‘এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই)’সহ আইসিটি বিভাগের অন্যান্য প্রকল্প চলমান।
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে ২,৩৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন

- মধ্যমেয়াদে ২০২৩-২৪ অর্থবছর হতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পল্লী সেক্টরে ১৪,৩৬০ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ, ৬৬,৮০০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, ২৮,১৭০ কিলোমিটার পাকা সড়ক এবং ৭৭,০০০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট

রক্ষণাবেক্ষণ, ৪১৫ টি গ্রোথ সেন্টার/হাট বাজার উন্নয়ন, ৭৪টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ, ৩৪০টি সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ/পুনর্বাসনসহ বিভিন্ন উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া নগর অঞ্চলে ২,৪৪০ কিলোমিটার রাস্তা ও ফুটপাত নির্মাণ, ৩৫৪ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

- আগামী অর্থবছরে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ৪৯,৩৪২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

শিল্পায়ন ও বাণিজ্য, ই-কমার্স, পর্যটন

- দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে সরকার বদ্ধ পরিকর। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে বিভিন্ন ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিশ হাজার কোটি টাকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত সিএমএসএমই আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের তৃতীয় পর্যায়ের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ফেব্রয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ২৪,৬৩৪টি ক্ষতিগ্রস্থ শিল্প ইউনিটের মাঝে মোট ২,৮৫৯ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণ

- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় সরকার অভিযোজন (Adaptation) এবং প্রশমন (Mitigation) -উভয় ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০২৩-২০৫০ মেয়াদের জন্য National Adaptation Plan (NAP) প্রণয়ন করেছে।
- তাছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০৯ সালে প্রণীত Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) বাস্তবতার নিরিখে যুগপোযোগীকরণের লক্ষ্যে ১১টি থিমেটিক এরিয়া সুনির্দিষ্ট করে হালনাগাদ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুরক্ষার জন্য 'Mujib Climate Prosperity Plan' প্রণয়ন করা হয়েছে।

পরিকল্পিত নগরায়ন ও আবাসন

- পরিকল্পিত নগর উন্নয়ন, আবাসন ব্যবস্থার সংস্কার, বিশেষ করে সবার জন্য আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের রয়েছে নিরলস প্রচেষ্টা। রাজধানি ঢাকার কাঠামোগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে রাজউকের আওতায় ২০২২-২০৩৫ মেয়াদি ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) চূড়ান্তরূপে গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতায় "প্রিপারেশন অফ চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন মাষ্টার প্ল্যান (২০২০-২০৪১)" শীর্ষক একটি সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিদ্যমান খুলনা ড্যাপ এরিয়ার বাইরের এলাকার ২৬৯.৯২ বর্গকিলোমিটার জায়গার স্ট্রাকচার প্লান, মাস্টার প্লান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্লান প্রণয়ন অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ২০২০ হতে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত সারাদেশে ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ২,৩৭,৮৩১ টি গৃহ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে সারাদেশে পুনর্বাসন কার্যক্রমের মোট উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ১৩ লক্ষ জন।

ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও ধর্ম

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য ১১টি প্রকল্প চালু রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে খেলাধূলায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উপজেলা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ চলমান রাখা, নিবিড় প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা, ক্রীড়ার মান উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া ক্লাব সমূহে বিনামূল্যে ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান, খেলোয়াড়দের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ক্রীড়া দল প্রেরণ ও অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হচ্ছে।
- সরকার সকল ধর্মাবলম্বীদের জন্য গুরুত্বসহকারে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সুষ্ঠুভাবে হজের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ই-হজ সিস্টেম চালু করাসহ হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করা, হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। হজ ব্যবস্থাপনায় সরকারের রূপকল্প হচ্ছে ডিজিটালাইজেশন ও ডিজিটালাইজড সিস্টেমের মাধ্যমে ২০৪১ সনের মধ্যে স্মার্ট হজ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা। মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাঁহ/কবরস্থান, দুঃস্থ ব্যক্তি, মন্দির, শ্মশান, প্যাগোডা গির্জা, সেমিট্রিতে উন্নয়নে অনুদান প্রদান ও উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে। নৈতিক শিক্ষা প্রদান, ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষা সকল জেলা ও উপজেলায় ৫৬৪টি মডেল মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টসমূহের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের কল্যাণসহ সার্বিক

কল্যাণ সাধন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সুশাসন ও সংস্কার

- ২০২৩ সালের মধ্যে সরকারের ৮০ শতাংশ সেবা ডিজিটাল করার এবং ২০২৫ সালের মধ্যে ১০০ শতাংশ সরকারি সেবা ডিজিটাল করার জন্য কার্যক্রম চলমান আছে। টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নে যাতে কেউ পেছনে না পড়ে যায় তার জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে জন্মনিবন্ধনসহ সকলের জন্য পরিচয়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
- ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে ৩৯টি সংস্থার ১৫০টি বিনিয়োগ সংক্রান্ত সেবা অনলাইনে প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে বর্তমানে ১৯টি প্রতিষ্ঠানের ৫৮টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সরকারি ২৩টি সংস্থার ৬৩টি সেবা বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।
- পরিকল্পিত ও পরিবেশ বান্ধব শিল্পায়নে দেশী বিদেশী বিনিয়োগে আকর্ষণ করতে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে সরকার ইতোমধ্যে ৯৭টি অঞ্চল স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে এবং ২৯টি অঞ্চল বাস্তবায়নাধীন আছে। এ সকল অঞ্চলের ১৮৭টি প্রতিষ্ঠানকে জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যেখানে প্রায় ২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি বিনিয়োগ অঞ্চলে ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অধিক বিনিয়োগ এসেছে। অর্থনৈতিক অঞ্চল সমূহে বর্তমানে ৩৮টি প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম শুরু করেছে এবং ৭০টি প্রতিষ্ঠান নির্মানাধীন আছে। এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু হলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আনুমানিক এক কোটি লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমমূল্যের পণ্য রপ্তানি হবে।
- প্রায় ৩৩,০০০ একর জমিতে সকল শিল্প এবং নাগরিক সুবিধাসহ স্থাপিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরের কার্যক্রম যা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্ববৃহৎ পরিকল্পিত শিল্পনগর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে এ শিল্পনগরসহ বেজা'র বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলের ৫০টি প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন এবং শিল্প কারখানার বাণিজ্যিক উৎপাদনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।
- বাংলাদেশ ও জাপান সরকারের অংশীদারিত্বে (জিটুজি) স্থাপিত জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কাজের শুভ উদ্বোধন গত ০৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ঘোষণা করা হয়। এছাড়া, ৮৫৬ একর ভূমির ওপর ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য "ভারতীয় অর্থনেতিক অঞ্চল" স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ৭৮৩ একর জমিতে Chinese Economic and Industrial Zone (CEIZ) স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- দেশের রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশ ও প্রসারের চলমান ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এ খাতের জন্য পর্যাপ্ত তারল্য নিশ্চিতকল্পে সহজশর্তে ১০,০০০ কোটি টাকার একটি রপ্তানি সহায়ক প্রাক অর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়।
- মূল্যস্ফীতির হার সহনীয় পর্যায়ে রাখার পাশাপাশি টাকা-ডলারের বিনিময় হার ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ যথাসম্ভব স্থিতিশীল এবং বৈদেশিক বাজারে টাকার বিনিময় হারের প্রতিযোগীতা সক্ষমতা বজায় রাখতে বিলাস দ্রব্য আমদানি নিরুৎসাহিত করতে আমদানি পর্যায়ে শুল্ক-কর বৃদ্ধি করা হয়। বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমন সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বৈদেশিক মুদ্রা ধারণের সীমা অর্ধেক-এ হ্রাস করা হয়। রপ্তানিকারকদের প্রত্যাবাসন কোটা (ইআরকিউ)-তে ধারণকৃত বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা ৫০ ভাগ নগদায়নসহ এ হিসাবে জমাকৃত মুদ্রার সীমা অর্ধেক হ্রাস করা হয়। ব্যাংকের অফসোর ইউনিটের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং ইউনিটে স্থানান্তর করতে বলা হয়। বিলাসবহুল পণ্য যেমন দামী গাড়ী, ইলেকট্রনিক্স হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস, অলঙ্কার ইত্যাদি পণ্যসমূহের আমদানিতে ঋণপত্র খোলার সময় আমদানিকারকদের কাছ থেকে ১০০ শতাংশ নগদ মার্জিন এবং শিশু খাদ্য, অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যসামগ্রী, ওষুধ এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ব্যতীত অন্যান্য পণ্য আমদানির জন্য ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৭৫ শতাংশ মার্জিন রাখার জন্য ব্যাংকগুলোকে বলা হয়। ৫০ লাখ ডলারের বেশি মূল্যের বেসরকারি যে কোন ধরণের আমদানি ঋণপত্র খোলার ২৪ ঘন্টা আগে বাংলাদেশ ব্যাংককে জানানোর এবং ডলারের বিনিময় হার ঠিক রাখতে ব্যাংকসহ এক্সচেঞ্জ কোম্পানিসমূহকে কঠোর নজরদারিতে রাখা হয়।
- দেশের আর্থিক লেনদেন সহজ ও সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে ১৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে ইন্টার অপারেবল ডিজিটাল

ট্রানজ্যাকশন প্ল্যাটফরম 'বিনিময়' কার্যক্রম শুরু করেছে। প্রচলিত ইলেক্ট্রনিক পেমেন্টে ব্যয়বহুল POS মেশিনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সর্বজনীন Bangla QR প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। Bangla QR এর প্রচলনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ব্যবসায়ীসহ সকল ব্যবসায়ীকে ডিজিটাল পেমেন্টের আওতায় আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গঠনের লক্ষ্যে ১৮ জানুয়ারি ২০২৩ হতে 'ক্যাশলেস বাংলাদেশ' প্রচারণা শুরু করছে।

- দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় Systemic Risk মোকাবেলা এবং সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সূচকের (গুণগত ও পরিমাণগত) গতিধারা সন্নিবেশিত করে অক্টোবর ২০২২ থেকে Bangladesh Systemic Risk Dashboard (BSRD) প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ডিজিটাল ব্যাংক স্থাপনের বিষয়টি পরিক্ষণপূর্বক ডিজিটাল ব্যাংক স্থাপন সংক্রান্ত একটি রূপরেখা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশসহ সার্কভুক্ত দেশগুলোর উদ্যোগে Central Bank Digital Currency (CBDC) চালু করার বিষয়ে একটি ফিজিবিলিটি স্টাডি পরিচালনা করা হচ্ছে।
- সরকার একটি কেন্দ্রীয় সমন্বিত আর্থিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে সরকারের সকল আর্থিক কার্যক্রম যেমন- বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও হিসাবরক্ষণ কার্যক্রম, অনলাইনে বিল জমা, চেক বা ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (ইএফটি), স্বয়ংক্রিয় ব্যাংক হিসাবের সঙ্গতিসাধন ইত্যাদি ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পাদন করে সরকারি আর্থিক সেবা প্রদানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ইতোমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতায় Integrated Budget and Accounting System (iBAS++) দেশীয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তৈরী করা হয়েছে এবং এই ডিজিটাল প্লাটফর্মের উত্তরোত্তর বিভিন্ন ফিচার যুক্ত করা সহ এর পরিধি সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।
- বর্তমানে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তরের পাশাপাশি বিভাগ ও জেলাসহ ২,৪৪৩ টি মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় অনলাইনে বাজেট প্রণয়ন করছে। আগামী অর্থবছরে মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় কর্তৃক বাজেট প্রাক্কলন তৈরি ও অনলাইনে দাখিলের আওতা আরো বৃদ্ধি করা হবে।
- সকল সরকারি অবসরভোগী (প্রায় ৮.২ লক্ষ) বর্তমানে প্রতিমাসে ইএফটি পদ্ধতিতে মাসের শুরুতেই নিজ নিজ ব্যাংক একাউন্টে মাসিক পেনশন পেয়ে থাকেন যা পেনশনারদের দুর্ভোগ লাঘব করেছে।
- বেতন-ভাতা বিলের পাশাপাশি অন্যান্য বিল যেমন সরবরাহকারীর বিল, আনুষঙ্গিক বিল অনলাইনে দাখিল ও ইএফটি পদ্ধতিতে পরিশোধের পাইলট কার্যক্রম চলমান আছে। আশা করা যায় আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সকল কার্যালয়ে এর বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।
- iBAS++ এর সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোর ব্যাংকিং সিস্টেম, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ডাটাবেজ, জাতীয় পরিচয়পত্র ডাটাবেজ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন (টিআইএন) ডাটাবেজ, পরিকল্পনা কমিশনের এডিপি/আরএডিপি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (AMS), সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) এর e-GP সিস্টেমের সাথে API (Application Programming Interface) স্থাপন করা হয়েছে। খুচরা বিক্রেতা এবং পাইকারদের নিকট থেকে ভ্যাট সংগ্রহের কাজ ইলেকট্রনিক ফিসকাল ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (EFDMS) এর মাধ্যমে করা হবে।
- সরকারের নগদ ব্যবস্থাপনাকে উন্নততর করার জন্য ট্রেজারি সিংগেল অ্যাকাউন্ট সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত ৮৭টি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও ১০৯টি প্রকল্পের অনুকুলে প্রদত্ত সরকারি সহায়তা (Grants) সংযুক্ত তহবিল হতে প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে সংশ্লিষ্ট Personal Ledger অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর ও ইএফটি পদ্ধতিতে বিল পরিশোধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- সরকারি সকল ব্যয় একটি মাত্র হিসাবের আওতাভূক্তির ফলে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হতে Ways and Means এর মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ ও এই ঋণের বিপরীতে প্রদেয় সুদের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে এবং নগদ ব্যবস্থাপনা (Cash Management) অধিকতর সুসংহত হবে। আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ট্রেজারী সিঙ্গেল অ্যাকাউন্টের বাইরের অপ্রয়োজনীয় ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা হ্রাস করা হবে।
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর উপকারভোগীদের অর্থ যথাসময়ে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের জন্য G2P (Government to Person) পদ্ধতিতে তাদের ব্যাংক হিসাবে অথবা মোবাইল ব্যাংক হিসাবে অর্থ প্রেরণ করা হচ্ছে।
- সরকারি কোষাগারে তাৎক্ষণিকভাবে সরকারি রাজস্ব/ফির অর্থ জমা এবং চালানের জাল-জালিয়াতি রোধকল্পে 'অটোমেটেড চালান (এ-চালান)' পদ্ধতি প্রর্বতন করা হয়েছে।

- চলতি অর্থবছরে ১লা বৈশাখ হতে সকল ভূমি উন্নয়ন কর ও নামজারী ফি অটোমেটেড চালান সিস্টেমের মাধ্যমে জমা নেওয়া হচ্ছে- এতে নাগরিক হয়রানি হ্রাসসহ সরকারি রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া BRTA (Bangladesh Road Transport Authority) কর্তৃক আদায়কৃত সরাসরি সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়ার জন্য BRTA সিস্টেমের সাথে এ-চালান সিস্টেমের ইন্টিগ্রেশন স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।
- ২০৪১ সালের 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের লক্ষ্যে সুশাসন নিশ্চিতকরণ এবং দ্রুত জনসেবা প্রদানের জন্য ২০০৯ সাল হতে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত রাজস্ব খাতে বিভিন্ন গ্রেডের ৭,৫০,৪৪১টি পদ সৃজন করা হয়েছে এবং জনপ্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ শূন্যপদে ২০১০ সাল হতে মার্চ/২০২৩ পর্যন্ত বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে ৪০,৪৭১ জন ক্যাডার কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- বর্তমানে সরকারি দপ্তরসমূহে ২,৪২৫টি নাগরিক সেবার মধ্যে ১,৮৫১ টি সেবা ইতোমধ্যে ডিজিটাল করা হয়েছে। ২০২৩ সালের মধ্যে ৮০ শতাংশ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে শতভাগ সেবা ডিজিটাল করা হবে।
- জনপ্রশাসনের কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছতার সাথে দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য ই-নথি পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ই-নথি ব্যবহারকারী অফিসের সংখ্যা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসসহ) ১১,৩০৮টি।
- দেশের বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে একটি টেকসই ও সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর আওতায় আনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক "সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩" পাশ করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে ২০২৩-২৪ অর্থবছর থেকেই বাংলাদেশে সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করা সম্ভব হবে। সর্বজনীন পেনশন স্কিমে ১৮ থেকে ৫০ বৎসর বয়সী একজন সুবিধাভোগী ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত এবং ৫০ বৎসরের উর্ধ্ব বয়স্ক একজন সুবিধাভোগী ন্যূনতম ১০ বছর চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে আজীবন পেনশন সুবিধা ভোগ করবেন। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী কর্মীগণও এই স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। পেনশনে থাকাকালীন ৭৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে পেনশনারের নমিনি ৭৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ার অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত পেনশন প্রাপ্য হবেন। চাঁদাদাতা কমপক্ষে ১০ বৎসর চাঁদা প্রদান করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করলে জমাকৃত অর্থ মুনাফাসহ নমিনিকে ফেরত দেয়া হবে। চাঁদাদাতার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জমাকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ ঋণ হিসাবে উত্তোলন করা যাবে। পেনশনের জন্য নির্ধারিত চাঁদা বিনিয়োগ হিসাবে গণ্য করে কর রেয়াত পাওয়ার যোগ্য হবেন এবং মাসিক পেনশন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ আয়কর মুক্ত থাকবে। সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে নিম্ন আয়সীমার নিচের নাগরিকগণের অথবা অস্বচ্ছল চাঁদাদাতার ক্ষেত্রে পেনশন তহবিলে মাসিক চাঁদার একটি অংশ সরকার অনুদান হিসাবে প্রদান করবে।

অধ্যায়-৭
দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি

সরকার দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ, বৈষম্য হ্রাস এবং সামাজিক নিরাপত্তাবলয় সুসংহত করে জনসাধারণের জীবনমানের উন্নয়নে দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ। স্বাধীনতার পর যে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি শুরু হয়েছিল, সেটি এখন বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে জীবনচক্র নির্ভর ব্যাপক কর্মসূচিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সরকার দারিদ্র্য ও বৈষম্য কমাতে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ২০১৫ প্রণয়ন করেছে এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০২১ বাস্তবায়ন করেছে। কর্মপরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপ (২০২১-২০২৬) বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে। দারিদ্র্য নিরসনে সরকারের গৃহীত নীতি ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে লক্ষ্যভিত্তিক সম্পদ সঞ্চালনের ফলে কোভিড অতিমারির পর ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বৈশ্বিক মন্দার মধ্যেও বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার কমেছে। 'খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২' এর প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ১৮.৭ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যের হার ৫.৬ শতাংশ। উল্লেখ্য যে, ২০১৬ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ অনুযায়ী দারিদ্র্য এবং অতি দারিদ্র্যের হার ছিল যথাক্রমে ২৪.৩ শতাংশ এবং ১২.৯ শতাংশ। দারিদ্র্য বিমোচনের এ গতি অব্যাহত রেখে ২০২৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫.৬ শতাংশে নামিয়ে আনতে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন জোরদার করার লক্ষ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে যার স্লোগান হচ্ছে, 'সকলের সাথে সমৃদ্ধির পথে'।

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমাতে প্রতিবছর সামাজিক সুরক্ষার আওতা ও বাজেট বরাদ্দ উভয়ই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দ ২০০৯-১০ অর্থবছরের ১৩,৮৪৫ কোটি টাকা থেকে প্রায় নয় গুণ বৃদ্ধি করে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে ১,২৬,২৭২.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এ বরাদ্দ মোট বাজেটের ১৬.৫৮ শতাংশ এবং জিডিপি'র ২.৫২ শতাংশ। উল্লেখ্য যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১,১৭,৬৩৪.০০ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের মতো ২০২৩-২৪ অর্থবছরেও সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে মোট ১১৫টি কর্মসূচি রয়েছে। সরকারের মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং বর্তমান আর্থসামাজিক বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম, কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপকারভোগীর সংখ্যা ও ভাতার হার পরিবর্তন করা হয়েছে। এছাড়াও সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমকে লক্ষ্যভিত্তিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার জন্য একে জি-টু-পি (Government to Person) পদ্ধতির আওতায় নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২৫টি ক্যাশভিত্তিক কর্মসূচির মধ্যে ২২টি কর্মসূচির অর্থ এ পদ্ধতিতে সরাসরি উপকারভোগীর ব্যাংক হিসাব/মোবাইল ব্যাংক হিসাবে পাঠানো হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অবশিষ্ট ক্যাশভিত্তিক কর্মসূচিসমূহকে জি-টু-পি পদ্ধতির আওতায় আনা হবে। বর্তমানে ৮০ শতাংশের অধিক ক্যাশভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতা জি-টু-পি পদ্ধতিতে প্রদান করা হচ্ছে। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ কিছু কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম

বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছর থেকে সরকার বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম চালু করে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩,৪৪৪.৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়, যা বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪,২০৫.৯৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতা সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৫৭.০১ লক্ষ হতে ৫৮.০১ লক্ষ জনে এবং মাসিক ভাতার হার ৫০০ টাকা হতে ৬০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে ২৬২টি উপজেলায় শতভাগ ভাতা প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। বয়স্ক

ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমাণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সারণি ১: বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমাণ

অর্থবছর	ভাতার হার (টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ/ জনে)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
১৯৯৮-৯৯	১০০/-	৪.০৪	৪৮.৫০
২০০১-০২	১০০/-	৪.১৭	৫০.০০
২০০৬-০৭	২০০/-	১৬.০০	৩৮৪.০০
২০০৯-১০	৩০০/-	২২.৫০	৮১০.০০
২০১৮-১৯	৫০০/-	৪০.০০	২৪০০.০০
২০১৯-২০	৫০০/-	৪৪.০০	২৬৪০.০০
২০২০-২১	৫০০/-	৪৯.০০	২৯৪০.০০
২০২১-২২	৫০০/-	৫৭.০১	৩৪৪৪.৫৪
২০২২-২৩	৫০০/-	৫৭.০১	৩৪৪৪.৫৪
২০২৩-২৪	৬০০/-	৫৮.০১	৪২০৫.৯৬

বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কার্যক্রম

২০২১-২২ অর্থবছর থেকে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম অতি উচ্চ ও উচ্চ দারিদ্রভুক্ত গ্রুপের আরও ১৫০টি উপজেলায় সম্প্রসারণ করে বর্তমানে ২৬২টি উপজেলায় ভাতা প্রদান কর্যক্রম চলছে। বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের জন্য ভাতা কার্যক্রমের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১,৪৯৫.৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়, যা বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১,৭১১.৪০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ভাতা সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২৪.৭৫ লক্ষ হতে ২৫.৭৫ লক্ষ জনে এবং মাসিক ভাতার হার ৫০০ টাকা হতে ৫৫০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের জন্য ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমাণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সারণি ২: বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমাণ

অর্থবছর	ভাতার হার (টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ/ জনে)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
১৯৯৯-০০	১০০/-	২.০৮	২৫.০০
২০০২-০৩	১২৫/-	২.৬৭	৪০.০০
২০০৬-০৭	২০০/-	৬.৫০	১৫৬.০০
২০০৯-১০	৩০০/-	৯.২০	৩৩১.২০
২০১৪-১৫	৪০০/-	১০.১২	৪৮৫.৭৬
২০১৮-১৯	৫০০/-	১৪.০০	৮৪০.০০
২০১৯-২০	৫০০/-	১৭.০০	১০২০.০০
২০২০-২১	৫০০/-	২০.৫০	১২৩০.০০
২০২১-২২	৫০০/-	২৪.৭৫	১৪৯৫.৪০
২০২২-২৩	৫০০/-	২৪.৭৫	১৪৯৫.৪০
২০২৩-২৪	৫৫০/-	২৫.৭৫	১৭১১.৪০

মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি

২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে 'দরিদ্র্য মাদের মাতৃত্বকালীন ভাতা' ও 'কর্মজীবী ও ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কার্যক্রম'কে একত্র করে 'মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি' নামে কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। 'দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা' ও 'কর্মজীবী ও ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কার্যক্রম' এর মাধ্যমে যেসব সহায়তা দেয়া হতো তা 'মা ও শিশু সহায়তা' কর্মসূচির মাধ্যমে বর্তমানে একত্রে দেয়া হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১,২৪২.৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়, যা বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১,২৯৪.৪২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ভাতা সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১২.৫৪ লক্ষ হতে ১৩.০৪ লক্ষ জনে উন্নীত করা হয়েছে। মাসিক ভাতার হার ৮০০ টাকা অপরিবর্তিত আছে।

প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম

বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি প্রদত্ত সাংবিধানিক ও আইনগত প্রতিশ্রুতি পূরণ, অসচ্ছল, দুঃস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২,৪২৯.১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়, যা বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২৯৭৮.৭১ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ভাতা সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২৩.৬৫ লক্ষ হতে ২৯ লক্ষ জনে উন্নীত করা হয়েছে। মাসিক ভাতার হার ৮৫০ টাকা অপরিবর্তিত আছে। অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং মোট বরাদ্দ ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। অস্বচছল প্রতিবন্ধিদের ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সারণি ৬: প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দ

অর্থবছর	ভাতার হার (টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ জনে)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
২০০৫-০৬	২০০/-	১.০৪	২৫.০০
২০০৬-০৭	২০০/-	১.৬৭	৪০.০০
২০০৭-০৮	২২০/-	২.০০	৫২.৮০
২০০৮-০৯	২৫০/-	২.০০	৬০.০০
২০০৯-১০	৩০০/-	২.৬০	৯৩.৬০
২০১০-১১	৩০০/-	২.৮৬	১০২.৯৬
২০১১-১২	৩০০/-	২.৮৬	১০২.৯৬
২০১২-১৩	৩০০/-	২.৮৬	১০২.৯৬
২০১৩-১৪	৩০০/-	৩.১৫	১৩২.১৩
২০১৪-১৫	৫০০/-	৪.০০	২৪০.০০
২০১৫-১৬	৫০০/-	৬.০০	৩৬০.০০
২০১৬-১৭	৬০০/-	৭.৫০	৫৪০.০০
২০১৭-১৮	৭০০/-	৮.২৫	৬৯৩.০০
২০১৮-১৯	৭০০/-	১০.০০	৮৪০.০০
২০১৯-২০	৭৫০/-	১৮.০০	১৪২৮.৭৫
২০২০-২১	৭৫০/-	১৮.০০	১৬২০.০০
২০২১-২২	৭৫০/-	২০.০৮	১৮২০.০০
২০২২-২৩	৮৫০/-	২৩.৬৫	২৪২৯.১৮
২০২৩-২৪	৮৫০/-	২৯.০০	২৯৭৮.৭১

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দরিদ্র, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত প্রতিবন্ধী শিশুকিশোরদের শিক্ষা লাভের সহায়তা হিসেবে সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে 'প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য

শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি' চালু করে। শুরুতে এ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ১২,২০৯ জন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ কার্যক্রমের আওতায় ৯৫.৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়, যা বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১১২.৭৪ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ জন অপরিবর্তিত রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে যথাক্রমে মাসিক ৭৫০ টাকা, ৮০০ টাকা, ৯০০ টাকা ও ১,৩০০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীদের মাসিক শিক্ষা উপবৃত্তির হার বাড়িয়ে প্রাথমিক স্তরে ৯০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৯৫০ টাকা এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৯৫০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন মঞ্জুরী

সরকারি এতিমখানার পাশাপাশি বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত এতিমখানায় বসবাসরত এতিম শিশুদের কল্যাণে সরকার সহায়তা করে আসছে। ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট হিসেবে এ অনুদান প্রদান করা হয়। সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধনকৃত বেসরকারি এতিমখানায় ন্যূনতম ১০ জন এতিম অবস্থানকৃত প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ এতিমের লালন পালনের জন্য ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১.১১ লক্ষ এতিমখানা নিবাসীকে ২৮০.০০ কোটি টাকা অনুদান (ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট) প্রদান করা হয় যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরেও অপরিবর্তিত রয়েছে।

হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য ভাতা

'হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য ভাতা' শীর্ষক কর্মসূচিটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। কতিপয় অপরিহার্য পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায়, হিজড়া এবং দেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূলস্রোতধারায় নিয়ে আসতে এ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এই খাতে বরাদ্দ ছিল ৩২.০৬ কোটি টাকা এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা ছিল ০.৫৩ লক্ষ জন। বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ খাতে ভাতাভোগীর সংখ্যা ০.৬৫ লক্ষ জনে এবং বরাদ্দ ৩৯.৯৪ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে উপবৃত্তি

'হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে উপবৃত্তি' শীর্ষক কর্মসূচিটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এই খাতে বরাদ্দ ছিল ২৬.৫১ কোটি টাকা এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা ছিল ০.২৭ লক্ষ জন। বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ খাতে ভাতাভোগীর সংখ্যা ০.৩১ লক্ষ জনে এবং বরাদ্দ ৩০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে জনপ্রতি প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ১,০০০ টাকা এবং উচ্চতর স্তরে ১,২০০ টাকা করে মাসিক উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

দেশের চা বাগানসমূহে কর্মরত শ্রমিকরা বছরে প্রায় ৩-৪ মাস বেকার থাকে। এ সময় তাদের কোন কাজ না থাকায় তারা অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থায় দিনযাপন করে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা হিসেবে ২০১২-১৩ অর্থবছরে সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ এ কর্মসূচিটি চালু করে। বর্তমানে এ কর্মসূচির আওতায় বছরে একবার এককালীন ৫ হাজার টাকা হিসেবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। পূর্বে এই কর্মসুচির আওতায় ৫ হাজার টাকার খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হত। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে এ খাতে ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়, যা বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বৃদ্ধি করে ৩০.২১ কোটি টাকা করা হয়েছে। ভাতাভোগীর সংখ্যা ৬০ হাজার জন অপরিবর্তিত রয়েছে।

ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হার্ট ও থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি

প্রতিবছর দেশে প্রায় ৩ লক্ষ লোক এ সমস্ত রোগে মৃত্যুবরণ করে এবং ৩ লক্ষাধিক লোক ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হার্ট ও থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। অর্থের অভাবে এসব রোগে আক্রান্ত রোগীরা যেমনি ধুঁকে ধুঁকে মারা যায়, তেমনি তার পরিবার চিকিৎসার ব্যয় বহন করে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এসব রোগে আক্রান্ত গরীব রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান, আক্রান্ত রোগীর পরিবারের ব্যয়ভার বহনে সহায়তা করা এবং সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সহায়তা করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে এ কর্মসূচির আওতায়

এ সকল রোগে আক্রান্ত অসহায়, গরীব রোগীদেরকে এককালীন ৫০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এই খাতে বরাদ্দ ছিল ২০০.০০ কোটি টাকা এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা ছিল ০.৪০ লক্ষ জন। বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা অপরিবর্তিত রয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা

জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা মাসিক ১২ হাজার টাকা থেকে ২০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের সকল জেলায় সব মুক্তিযোদ্ধাদের G2P পদ্ধতিতে সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, ১০,০০০ টাকা হারে বছরে দুটি উৎসব ভাতাও দেয়া হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা ও উৎসব ভাতার পাশাপাশি ২,০০০ টাকা করে বাংলা নববর্ষ ভাতা দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও, সকল জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের জনপ্রতি ৫,০০০ টাকা করে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা বাবদ ৪,৬৫৩.৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ বরাদ্দ বেড়ে হয়েছে ৪,৬৮০.০০ কোটি টাকা। এ কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমাণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সারণি ৫: মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমাণ

অর্থবছর	ভাতার হার (টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ/ জনে)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
২০০১-০২	৩০০/-	০.৪২	১৫.০০
২০০৬-০৭	৫০০/-	১.০০	৬০.০০
২০০৮-০৯	৯০০/-	১.০০	১০৮.০০
২০০৯-১০	১৫০০/-	১.২৫	২২৫.০০
২০১০-১১	২০০০/-	১.৫০	৩৬০.০০
২০১৩-১৪	৩০০০/-	২.০০	৭২০.০০
২০১৪-১৫	৫০০০/-	২.০০	১২০০.০০
২০১৮-১৯	১০০০০ /-	২.০০	৩৩০৫.০০
২০১৯-২০	১২০০০/-	২.০০	৩৩৮৫.০৫
২০২০-২১	১২০০০/-	২.০০	২৮৮০.০০
২০২১-২২	২০০০০/-	২.০০	৪৬০৩.৩৫
২০২২-২৩	২০০০০/-	২.০০	৪৬৫৩.৩৫
২০২৩-২৪	২০০০০/-	২.০০	৪৬৮০.০০

যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ও অন্যান্য ভাতা

মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের পরিবারবর্গ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণেও বর্তমান সরকার কাজ করছে। শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতার জন্যে পৃথক কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ০.১২ লক্ষ উপকারভোগীর জন্য ৪৫১.৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ০.১৩ লক্ষ উপকারভোগীর জন্য বরাদ্দ বাড়িয়ে ৪৮০.০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা রাখছে।

খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম

ওএমএস কর্মসূচিঃ নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস) কর্মসূচি চালু করে। এ কর্মসূচির আওতায় বিশেষ ভর্তুকির মাধ্যমে বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে খাদ্য সামগ্রী (চাল ও আটা) বিক্রয় করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয় ২,৩৩৮.৩৪ কোটি টাকা এবং বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ বরাদ্দ হয়েছে ২,১১০.০৪ কোটি টাকা।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) ও কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচিঃ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়াধীন কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) ও কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে যথাক্রমে ৯৮৯.৭৩ কোটি ও ১,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কাবিখা'তে এ বরাদ্দ বাড়িয়ে ৯৯১.৯৭ কোটি টাকা করা হয়েছে এবং কাবিটা'তে এ বরাদ্দ ১,৫০০ কোটি টাকা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিঃ ২০১৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্র্যান্ডিং 'খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি' চালু করা হয়। এ কর্মসূচিতে ইউনিয়ন পর্যায়ে বসবাসরত ৫০ লাখ হত দরিদ্র পরিবারকে (বিধবা, বয়স্কা, পরিবার প্রধান নারী, নিম্ন আয়ের দুঃস্থ পরিবার প্রধানকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে) তালিকাভুক্ত করা হয়। প্রতি বছর কর্মাভাবকালীন ৫ মাস ১০ টাকা কেজি দরে এ কর্মসূচির তালিকাভুক্ত পরিবারে প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল বিতরণ করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ২,৪৪৮.৫৭ কোটি টাকা আর উপকারভোগী ছিল ৬২.৫০ লক্ষ জন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ খাতে ৬২.৫০ লক্ষ উপকারভোগীর জন্য ২,৮৯৮.৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

ভিজিএফঃ সাধারণত দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দরিদ্র মানুষের জীবিকা পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে এই সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রতি পরিবারকে মাসিক ২০-৪০ কেজি করে ২ থেকে ৫ মাস পর্যন্ত এ সহায়তা দেয়া হয়। এছাড়া, মা ইলিশ ও জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলেরাও ভিজিএফ সহায়তা পেয়ে থাকেন। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে দরিদ্র জনগণও ভিজিএফ সহায়তা পান। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ১,৫৪২.১৯ কোটি টাকা এবং বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ বরাদ্দ হয়েছে ১০৮৯.৭৯ কোটি টাকা।

ভিডব্লিউবি ভিজিডি কার্যক্রমকে ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে 'ভিডব্লিউবি' (ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট) নামকরণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ১০.৪০ লক্ষ উপকারভোগীকে জনপ্রতি মাসিক ৩০ কেজি চাল বিতরণ করা হবে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ১,৯৪০.৬০ কোটি টাকা এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ বরাদ্দ হয়েছে ২,০২৯.১০ কোটি টাকা।

টিআরঃ দুর্যোগকালে দরিদ্র মানুষকে জরুরি নগদ অর্থ হিসেবে টিআর সহায়তা প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দ ছিল ১,৪৫০.০০ কোটি টাকা। বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ বরাদ্দ অপরিবর্তিত আছে। এই কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৩.৬৯ লক্ষ জন।

জিআরঃ দুর্যোগকালে দরিদ্র মানুষকে জরুরি খাদ্য হিসেবে জিআর সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিআর হিসেবে ৬২১.৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয় এবং বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৬৪৮.৬৮ কোটি টাকা।

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচিঃ পল্লী অঞ্চলে অতি দরিদ্র ও কর্মক্ষম বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে সারাদেশে এ কার্যক্রম আরম্ভ হয়। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো (ক) বাংলাদেশের অতি দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি; (খ) সার্বিকভাবে জনগোষ্ঠী ও দেশের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করা; এবং (গ) গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র পরিসরে অবকাঠামো ও যোগাযোগ উন্নয়ন, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের জন্য ২,১০৭.৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ১,৭৮০.০০ কোটি টাকা ও উপকারভোগীর সংখ্যা ৫.১৮ লক্ষ জন।

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বিভিন্ন খাত এবং ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের খাতভিত্তিক বরাদ্দ নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো:

সারণি ৬: সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বিভিন্ন খাত এবং ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের খাতভিত্তিক বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

কার্যক্রম	২০২২-২৩ (সংশোধিত)	২০২৩-২৪ (মূল বাজেট)
নগদ প্রদান (বিভিন্ন ভাতা)	৩৫৭৫৯.২৫	৪৩৩৮৯.৪৫
খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম	১৭১৮২.১৮	১৬৮১৪.৩৬
উপবৃত্তি কার্যক্রম	৪৪১৫.৪২	৪৫৬৪.৩৯
নগদ/উপকরণ হস্তান্তর (বিশেষ কার্যক্রম)	৪৪১০৬.৩৬	৩৯৭২৫.৭০
ঋণ সহায়তা কার্যক্রম	৮০.০০	৭৫.০০
বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়তা	৬৯০.৩২	৭০৯.৮৬
বিবিধ তহবিল ও কার্যক্রম	৩৪৯৪.০৬	১০৪৭০.০১
চলমান উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি	১১৯০৬.৫৫	১০৫২৩.৩৮
মোট	**১১৭৬৩৪.০০**	**১২৬২৭২.০০**

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ।

লেখচিত্র ১: সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বিভিন্ন খাত এবং ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের খাতভিত্তিক বরাদ্দ

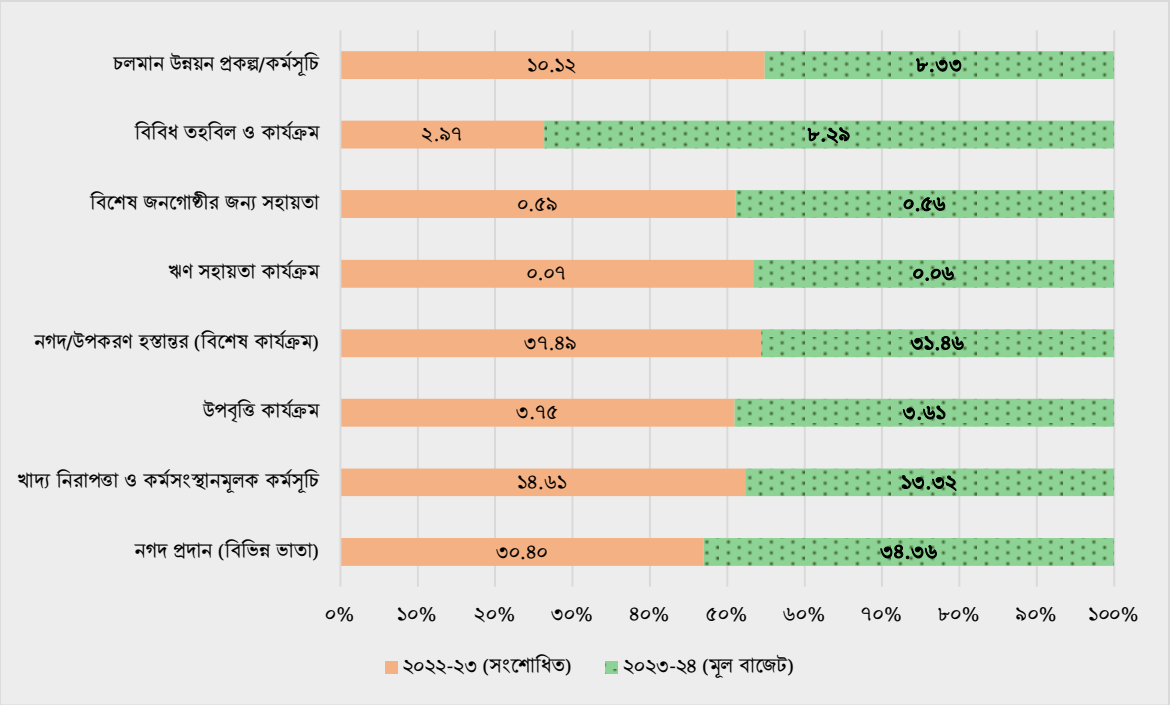

প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম

বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম

মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি

চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

খাদ্য সাহায্য কর্মসূচি

অধ্যায়-৮
অর্থ বিভাগের প্রকল্পসমূহ

২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) অর্থ বিভাগের মোট ৩টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ প্রকল্পসমূহের অনুকূলে আরএডিপিতে মোট ৬৫,১২৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। তন্মধ্যে জিওবি ১৩,২৬২.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৫১,৮৬৭.০০ লক্ষ টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ব্যয়ের পরিমাণ ৫৩,৩৮০.৭১ লক্ষ টাকা (জিওবি ৮,৩৯১.৬১ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৪,৯৮৯.১০ লক্ষ টাকা) যা মোট বরাদ্দের ৮১.৯৬ শতাংশ। নিম্নে প্রকল্পগুলোর মূল উদ্দেশ্য, ২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্থ বরাদ্দ, ব্যয় ও অর্জনসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকল্পওয়ারি দেখানো হলোঃ

১) ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি (আইপিএফএফ II) প্রকল্প

দেশে অবকাঠামো খাতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের অব্যাহত চাহিদা পূরণ, বেসরকারি খাতের নেতৃত্বে অবকাঠামো উন্নয়ন উৎসাহিতকরণ এবং প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য অংশীজনের (যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক, পিপিপি কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রভৃতি) সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক এর যৌথ অর্থায়নে ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এ্যান্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি II (আইপিএফএফII) প্রকল্পটি অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-এর পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক এর আইপিএফএফ II প্রজেক্ট সেল জুলাই ২০১৭-এপ্রিল ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়ন করছে। আইপিএফএফ II একটি অনলেন্ডিং ভিত্তিক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। আইপিএফএফ II প্রকল্পে বিশ্ব ব্যাংকের ৩৫৬.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারও ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমান অর্থ প্রদান করেছে। আইপিএফএফ II এর অনলেন্ডিং কম্পোনেন্ট হতে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (পিএফআই) মাধ্যমে সরকার অনুমোদিত অবকাঠামো প্রকল্পে ঋণ প্রদান করা হয়। কারিগরী সহায়তা কম্পোনেন্ট হতে সরকার কর্তৃক গৃহীত পিপিপি কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী পিএফআই ও অন্যান্য অংশীজন যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক, পিপিপি অথরিটি এবং সংশ্লিষ্ট এজেন্সীসমূহের সামর্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়।

আইপিএফএফ II প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- বেসরকারি খাতের নেতৃত্বে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা;
- প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকার অনুমোদিত বেসরকারি খাতে গৃহীত অবকাঠামো প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা; এবং
- সরকার গৃহীত পিপিপি কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিবেশ তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট এজেন্সিসমূহের সামর্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

মোট প্রকল্প ব্যয় (সংশোধিত): ১০২.৩১ কোটি টাকা ।

প্রকল্পের সংশোধিত মেয়াদঃ জুলাই ২০১৭- এপ্রিল ২০২৪ ।

আইপিএফএফ II প্রকল্পের কম্পোনেন্ট

ক) কারিগরী সহায়তা কম্পোনেন্ট

খ) অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্ট

আইপিএফএফ II এর আওতাভুক্ত খাত

অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্ট খাতসমূহ হচ্ছে:

- বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সেবা;
- বন্দর (স্থল, জল ও বিমান) নির্মাণ ও উন্নয়ন;
- শিল্প এস্টেট ও পার্ক উন্নয়ন;
- স্বাস্থ্য ও শিক্ষা;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি;
- শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;
- সড়ক-মহাসড়ক, ফ্লাইওভার ও বিভিন্ন এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ;
- পানি সরবরাহ ও স্যুয়ারেজ ব্যবস্থাপনা; এবং
- বিমান বন্দর, টার্মিনালসহ অন্যান্য সুবিধাদি নির্মাণ।

টিএ কম্পোনেন্ট খাতসমূহ হচ্ছে

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন পিপিপি কর্তৃপক্ষ;
- সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ ইনফ্রাস্টাকচার ফিন্যান্স ফান্ড লিমিটেড'; এবং
- বাংলাদেশ ব্যাংক এর আইপিএফএফ-II প্রজেক্ট সেল।

২০২২-২৩ অর্থবছরে আইপিএফএফ II প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের %)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
৫৭৫.০০	১০৮.০০	৪৬৭.০০	২০৮.৫২	৬২.৭৪	১৪৫.৭৮	৩৬.২৬%

আইপিএফএফ II প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

- অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্ট এর আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫৯৫.৩৮ কোটি টাকা ৩টি সাব-প্রজেক্ট অর্থায়নের বিপরীতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হয়েছে। অর্থায়নকৃত সাব-প্রজেক্টসমূহ হলো পোর্ট ডেভেলপমেন্ট সেক্টরের আওতায় চট্টগ্রামে নির্মাণাধীন Karnafuly Dry dock Limited (KDDL), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেক্টরে Network expansion and up-gradation এর জন্য Fiber Home Limited এবং ইকোনোমিক জোন সেক্টরে গাজীপুরে নির্মাণাধীন Bay Economic Zone Limited (BEZL)। প্রকল্পের শুরু হতে অদ্যাবধি ৯টি সাব-প্রজেক্ট অর্থায়নের বিপরীতে সর্বমোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমান ১,৯৫৬.৮৪ কোটি টাকা। বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ৫টি সাব-প্রজেক্টের রিপেমেন্ট আরম্ভ হয়েছে এবং জুন, ২০২৩ পর্যন্ত রিপেমেন্ট বাবদ প্রাপ্ত মোট ৭১.৬৬ কোটি টাকা যথাযথভাবে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।
- অপরদিকে, প্রকল্পের কারিগরি সহায়তা (টিএ) কম্পোনেন্ট এর আওতায় প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী পিএফআইসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের সক্ষমতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধিসহ প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) তথা আইপিএফএফ II প্রজেক্ট সেল এর পরিচালন ব্যয় এবং পিপিপি কর্তৃপক্ষ ও বিআইএফএফএল এর পরামর্শক সেবা সংগ্রহ ব্যয় নির্বাহ করা হয়। আইপিএফএফ II প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে দুইটি স্থানীয় ওয়ার্কসপ ও দুইটি স্থানীয় প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয় যাতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, প্রতিষ্ঠান, এজেন্সী, পিএফআইসমূহের সর্বমোট ১১০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

- ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত আইপিএফএফ প্রকল্পের অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্ট হতে প্রকল্প মেয়াদে (২০০৭-২০১৬) প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী ৯টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ৬টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মোট ৫৮৯ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ১২টি বিদ্যুৎ প্রকল্প, ৩টি পানিশোধন প্রকল্প, ১টি ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো প্রকল্প, ১টি জেটি প্রকল্প, ১টি ড্রাই ডক প্রকল্প, দেশব্যাপি ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপন সংক্রান্ত ২টি আইসিটি প্রকল্প ও ১টি হাসপাতাল প্রকল্পে সর্বমোট ২,৪৪১.৪৯ কোটি টাকা দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আইপিএফএফ হতে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট পিএফআইসমূহ নিয়মিতভাবে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করছে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত রিপেমেন্ট বাবদ প্রাপ্ত মোট ১,৮৬৬.২৭ কোটি টাকা যথাযথভাবে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

২। স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP) প্রকল্প

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP) সরকারের একটি বিশেষায়িত প্রকল্প। প্রকল্পটি Asian Development Bank (ADB), Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের কার্যক্রম জুলাই ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ছিলো, যার মেয়াদ পরবর্তীতে সংশোধিত হয়ে জুন ২০২৪ পর্যন্ত বর্ধিত হয়েছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের বর্ধনশীল যুবসমাজকে শিল্পখাতের চাহিদার আলোকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উপযুক্ত খাতে তাদের কর্মসংস্থান করা। প্রকল্প মেয়াদে ৮,৪১,৬৮০ জনকে ১১টি খাতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষিতদের অন্তত ৬০ শতাংশের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রশিক্ষণে উৎকর্ষ আনয়নের উদ্দেশ্যে মানসম্মত শিক্ষা উপকরণ, পাঠ্যসূচি ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়ন এবং তার ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া, প্রশিক্ষক, মূল্যায়নকারী ও ব্যবস্থাপকগণ দেশে-বিদেশে প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করছেন। পাশাপাশি, কতিপয় কোর্সে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সংস্থার মাধ্যমে মূল্যায়ন ও সনদায়ন এর ব্যবস্থা থাকায় দেশে ও দেশের বাইরে মানসম্মত কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত হচ্ছে। নিম্নে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ করা হলো:

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যসমূহ

- উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন ও ইতোমধ্যে কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক/কর্মচারীদের পেশাভিত্তিক দক্ষতার উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
- বাজার চাহিদা ভিত্তিক কর্মসংস্থান উপযোগী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- উন্নতমানের প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিতকরণে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানমূহের সক্ষমতা উন্নয়নে সহায়তা করা;
- দক্ষতা খাতে নিরবচ্ছিন্ন অর্থায়ন নিশ্চিত করার জন্য একটি কার্যকর জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল (National Human Resource Development Fund) প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা; এবং
- বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে সুসংহত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গঠিত National Skills Development Authority (NSDA) –কে সহায়তা করা।

মোট প্রকল্প ব্যয় (২য় সংশোধিত): ৩,৭১২.৩৩ কোটি টাকা।

প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০১৪-জুন ২০২৪।

SEIP প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল

- সংশ্লিষ্ট শিল্প খাতের চাহিদা মোতাবেক অন্তর্ভুক্তিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান;
- গুণগত মান নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ;
- প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ; এবং
- দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও সুশাসনের উন্নয়ন।

২০২২-২৩ অর্থবছরে SEIP প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের %)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
৬৩,৬৪৮.০০	১৩,১৫৪.০০	৫০,৪৯৪.০০	৫২,২৬৬.১৯	৮,৩২৮.৮৭	৪৩,৯৩৭.৩২	৮২.১২%

SEIP প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত কার্যক্রম

- জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট, খুলনা এবং বাংলাদেশ-জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা এর আধুনিকায়নের জন্য Korea International Cooperation Agency (KOICA) এবং SEIP-এর যৌথ সহায়তায় কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সিলেট এবং খুলনা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নতুন ভবন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।
- SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে Bangladesh Women Chamber of Commerce and Industry (BWCCI) এর সাথে ০২ মার্চ ২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত স্বাক্ষরিত চুক্তির আওয়ায় ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে ৫,৪০০ জনকে বিভিন্ন ট্রেড কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান চলমান রয়েছে।
- SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে Kumudini Welfare Trust এর সাথে ২৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে কুমুদিনি নার্সিং ইনষ্টিটিউট নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

৩। 'সাপোর্টিং টেকনিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্কিলস ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটি' প্রকল্প

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এর আওতায় ''সাপোর্টিং টেকনিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্কিলস ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটি'' শীর্ষক প্রকল্পটি এডিবি'র সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়ে আসছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

- 'Technical Education Modernization Project' (TEMP) ও '2nd Skills for Employment Investment Program' এর ডিজাইন প্রণয়ন, সক্ষমতা তৈরি, ডিউ ডিলিজেন্স যাচাই ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম সম্পাদন;
- SEIP প্রকল্পের Tranche 2 ও Tranche 3 এর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং
- 'Technical Education Modernization Project (TEMP)' ও '2nd Skills for Employment Investment Program' প্রকল্প দু'টি প্রস্তুতকরণ ও '2nd Skills for Employment Investment Program' প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের জন্য ১৪ জন (জনমাস) আন্তর্জাতিক পরামর্শক ও ৩১ জন জাতীয় পর্যায়ের (জনমাস) পরামর্শক নিয়োগ।

মোট প্রকল্প ব্যয় (সংশোধিত): ২২৯৩.৭৫ লক্ষ টাকা ।

প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০২০-জুন ২০২৪।

২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের %)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
৯০৬.০০	০.০০	৯০৬.০০	৯০৬.০০	০.০০	৯০৬.০০	১০০%

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

(ক) ১) **আউটপুট ১ (Improved design quality and readiness of projects achieved)**:

i) TEMP (Technical Education Modernisation Project) এর জন্য প্রকিউরমেন্ট ও এফএম (ফান্ড ম্যানেজমেন্ট) সক্ষমতা নির্ধারণে সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে একজন প্রকিউরমেন্ট স্পেসালিস্ট ও ফাইনান্সিয়াল স্পেসালিস্ট (উভয়ই জাতীয় পর্যায়ের) নিয়োগ করা হয়েছে;

ii) ৩ জন TVET বিশেষজ্ঞ (জাতীয় পরামর্শক) নিযুক্ত করা হয়েছে। একজন TVET সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জরিপ সম্পন্ন করছেন, অপরজন TEMP -এর সাথে শিল্পের সংযোগ সম্পর্কিত একটি গবেষণাপত্র প্রস্তুত করছেন এবং অন্যজন সেক্টর মূল্যায়ন প্রস্তুত করছেন;

iii) TVET এর চাহিদা বিশ্লেষণের জন্য একজন অর্থনীতিবিদ (জাতীয় পরামর্শক) এবং TEMP-এর আওতায় অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রাথমিক নকশা প্রণয়নের জন্য দু'জন স্থপতি (একজন জাতীয় ও একজন আন্তর্জাতিক) নিয়োগ করা হয়েছে।

(২) আউটপুট ২ **(International best practice and innovative solutions mainstreamed in project design and implementation)**

i) SEIP 2 প্রকল্পের ধারণাগত ডিজাইন প্রণয়নের লক্ষ্যে তিন জন পরামর্শক (আন্তর্জাতিক) নিয়োগ করা হয়েছে;

ii) TEMP এর ডিজাইন করার জন্য ৩ জন TVET পরামর্শক (আন্তর্জাতিক) বাংলাদেশের টেকনিক্যাল শিক্ষক উন্নয়ন পদ্ধতি মূল্যায়ন করেছে;

iii) TEMP এর ডিজাইন করার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ৬ জন TVET স্পেশালিষ্ট নিয়োগ করা হয়েছে;

iv) ২ জন আন্তর্জাতিক পরামর্শদাতা TEMP-এর জন্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে এবং বেসলাইন জরিপ প্রশ্নাবলী তৈরি করতে নিয়োজিত ছিলেন। ২ জন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ - সিনিয়র ইন্ডাস্ট্রি স্পেশালিস্ট (ফাইবার এবং পলিমার সায়েন্স) এবং সিনিয়র ইন্ডাস্ট্রি স্পেশালিস্ট (টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং) SEIP 2 প্রজেক্টের জন্য স্মার্ট ট্রেনিং সুবিধার ডিজাইন প্রণয়নে সহায়তা করার জন্য নিয়োজিত ছিলেন।

৩) আউটপুট ৩ **(Capacity of executing and implementing agencies on planning, implementation and management strengthened)**

i) SEIP Tranche-2 এর বাস্তবায়নে প্রকিউরমেন্ট সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তার জন্য একজন প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট (জাতীয়) নিয়োগ করা হয়েছে;

ii) Technical Education Modernization Project (TEMP) এর ডিজাইন প্রণয়নের জন্য একজন

ইন্সটিটিউসন ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট (আন্তর্জাতিক) নিয়োগ করা হয়েছে।

খ) i) SEIP-2 প্রকল্পের Background Study সম্পন্ন হয়েছে;

ii) TEMP প্রস্তুতির জন্য কারিগরি শিক্ষক উন্নয়ন ব্যবস্থার ধারণা প্রস্তাব প্রস্তুত করা হয়েছে;

iii) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ক্রয় এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা মূল্যায়ন পরিচালিত হয়েছে;

iv) TVET ইন্সটিটিউশন জরিপ সম্পন্ন হয়েছে এবং রিপোর্ট প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে;

v) TVET এর অধীন ০৮টি প্রোজেক্ট সাইট জাতীয় স্থপতিদের দ্বারা পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে;

vi) TEMP-এর জন্য সেক্টর অ্যাসেসমেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডির খসড়া তৈরি করা হয়েছে; খাদ্য প্রযুক্তি, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স, আইসিটি এবং ৪আইআর-বিষয়ে TEMP-এর পাঠ্যক্রম ডিজাইনের সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে;

সাব-প্রজেক্ট: কর্ণফুলী ড্রাই-ডক লিমিটেড

সাব-প্রজেক্ট: ফাইবার হোম লিমিটেড

অধ্যায়-৯
রাজস্ব বাজেটের আওতাধীন কর্মসূচি

সরকারের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও তা অর্জনে সহায়ক হবে এরূপ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটের আওতায় কর্মসূচি হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় তাদের সহায়ক কার্যক্রম হিসাবে স্বল্প ব্যয়ে উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদন, দারিদ্র্য বিমোচনমূলক, প্রবৃদ্ধি সহায়ক ও মানবসম্পদ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্বলিত সীমিত বরাদ্দের মধ্যে এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করছে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পদের সহজলভ্যতা আরো ভালোভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক পূর্বাভাস (fiscal forecasting), বাজেট প্রণয়ন ও বাজেট বাস্তবায়ন, আর্থিক প্রতিবেদন উন্নতকরণ এবং স্বচ্ছতা উন্নয়নের মাধ্যমে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS)' নামে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় একটি আট বছর মেয়াদি একটি কর্মসূচি অর্থ বিভাগের রাজস্ব বাজেটের আওতায় চলমান রয়েছে।

'Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS)' কর্মসূচি

PFM (Public Financial Management) Action Plan 2018-2026-এর ১৪টি কম্পোনেন্ট এর মধ্যে অর্থ বিভাগের অধীন ৮টি কম্পোনেন্ট বাস্তবায়নের জন্য Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS) শীর্ষক কর্মসুচি গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মসূচির অধীন ৮টি স্কিম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

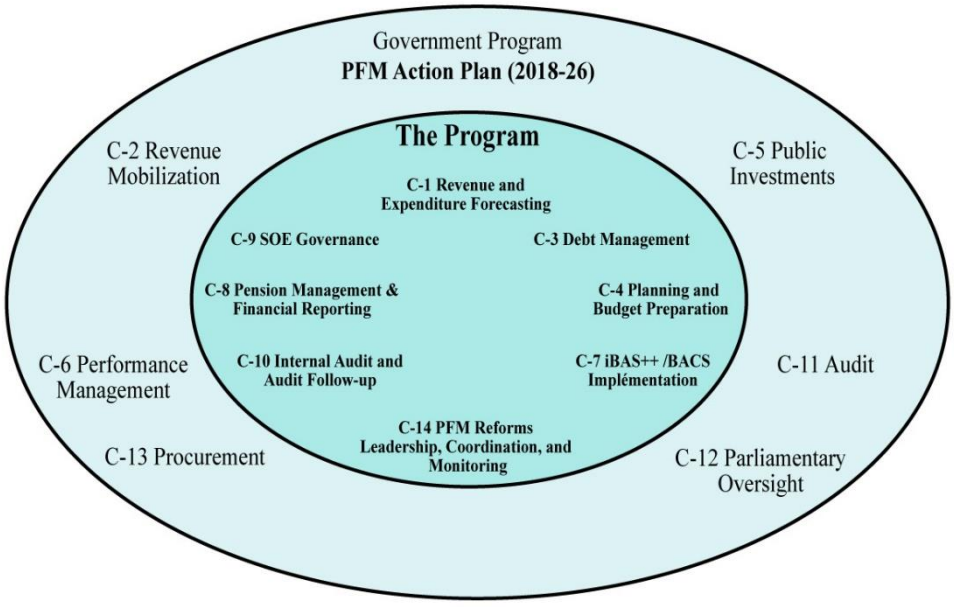

চিত্র ১০.১: PFM Action Plan, 2018-2026-এর ১৪টি কম্পোনেন্ট

PFM Action Plan, 2018-2026-এর ১৪টি কম্পোনেন্ট:

অর্থ বিভাগের SPFMS কর্মসূচির আওতাধীন ৮টি কম্পোনেন্ট (উল্লিখিত বৃত্তের ভিতরের অংশ) ব্যতীত অবশিষ্ট ৬টি কম্পোনেন্ট অর্থ বিভাগ বহির্ভূত ৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা বাস্তবায়ন করবে। এগুলো হচ্ছে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়, জাতীয় রাজস্ববোর্ড, পরিকল্পনা কমিশন, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় এবং সিপিটিইউ।

SPFMS কর্মসূচির উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য:

SPFMS কর্মসুচির প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অবজেক্টিভ (PDO) হলো: পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে আর্থিক পূর্বাভাস, বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন, আর্থিক প্রতিবেদন এবং স্বচ্ছতার উন্নয়নের মাধ্যমে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

PDO (Program Development Objective) স্তরের ফলাফল সূচকসমূহ:

- বাজেট প্রণয়নের জন্য উন্নত আর্থিক (ঋণসহ) প্রক্ষেপণ/ পূর্বাভাস ব্যবহার করা;
- বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির (Budget Management Committee) উত্তম কর্মকৃতির মাধ্যমে সরকারি নীতি এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে Annual Performance Agreement সম্পাদন;
- নির্বাচিত মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তাগণের বাজেট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধান কমিয়ে আনা;
- Treasury Single Account (TSA) শক্তিশালীকরণ এবং অটোমেটেড পেমেন্ট সিস্টেমের উন্নয়নের মাধ্যমে যথাসময়ে, নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে (EFT এর মাধ্যমে) বেতন ভাতাদি এবং ভেন্ডরগণের বিল পরিশোধ করা; এবং
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং স্বচ্ছতার জন্য বাজেট হোল্ডারগণের কার্যকরভাবে আর্থিক তথ্যের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

কর্মসূচির অনন্য বৈশিষ্ট্য:

- P for R অর্থাৎ Program for Result নীতি অনুসৃত হবে; অর্থাৎ DLR (Disbursement Linked Result)গুলো অর্জিত হলে তৃতীয় পক্ষ দ্বারা যাচাইপূর্বক বিশ্বব্যাংক ঋণের অর্থ ছাড় করবে;
- এই কর্মসূচিটি Non-ADP বিশেষ কর্মসূচি; মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্মসূচি দলিল অনুমোদন করেছেন; কর্মসূচির অধীন স্কিমগুলা অর্থবিভাগের সংশ্লিষ্ট স্কিম বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

কর্মসূচির বরাদ্দ:

কর্মসূচির মোট বরাদ্দ ১৭০ মিলিয়ন ইউএস ডলার যার মধ্যে ১০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তা এবং বাংলাদেশ সরকারের অবদান ৭০ মিলিয়ন ইউএস ডলার ।

কর্মসূচির মেয়াদকাল (সংশোধিত): ২০১৮-১৯ থেকে ২০২৫-২৬ পর্যন্ত।

SPFMS কর্মসূচির আওতাধীন স্কিমসমূহ:

কর্মসূচির অধীন ৮টি স্কিম বাস্তবায়িত হচ্ছে। স্কিমসমূহের মূল উদ্দেশ্য, ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ব্যয় ও বরাদ্দ এবং অর্জনসমূহ নিচে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হলোঃ

১। স্কিমের নাম: পিএফএম রিফর্মস লিডারসিপ, কোঅর্ডিনেশন অ্যান্ড মনিটরিং

SPFMS কর্মসূচির আওতায় "পিএফএম রিফর্মস লিডারসিপ, কোঅর্ডিনেশন অ্যান্ড মনিটরিং" স্কিমটি মোট ১৬৬.৪৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১৮-১৯ থেকে ২০২৫-২৬ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

স্কিমের মূল উদ্দেশ্য:

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কার্যকর Change Management Approach বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ এবং এ লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ৬টি Disbursement linked Result অর্জন:

- পিইসি কর্তৃক অর্ধবার্ষিক PFM Action Plan অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে Steering Committee এর সভায় উপস্থাপন করা;
- PFM Action Plan stakeholder-দের নিয়ে অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য বছরে ২টি retreat এর আয়োজন করা;
- পিএফএম বিষয়ক কমপক্ষে ৩টি রিসার্চ পেপার প্রস্তুত করে আন্তর্জাতিক জার্নাল ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা;
- পিএফএম সম্পর্কিত সমস্যা চিহ্নিত করতে সরকারি সেবা বিতরণ কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন (মাঠ পর্যায়ে) করা;
- PFM Action Plan বাস্তবায়নের জন্য নিযুক্ত প্রশিক্ষক, ফ্যাসিলিটেটরদের কর্মকীর্তি মূল্যায়নের জন্য প্রতিবেদন প্রস্তুত করা; এবং
- ১০০ জন সরকারি কর্মকর্তাকে PFM বিষয়ে বিশেষায়িত করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের%)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
২১৫১.৫৮	২১৫১.৫৮	০০.০০	১৫৬৭.২৫	১৫৬৭.২৫	০০.০০	৭২.৮৪%

২০২২-২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- PFM Action Plan 2018-2026 এর ৭ম Progress Report (July 2022 - December 2022) প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট বিতরণ করা হয়েছে এবং ৮ম Progress Report (January 2023-June, 2023) এর খসড়া প্রণয়নের কার্যক্রম চলছে;

- IPF কর্তৃক ৩টি Research topic নির্বাচন করা হয়েছে যা সম্পন্ন করার লক্ষ্যে BIGM (Bangladesh Institute of Governance and Management), BIBM (Bangladesh Institute of Bank Management), IIFC (Infrastructure Investment Facilitation Company) নামক ৩টি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে;

- Program Implementation Team (PIT)-গণ নিজ নিজ Annual Work Plan (AWP) প্রস্তুত করেছেন যা অর্ধবার্ষিক Progress Report-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;

- SPFMS কর্মসূচির DLR Verification-এর জন্য নিয়োজিত Pricewaterhouse Coopers Private Limited-এর নিকট থেকে ৫টি, OCAG থেকে ৩টি ও Cabinet Division থেকে ১টি Verification Report পাওয়া গেছে। উক্ত Verification Report এর ভিত্তিতে World Bank কর্তৃক ছাড়কৃত ৩৩২,৯৯.২২ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে;

- SPFMS প্রোগ্রামের মাধ্যমে অর্জনযোগ্য ১০টি DLI (Disbursement Linked Indicator) এর আওতায় ৪৫টি DLR (Disbursement Linked Result) এর মধ্যে ১৭টি DLR সম্পূর্ণ অর্জিত হয়েছে, ৬টি DLR আংশিকভাবে অর্জিত হয়েছে, ৬টি DLR অর্জন প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৬টি DLR অর্জন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;

- সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার আওতায় সেবা প্রদান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের অংশ হিসেবে ২১-২৩, আগস্ট ২০২২ সময়ে সিলেট জেলা ও জৈন্তাপুর উপজেলায় পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত মাঠ পরিদর্শনে সেবা কেন্দ্র হিসেবে জেলা পর্যায়ে ৩টি অফিস এবং উপজেলা পর্যায়ে ৪ অফিস পৃথক পৃথকভাবে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদন SPFMS website এ প্রকাশ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্টদের নিকট বিতরণ করা হয়েছে।

২। স্কিমের নাম: ইম্প্রুভমেন্ট অব পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ডেলিভারি থ্রু ইমপ্লিমেন্টেশন অব BACS অ্যান্ড iBAS++

SPFMS কর্মসূচির আওতায় "ইম্প্রুভমেন্ট অব পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ডেলিভারি থ্রু ইমপ্লিমেন্টেশন অব BACS অ্যান্ড iBAS^{++}" স্কিমটি মোট ৩,৬২,৯৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১৯-২০ থেকে ২০২৫-২৬ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

স্কিমের মূল উদ্দেশ্য:

- Integrated Budget and Accounting System (iBAS++) উন্নয়নের মাধ্যমে সর্বাঙ্গীণ (Comprehensive) বাজেট প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে প্রস্তুত করা;
- বাজেট আউট-টার্ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বাজেট নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়সমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং
- বাজেট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা।

স্কিমের কার্যক্রম:

- নতুন বাজেট ও অ্যাকাউন্টিং শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি বাস্তবায়ন ও iBAS++ হতে উদ্ভূত প্রতিবেদনসমুহ বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- iBAS++ পরিচালনা পদ্ধতি (Operation Procedure) লিপিবদ্ধকরণ এবং বাজেট ও হিসাবায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় করা;
- অন্যান্য পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সংশ্লিষ্ট সিস্টেমের সাথে iBAS++ এর ইন্টাফেস প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করা;
- অর্থ ব্যবস্থাপনায় প্রতিশ্রুতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Commitment Control) বাস্তবায়ন ও ট্রেজারি সিঙ্গেল অ্যাকাউন্ট শক্তিশালী করা;
- সরকারি দাবী পরিশোধে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের আওতা বৃদ্ধি করা;
- ডিডিও মডিউল উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- iBAS++ এর বিশেষায়িত মডিউল (SAE & SoE Module) উন্নয়ন ও সেল্ফ অ্যাকাউন্টিং ও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়ন করা;
- স্থায়ী সম্পদের মূল্য ও তালিকা সংরক্ষণের জন্য iBAS++ এ পৃথক মডিউল প্রস্তুত করা; এবং
- হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে ইএফটি/মোবাইল ব্যাংকিং-সহ কেন্দ্রীভূত পেনশন রোল প্রস্তুত করা এবং সকল অবসরভোগীর পরিচয় প্রমাণীকরণ করা।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

সংশোধিত বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	(বরাদ্দের %)
৬৫৯৬.২৬	৬৫৯৬.২৬	০০.০০	৩৪০৬.৪৭	৩৪০৬.৪৭	০০.০০	৫১.৬৪%

২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডঃ

- **মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের বাজেট প্রণয়ন:** সকল সরকারি হাসপাতাল (উপজেলা পর্যায় ব্যতীত), বিভাগীয় পর্যায়ের কার্যালয়, রেলওয়ে কার্যালয়, জেলা পর্যায়ের ৪টি অফিস (DC, SP, DEO, CS)সহ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়সহ মোট ১৭৩০টি কার্যালয়ে বাজেট প্রণয়ন মডিউল বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- **অনলাইনে ডিডিও মডিউলে অন্যান্য বিল দাখিল:** অর্থ বিভাগসহ মোট ২১টি কার্যালয় ও প্রকল্পে অন্যান্য ডিডিও বিল অনলাইনে দাখিল ও পরিশোধ সংক্রান্ত পাইলটিং কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে iBAS++ সিস্টেমে মোট ২,৩১১ টি বিল নিষ্পত্তি হয়েছে।

- **iBAS++, e-GP ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে বিল পরিশোধ:** iBAS++ এবং e-GP ইন্টিগ্রেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং ২টি বিল এ সিস্টেমের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে।
- **স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের জন্য সাব-মডিউল (PL অ্যাকাউন্ট):** বর্তমানে ৮২টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং ১০৮টি প্রকল্পে সরকারি অনুদান ব্যবস্থাপনার PL (পার্সোনাল লেজার) অ্যাকাউন্ট এর মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে।
- **টিএ/ডিএ সাব মডিউল:** দৈনিক ভাতা, ভ্রমণ ভাতা ও বদলিজনিত ভাতা বিল পাইলটিং শেষে অনলাইনে দাখিল ও ইএফটির মাধ্যমে পরিশোধ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- **অধিকাল ভাতা:** সরকারি গাড়ী চালকদের অধিকাল ভাতার বিল অনলাইনে দাখিল ও ইএফটির মাধ্যমে পরিশোধ কার্যক্রম, ওভারটাইম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু হয়েছে। বর্তমানে অর্থ বিভাগ ও পরিবহন কমিশনারের কার্যালয়ে গাড়ীচালকগণ অনলাইন পদ্ধতিতে অধিকাল ভাতা পাচ্ছে।

- **এ-চালান:** নাগরিকগণ যাতে যে কোন ব্যাংকের যে কোন শাখায় কিংবা ঘরে বসেই অনলাইনে চালান জমা দিতে পারেন, সে জন্য স্বয়ংক্রিয় চালান পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ২০২টি সেবার মধ্যে ১৭৩টি সেবা বর্তমানে চালু আছে। ওটিসি, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড, অনলাইন ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে এ-চালানের সেবা পাওয়া যাচ্ছে। ওয়েব সাইটের পাশাপাশি মোবাইল অ্যাপেও এই সুবিধা চালু হয়েছে।

- **অর্গানোগ্রাম সাব-মডিউল:** বেতন-ভাতাদির বাজেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য সাংগঠনিক কাঠামোভূক্ত জনবলের পদনাম, পদসংখ্যা ও বেতন গ্রেডকে iBAS++ এর অন্তর্ভূক্ত করার কাজ চলমান রয়েছে। মোট ১,০৫,৯২৫ টি সরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে iBAS++ এর Organogram sub-module-এ সরকারী প্রতিষ্ঠান (প্রাইমারী স্কুল ব্যতীত) ৫৪% এন্ট্রি করা হয়েছে। প্রাইমারী স্কুল এন্ট্রি করা হয়েছে ৫১%।

- **রেলওয়ে সাব-মডিউল:** বাংলাদেশ রেলওয়ের ১১৭টি পে-পয়েন্টে অনলাইনের মাধ্যমে বাজেট প্রণয়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। রেলওয়ের ৯০% ১ম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতা ইএফটিতে প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। রেলওয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে আনুমানিক ৭০% কর্মচারীর বেতন ইএফটিতে প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।
- **Leave Account:** ছুটির বেতন, আংশিক বেতন, ছুটির হিসাব সার্ভিস স্টেজ ম্যানেজমেন্ট-এ যুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে অটো জেনারেটেড ছুটির প্রত্যয়ন পাওয়া যাবে।
- **স্বয়ংক্রিয় ডেবিট/ক্রেডিট স্ক্রল:** স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডেবিট স্ক্রল ও ক্রেডিট স্ক্রল আপলোডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে করে মাসিক হিসাব প্রণয়ন দ্রুততর হবে এবং সরকারের নগদ অবস্থান (Cash Position) দৈনিকভিত্তিতে পাওয়া যাবে।
- **Foreign Mission Sub-module:** iBAS++ এ Foreign Mission Sub-moduleটি বাংলাদেশের বিভিন্ন বৈদেশিক মিশনে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিদেশী মিশনগুলো তাদের যাবতীয় হিসাবরক্ষণ কার্যক্রম উক্ত মডিউলের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। এতে সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা অধিকতর সংহত হবে এবং সরকারের মাসিক হিসাব যথাসময়ে ক্লোজ করা সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ দূতাবাস (বাগদাদ, ইরাক), বাংলাদেশ হাইকমিশন (সিঙ্গাপুর), বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশন (বার্মিংহাম, ইউকে), বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন (ম্যানচেস্টার, ইউকে) সহ মোট ১৯টি মিশনে iBAS++ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অবশিষ্ট মিশনসমূহে iBAS++ এর Foreign Mission Sub-Module বাস্তবায়নের জন্য একটি সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা তৈরীর করা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- **Training:** ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৪,৮৬.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে iBAS++ এর বিভিন্ন মডিউলে (বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন, হিসাবরক্ষণ, অনলাইন পে-বিল, BACS, পিএল একাউন্ট, SAE, ব্যাংক তথ্য সংগ্রহ বিষয়ক) মোট ৩০,৯১২ জন ব্যবহারকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া ৫০.৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাজেট প্রণয়ন, হাউজ লোন, টিএ/ডিএ, ব্যাংক তথ্য সংগ্রহ, পিএল একাউন্ট, পেমেন্ট এন্ড এক্সপেন্ডিচার, পোস্টাল অটোমেশন, স্বয়ংক্রিয় চালান, তথ্য নিরাপত্তা ও অন্যান্য বিষয়ক মোট ৪১টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

৩। স্কিমের নাম: ইমপ্রুভিং পেনশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অ্যান্ড কোয়ালিটি অ্যান্ড টাইমলিনেস অব ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং

SPFMS কর্মসূচির আওতায় "ইমপ্রুভিং পেনশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এন্ড কোয়ালিটি এন্ড টাইমলিনেস অব ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং" স্কিমটি মোট ৭৮,৮০.৯৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১৯-২০ থেকে ২০২২৫-২৬ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

স্কিমের মূল উদ্দেশ্য:

(ক) পেনশন ম্যানেজমেন্ট:

- শুধুমাত্র সরকারি পেনশন ও জিপিএফ এর সুবিধাদি এবং তা পরিশোধ প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় পেনশন অফিস সৃষ্টি করা;
- পেনশন পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যাকলগ (Backlog) দূর করার জন্য প্রক্রিয়া, পদ্ধতি এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা এবং তা অর্জনের লক্ষ্যে সম্পদ ন্যস্ত করা;
- আইবাস++ সফটওয়ারের সাথে সমন্বয় করে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও পেনশনাদের জন্য একটি কেন্দ্রীভূত, পারস্পরিক ব্যবহারযোগ্য (কমন শেয়ারড) ও ওয়েবভিত্তিক ডাটাবেজ তৈরী করা;
- প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সাথে পর্যালোচনা করে অনিষ্পত্তিকৃত পেনশনকেসসমূহ নিয়ে মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরী করা এবং এ সকল সমস্যা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সমূহকে সহায়তা প্রদান করা;
- পেনশন প্রদান অধিকতর সহজীকরণের জন্য সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সমন্বিত যোগাযোগ এবং পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র তৈরী করা;
- পেনশনারদের দায়িত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে অধিকতর সচেতনতা সৃষ্ঠির লক্ষ্যে সেমিনারসহ অন্যান্য সম্ভাব্য সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন।

(খ) ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং:

- মাসিক প্রতিবেদনসমূহের উপযোগিতা পর্যালোচনা করা, বাৎসরিক আর্থিক হিসাবসমূহের ছক প্রস্তুত এবং হিসাব প্রণয়নের পদ্ধতি উন্নত করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও সেলফ একাউন্টিং এনটিটিসমূহের সাথে আলোচনা করা;
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহ (সেলফ একাউন্টিং এনটিটি এবং বাজেট বহির্ভুত সংস্থাসমূহসহ) হতে তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া প্রণয়ন/ উন্নত করা;
- সিজিএ কর্তৃক নির্ধারিত ছকে সরাসরি প্রকল্প সাহায্যের (ডিপিএ) তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করা এবং সময়ে সময়ে আইবাস++ হতে রিপোর্ট প্রণয়ন করা;
- ব্যাংক সমন্বয় পদ্ধতি উন্নত করা;
- সময়মত অগ্রিম/ অনিশ্চিত হিসাবসমূহ সমন্বয় করা;
- আইবাস++ এর সকল মডিউল ও রিপোর্টসমূহ অন্তর্ভূক্তকরতঃ ইউজার ম্যানুয়েলসমূহ হালনাগাদ করা এবং আইবাস++ সফটওয়্যার ব্যবহারে সিজিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- অর্থবছরে প্রণীত রিপোর্ট ব্যবহারকারী এবং সিজিএ কার্যালয়ের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা এবং তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে সহায়তা করা;
- একটি উন্মুক্ত পাবলিক ফিন্যান্স প্ল্যাটফর্মে আর্থিক তথ্যাবলী (আয় ও ব্যয়) ব্যবহার উপযোগী ফরমেটে সহজলভ্যভাবে প্রকাশ করা;
- সেলফ একাউন্টিং এনটিটিসমূহ কর্তৃক জনগণকে স্বচ্ছ ও গুনগতমানসম্পন্ন তথ্য প্রদানের জন্য পুরষ্কারের ব্যবস্থা করা।

স্কিমের সাধারণ উদ্দেশ্য:

- ইএফটি প্রদানে সক্ষম এমন একটি কেন্দ্রীভূত পেনশন রোল তৈরি করা এবং এটি কার্যকর করা;
- সরকারি জিপিএফ এবং পেনশন সেবার বিস্তারিত বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করা;
- বিলম্বিত পেনশন সংক্রান্ত বিষয় ৫০ শতাংশ হ্রাস করা;

- অবসর গ্রহণের পর এবং পেনশন প্রক্রিয়া সম্পাদিত হওয়ার পর বিলম্বিত না করে ৯০ শতাংশ নতুন পেনশনারদের EFT এর মাধ্যমে পেনশন প্রদান নিশ্চিত করা;
- সরকারের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর বিস্তারিত বার্ষিক প্রতিবেদন (SAEs সহ) অর্থবছর শেষ হওয়ার ৬ মাসের মধ্যেই জমা দেওয়া।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের%)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
১৬৫৮.৩০	১৬৫৮.৩০	০০.০০	৭৮২.৭৮	৭৮২.৭৮	০০.০০	৫৪.৭৭%

২০২২-২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- কেন্দ্রীয় পেনশন অফিস সৃষ্টির মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের সকল পেনশনারগণকে (সিভিল, ডিফেন্স, রেল) ইএফটি এর মাধ্যমে পেনশন ও ভাতাদির আওতায় আনয়ন করা হয়েছে;
- পেনশনার লাইফ ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়াকে সহজ, নির্ভরযোগ্য এবং পেনশনারগণের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসার লক্ষ্যে লাইফ ভেরিফিকেশন অ্যাপ প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে যা পরীক্ষামূলকভাবে পেনশনারদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে;
- পেনশনারদের সনাক্তকরণের জন্য দেশের ৫৪৫ টি পে-পয়েন্টে ওয়েবক্যাম ও বায়োমেট্রিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডিভাইস সরবরাহ করা হয়েছে;
- সাধারণ ভবিষ্য তহবিল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আইবাস++ সিস্টেমের মাধ্যমে এবং একইসাথে সিএএফও (পেনশন ও ফান্ড ম্যানেজমেন্ট) কার্যালয়ের ওয়েবসাইট হতে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এনআইডি নম্বর এবং মোবাইল নম্বর এন্ট্রি করার মাধ্যমে রিপোর্ট প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। একইসাথে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কর্তৃক জিপিএফ এর নমিনি পরিবর্তন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;
- প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে সাধারণ ভবিষ্য তহবিল সংক্রান্ত দায় ব্যবস্থাপনার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার লক্ষ্যে কন্ট্রোল লেজার তৈরি করা হয়েছে যেখানে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর বাৎসরিক জিপিএফ, চাঁদা, রিফান্ড ইত্যাদি তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। পাশাপাশি এই লেজারের মাধ্যমে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর জিপিএফ সংক্রান্ত সুদের হিসাব অটোমেশন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- অর্থ বিভাগ, সিএজি, সিজিএ, সিজিডিএফ এবং এডিজি (ফাইন্যান্স) কার্যালয়ের ৫০ জন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে IPSAS Certification Course সম্পন্ন হয়েছে;
- পেনশন ও জিপিএফ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নসমূহ অবহিতকরণের লক্ষ্যে সিজিএ, সিএএফও, সিজিডিএফ, ডিসিএ, ডিএএফও, ইউএও কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অংশগ্রহণে ২৪টি প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়েছে;
- Government Finance Statistics এর বিষয়ে Finance Division, CGA, CGDF এবং Audit Directorate-এর ২৫ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অংশগ্রহণে অনলাইনে ৫ দিনব্যাপী ২টি প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়েছে।

৪। স্কিমের নাম: স্ট্রেনদেনিং অব স্টেট-অওনড এন্টারপ্রাইজেস গভর্নেন্স

SPFMS কর্মসূচির আওতায় "স্ট্রেনদেনিং অফ স্টেট-অওনড এন্টারপ্রাইজেস গভর্নেন্স স্কিমটি মোট ১৩,৩৫৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১৯-২০ থেকে ২০২৫-২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন আছে।

স্কিমের মূল উদ্দেশ্য:

- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বচ্ছতা, উত্তম ব্যবস্থাপনা ও নিবিড় তদারকি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ ও তাদের প্রচ্ছন্ন দায় সম্পর্কে নীতিনির্ধারকদের ধারণার উন্নতি;

- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা তদারকি ও মনিটিরং শক্তিশালীকরণ, যা চূড়ান্ত পর্যায়ে অনুমোদিত PFM Action Plan ২০১৮-২৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমান হ্রাস করতে ভূমিকা রাখবে ।

স্কিমের কার্যক্রম:

- উন্নত রিপোর্টিং ও public disclosure এর মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা শক্তিশালীকরণ;
- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক ঝুঁকি ও প্রচ্ছন্ন দায় সম্পর্কে নীতিনির্ধারকদের অবহিতকরণ;
- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা তদারকি ও মনিটিরং শক্তিশালীকরণ;
- অর্থবিভাগ কর্তৃক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুদান প্রদানের কার্যকর রিভিউ সংক্রান্ত একটি পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন;
- নন-পারফর্মিং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে মূল্যায়ন ও নীতিনির্ধারকদের নিকট তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির পছন্দসই বিকল্প প্রস্তাব উপস্থাপন।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের%)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
৭৩১.৫৫	৭৩১.৫৫	০০.০০	৩৮২.১৮	৩৮২.১৮	০০.০০	৫২.২৪%

২০২২-২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের জন্য প্রণীত "Independent Performance Evaluation Guidline of SOEs/ABs (IPEG)" অনুযায়ী নির্বাচিত ১০ (দশ)টি রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রক্রিয়াধীন;
- রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের জন্য Independent Performance Evaluation Committee (IPEC) এবং Research Team গঠন করা হয়েছে;
- অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত "Procedure to Regulate the Debt and Contingent Liabilities of State-Owned Enterprises and Autonomous Bodies" অনুযায়ী পাইলটিং ভিত্তিতে ১০ (দশ) টি রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ঋণ ও প্রচ্ছন্ন দায় ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে;
- রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক ও অ-আর্থিক তথ্য সংবলিত ৫টি মডিউলের মাধ্যমে SOE Database প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান;
- ১২২টি রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ২০২১-২২ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন স্ব-স্ব ওয়েবসাইট এবং অর্থবিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে।

৫। স্কিমের নাম: স্ট্রেনদেনিং দি ক্যাপাসিটি অব ট্রেজারি এ্যান্ড ডেট ম্যানেজমেন্ট উইং অব ফিনান্স ডিভিশন

SPFMS কর্মসূচির আওতায় "স্ট্রেনদেনিং দি ক্যাপাসিটি অব ট্রেজারি এন্ড ডেট ম্যানেজমেন্ট উইং অব ফিনান্স ডিভিশন" স্কিমটি মোট ৩৬৯৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১৯-২০ থেকে ২০২৫-২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন আছে।

স্কিমের মূল উদ্দেশ্য:

- মাঝারি মেয়াদি ঋণ এর কৌশল উন্নত করা;
- ঋণ এর তথ্যের মান, সময়োপযোগীতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে অর্থবিভাগের পরিচালনা কাঠামো এবং সিস্টেমগুলিকে উন্নত করা;
- Non-Tax Revenue (NTR) এর কার্যকারিতা বাড়ানো;

- নিয়মিত ভিত্তিতে একটি এমটিডিএস, ডিএসএ এবং ডেট বুলেটিং প্রস্তুত করা এবং সর্বমোট ডেট পরিচালনার ক্ষমতা জোরদার করা।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের%)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
৪৬৭.৫০	৪৬৭.৫০	০০.০০	৩৪১.৮১	৩৪১.৮১	০০.০০	৭৩.১১%

২০২২-২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে Medium Term Debt Management Strategy (MTDS) of Bangladesh প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ত্রৈমাসিক ডেট বুলেটিন (Debt Bulletin) এর ৩য় প্রকাশনা প্রকাশিত হয়েছে;
- জাতীয় সঞ্চয় স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সম্প্রসারণপূর্বক মোট ৯টি সঞ্চয় স্কিম ডিজিটাইজড করা হয়েছে। এটি একটি কেন্দ্রীয় ইন্টারনেট ভিত্তিক সফটওয়্যার, যার মাধ্যমে সকল প্রকার সঞ্চয়স্কিমের ইস্যুয়েন্স, নগদায়ন, লভ্যাংশ প্রদান এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় হিসাব কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে। ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমের সাধারণ ও মেয়াদী হিসাব অনলাইন এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এছাড়াও, ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার বন্ড ও ইউএস প্রিমিয়াম বন্ড এর অটোমেশন এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে;

- জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন ও সহজীকরণ, অল্প সংখ্যক জনবল দ্বারা অধিক সংখ্যক গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করা; জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের ডেট ডাটার quality, timeliness and reliability নিশ্চিত করা; জাতীয় সঞ্চয় স্কিমে পুনর্ভরণ (reimbursement) জটিলতার নিরসন করা; সমন্বিত উর্ধ্বসীমা, স্লাবভিত্তিক মুনাফা পদ্ধতি চালুসহ বিভিন্ন পলিসি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা; জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের স্ক্রিপ্ট মুদ্রণ, কমিশন ব্যয়, মুনাফা পরিশোধসহ পরিচালন বাবদ সরকারি ব্যয় হ্রাস করা; সেবা গ্রহিতাদের জন্য ন্যায্যতা নিশ্চিত করা; সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা নিশ্চিত ও সম্প্রসারণ করাসহ এ খাতে governance ensure করা সম্ভব হচ্ছে। 'জাতীয় সঞ্চয় স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' এর আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-সাধারণ হিসাব ও ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-মেয়াদী হিসাব এর লেনদেন কার্যক্রম অটোমেশন/ডিজিটাইজড করা হয়েছে। তাছাড়া জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমে দেশে বৈদেশিক রেমিট্যান্স এর আন্ত:প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনিবাসী বাংলাদেশীদের জন্য প্রবর্তিত ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউ.এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড এবং ইউ.এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এর লেনদেন কার্যক্রম অটোমেশন/ডিজিটাইজড করা হয়েছে। অধিকন্তু 'জাতীয় সঞ্চয়স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আওতায় এর Database Management, Support Service Issues, New Feature Development ইত্যাদি কার্যক্রমসহ End User-দের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

- সরকারি খাতে ঋণ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের নিমিত্ত একটি ডেট ম্যানেজমেন্ট ডাটাবেজ সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে যেখানে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের সকল তথ্যাদি যেমন, Debt stock, redemption profile, সুদ ব্যয় ইত্যাদি সংরক্ষণ করা যাবে;

- নন-ট্যাক্স রেভিনিউ (এনটিআর) এর জন্য একটি ডাটাবেজ সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। এর ফলে নন-ট্যাক্স রেভিনিউ (এনটিআর) খাতে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির সুযোগ তৈরী হয়েছে।

- সারাদেশের সকল তফসিলী ব্যাংক, জিপিও, প্রধান ডাকঘর, উপজেলা ডাকঘর ও সাব পোস্ট-অফিসের ৭২০ কর্মকর্তাগণকে সঞ্চয়স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

০৬। স্কিমের নাম: ইমপ্রুভমেন্ট অব ফিস্কাল ফোরকাস্টিং থ্রু ডেভেলপমেন্ট অব ম্যাক্রোইকোনোমেট্রিক মডেল

SPFMS কর্মসূচির "ইমপ্রুভমেন্ট অব ফিস্কাল ফোরকাস্টিং থ্রু ডেভেলপমেন্ট অব ম্যাক্রোইকোনোমেট্রিক মডেল" স্কিমটি মোট ৩৬৯৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১৯-২০ থেকে ২০২৫-২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন আছে।

স্কিমের মূল উদ্দেশ্য:

- রাজস্ব ও ব্যয়ের অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও বলিষ্ঠ পূর্বাভাস প্রাপ্তির অভিপ্রায়ে একটি ডায়নামিক ম্যাক্রোইকোনমিক মডেল প্রস্তুত করা।

২০২২-২৩ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	(বরাদ্দের%)
৫৯০.০০	৫৯০.০০	০০.০০	২৫২.০০	২৫২.০০	০০.০০	৪২.০০%

২০২২-২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- প্রস্তাবিত ম্যাক্রো ইকোনমেট্রিক মডেলের এর জন্য প্রয়োজনীয় নির্ভরযোগ্য উপাত্ত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ছয়টি প্রতিষ্ঠানের সাথে (বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো) 'উপাত্ত বিনিময়' বিষয়ক সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে ২৮ নভেম্বর - ০৬ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত 'World Bank's Macro-Fiscal Model (MFMod)' বিষয়ক প্রশিক্ষণে অর্থ বিভাগের বিভিন্ন উইং এবং স্টেকহোল্ডার সংস্থা হতে মোট দশজন কর্মকর্তা এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন;
- টাইম সিরিজ বিশ্লেষণের জন্য চারটি সেক্টরের (Real, Fiscal, Monetary and External) ডাটাবেস হালনাগাদের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- Fiscal Forecastingএ ব্যবহার করার জন্য একটি Web-Based Macroeconomic Database এ বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উপাত্ত সম্পর্কিত 'Data Hub'টি আরও ব্যবহার উপযোগী ও সংশোধনের মাধ্যমে হালনাগাদ করা হয়েছে।
- Medium-Term Macroeconomic Policy Statement (MTMPS) এর কাঠামো এবং বিষয়বস্তু পুনর্বিবেচনার জন্য পাঁচটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।
- ২০১৫-১৬ হতে ২০২০-২১ মেয়াদের ছয়টি Annual Fiscal Report প্রস্তুত করা হয়েছে;

০৭। স্কিমের নাম: ইম্প্রুভিং দি বাজেট প্রসেস থ্রু ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব বিএমসিএস অ্যান্ড বিডব্লিউজিএস

SPFMS কর্মসূচির আওতায় 'ইম্প্রুভিং দি বাজেট প্রসেস থ্রু ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব বিএমসিএস অ্যান্ড বিডব্লিউজিএস' স্কিমটি মোট ১১৪১৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১৯-২০ থেকে ২০২৫-২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন আছে।

স্কিমের মূল উদ্দেশ্য:

- বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষতার মাধ্যমে উন্নয়ন কৌশল এবং জেন্ডার, সামাজিক ও জলবায়ুর সাথে সংগতি রেখে বাজেট উন্নীত করা;
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সড়ক এবং স্থানীয় সরকারসহ গণপূর্ত খাতের ওপর প্রাথমিক দৃষ্টি রেখে নির্ধারিত এমডিএসমূহে বাজেট বরাদ্দ গ্রহণ করার লক্ষ্যে আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তার জন্য দিন সংখ্যা হ্রাস করা।

স্কিমের কার্যক্রম:

- BMC এবং BWG এর কার্যকারিতা উন্নতকরণ;
- ডেটা পারফরমেন্সকে নিয়মিতভাবে মূল বাজেট নথিতে অন্তর্ভূক্তকরণ নিশ্চিত করা;
- কার্যকরী বাজেট প্রকাশ।

২০২২-২৩ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের%)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
১২২০.৫০	১২২০.৫০	০০.০০	৭৬৪.৭৬	৭৬৪.৭৬	০০.০০	৬২.৬৬%

২০২২-২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ এর টার্মস অব রেফারেন্স (TOR) হালনাগাদপূর্বক চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং ২০ জুন, ২০২১ খ্রি. তারিখে এটি অর্থ বিভাগ হতে জারি করা হয়েছে।
- বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য Monitoring framework (including Performance Scorecard) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ১৪ মে, ২০২২ খ্রি. তারিখে অর্থ বিভাগ হতে জারি করা হয়েছে। Peer Review Guideline মোতাবেক ১০ টি মন্ত্রণালয় / বিভাগ (১৫%) নির্দিষ্টকরণ ও Peer Review কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- Training and Capacity Development Strategy অনুযায়ী ৬টি মন্ত্রণালয় /বিভাগের ৩ দিন ব্যাপী package training সম্পন্ন হয়েছে । BC-1 Training for Master Trainers, BC-1 Training for FD Support Staff, BC-1 Training for FSMU Officials, BC-1 Training for Ministry/Divisions/Agencies, Weekly Feedback Training on BC-1, 'Training/Workshop on Public Financial Management: Concepts, Rules and Procedures' এবং Economics for the Non-Economists বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণসমূহ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- সিভিল সার্ভিস কলেজ, যুক্তরাজ্যে 'Training on Macro-Fiscal Policy and Risk management' এবং 'Strategic Budget Planning: Integrating Policies, Resources and Priorities' বিষয়ক বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

০৮। স্কিমের নাম: ইন্টারনাল অডিট অ্যান্ড অডিট ফলোআপ

SPFMS কর্মসূচির আওতায় 'ইন্টারনাল অডিট এ্যান্ড অডিট ফলোআপ' স্কিমটি মোট ৪৯৪০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

স্কিমের মূল উদ্দেশ্য:

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের অংশ হিসাবে নির্বাচিত ও পদ্ধতিগত বিষয়গুলিতে মনোনিবেশকারী ঝুঁকি-ভিত্তিক নিরীক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করে বৃহৎ ব্যয়, উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বিভাগে একটি আধুনিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ও কর্তৃপক্ষকে নির্ভরশীল এবং বস্তুনিষ্ঠ পরামর্শ প্রদান করা;
- বার্ষিক ক্রয়-পরবর্তী পর্যালোচনা এবং ক্রয় এবং চুক্তি ব্যবস্থাপনা উন্নতির জন্য সুপারিশকৃত পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করার জন্য একটি সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা।

স্কিমের কার্যক্রম:

- সরকারের একটি আধুনিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করা।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের %)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
৭৮৮.৫০	৭৮৮.৫০	০০.০০	২৮০.০০	২৮০.০০	০০.০০	৩৫.০০%

২০২২-২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- বৈধতা কর্মশালা: ইন্টারনাল অডিট স্কিম; ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারনাল অডিটরস বাংলাদেশ, ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ বাংলাদেশ (আইসিএমএবি), ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ বাংলাদেশ (আইসিএবি) এবং ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল, বাংলাদেশ- এর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বৈধতা কর্মশালার আয়োজন করে।
- পোস্ট প্রকিউরমেন্ট রিভিউ: অর্থবছর ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ এর SPFMS প্রোগ্রামের ক্রয় পরবর্তী পর্যালোচনা সিনিয়র কনসালটেন্ট (প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট) দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। অর্থবছর ২০২১-২২ -এর জন্য SPFMS-এর সাতটি স্কিমের পোস্ট ক্রয় পর্যালোচনার প্রক্রিয়া সেপ্টেম্বর ২০২২-এ শুরু হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট PITs, PEC এবং পরামর্শদাতাদের সাথে পোস্ট প্রোকিউরমেন্ট পর্যালোচনার পাঁচটি কর্মশালা সেই অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছিল;
- Charter ও Manual বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Internal Audit Options নির্ধারণ সংক্রান্ত SoP (Standard Operating Procedure) ও SIP (Strategic Implementation Plan) Statement Report ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে;
- Charter ও Manual বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "Internal Audit Risk Register" প্রাথমিক রিপোর্ট যথাক্রমে দুইটি ডিপার্টমেন্ট (DPE এবং RHD) এর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে;
- DLR 9.1 এবং 9.2 অর্জন রিপোর্ট PWC দ্বারা যাচাই করা হয়েছে এবং বিশ্বব্যাংক দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।

“পিএফএম রিফর্মস লিডারসিপ, কোঅর্ডিনেশন অ্যান্ড মনিটরিং” স্কিমের আওতাধীন সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলা পরিদর্শন

“স্ট্রেনদেনিং দি ক্যাপাসিটি অফ ট্রেজারি এ্যান্ড ডেট ম্যানেজমেন্ট উইং অফ ফিনান্স ডিভিশন” স্কিমের আওতাধীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

পরিশিষ্ট-১

কোভিড-১৯ এর ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক ঘোষিত ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজের মে, ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(কোটি টাকা)

ক্রমিক	প্যাকেজের নাম	উপকারভোগী গ্রুপ	বরাদ্দ	মে, ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
১	রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিশেষ তহবিল	রপ্তানিমুখী শিল্প শ্রমিক	৫,০০০	৫,০০০	সমাপ্ত
২	ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান	ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান	১০৩,০০০	৪৭,৮৫৫	চলমান
৩	ক্ষুদ্র (কুটির শিল্প সহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান	কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (নারী উদ্যোক্তাসহ)	৬০,০০০	৩৪,৬৪৭	চলমান
৪	বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত ইডিএফ (Export Development Fund)-এর সুবিধা বাড়ানো	রপ্তানিমুখী শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ	১৭,০০০	৩২,২৩৮	চলমান
৫	Pre-shipment Credit Refinance Scheme	রপ্তানিমুখী শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ	৫,০০০	৪২৬৭	চলমান
৬	চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশেষ সম্মানি	করোনা চিকিৎসায় নিয়োজিত স্বাস্থ্যকর্মী	১৩৮	১৫৫	সমাপ্ত
৭	স্বাস্থ্যবীমা এবং জীবন বীমা	করোনা ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীগণ	৭৫০	৯৮	সমাপ্ত
৮	বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ	দরিদ্র জনগোষ্ঠী	২,৫০০	১,৪১৯	সমাপ্ত
৯	১০ টাকা কেজি দরে চাউল বিক্রয়	দরিদ্র জনগোষ্ঠী	৭৭০	৭৭০	সমাপ্ত
১০	লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ	কর্মহীন হয়ে পড়া দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী	১,৩২৬	১,৩২৬	সমাপ্ত
১১	ভাতা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি	বয়স্ক ও দুঃস্থ নারী জনগোষ্ঠী	৮১৫	৫৯৯	সমাপ্ত
১২	গৃহহীন মানুষদের জন্য গৃহ নির্মাণ	গৃহহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠী	২,১৩০	৩,৯৭৭	চলমান
১৩	কৃষি কাজ যান্ত্রিকীকরণ	কৃষিজীবি	৩,২২০	১৬৪৪	চলমান
১৪	কৃষি ভর্তুকি	কৃষিজীবি	৯,৫০০	৩৩,৫৬০	চলমান
১৫	কৃষি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	কৃষিজীবি	৮,০০০	৭,৩৪৪	চলমান
১৬	নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কীম	নিম্ন আয়ের পেশাজীবি ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী	৩,০০০	৪,১৯৭	চলমান
১৭	কর্মসৃজন কার্যক্রম (পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, আনসার ও ভিডিপি ব্যাংক এবং PKSF-এর মাধ্যমে)	ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, বিদেশফেরত প্রবাসী কর্মী ইত্যাদি	৩,২০০	২,২৫০	চলমান
১৮	বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের এপ্রিল-মে/২০২০ মাসে স্থগিতকৃত ঋণের আংশিক সুদ মওকুফ বাবদ সরকারের ভর্তুকী	ব্যাংক ঋণ গ্রহণকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ	২,০০০	১,৩৯০	সমাপ্ত
১৯	এসএমই খাতের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম	ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা	২,০০০	১৭৮	চলমান
২০	তৈরি পোষাক ও চামড়া খাতের শ্রমিকদের সহায়তা	তৈরি পোষাক ও চামড়া শিল্পের দুঃস্থ শ্রমিক	১,৫০০	৯	চলমান
২১	৮ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ ও প্রান্তিক	প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও নারী	১,৫০০	১,৪১০	চলমান

ক্রমিক	প্যাকেজের নাম	উপকারভোগী গ্রুপ	বরাদ্দ	মে, ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
	জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন	উদ্যোক্তা			
২২	বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ভাতা ১৫০টি উপজেলায় সম্প্রসারণ	বয়স্ক ও দুঃস্থ নারী জনগোষ্ঠী	১,২০০	৩০৭	সমাপ্ত
২৩	২য় পর্যায়ে লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ	কর্মহীন হয়ে পড়া দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী	৯৩০	৭৭৬	সমাপ্ত
২৪	দিনমজুর, পরিবহন শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নির্মাণ শ্রমিক এবং নৌ-পরিবহন শ্রমিকদের জন প্রতি নগদ ২৫০০/- টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান	ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের শ্রমিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী	৪৫০	৪৩৩	সমাপ্ত
২৫	শহর এলাকায় নিম্ন আয়ের জনসাধারণের সহায়তার লক্ষ্যে ২৫ জুলাই হতে ৭ আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত সারা দেশে বিশেষ ও.এম.এস কার্যক্রম পরিচালনা	ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের জনসাধারণ	১৫০	১৫০	সমাপ্ত
২৬	৩৩৩ ফোন নম্বরে জনসাধারণের অনুরোধের প্রেক্ষিতে খাদ্য সহায়তা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান	সাহায্যের জন্য অনুরোধকারী ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের মানুষ	১০০	১০০	সমাপ্ত
২৭	গ্রামীণ এলাকায় কর্মসৃজনমূলক কার্যক্রমে অর্থায়নের জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক ও পি.কে.এস.এফ.-এর মাধ্যমে ঋণ সহায়তা প্রদানের (৪ শতাংশ সুদে) লক্ষ্যে ইতপূর্বে প্রদত্ত ৩ হাজার ২০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান	গ্রামীণ এলাকার কর্মহীন হয়ে পড়া দরিদ্র মানুষ	১,৫০০	১,০০০	চলমান
২৮	পর্যটন খাতের হোটেল/মোটেল/থিম পার্ক-এর জন্য কর্মচারীদের বেতন/ভাতা পরিশোধের লক্ষ্যে ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে ৪ শতাংশ সুদে Working Capital ঋণ সহায়তা প্রদান	পর্যটন খাতের হোটেল/মোটেল/থিম পার্ক-এর কর্মচারী	১,০০০	১	চলমান
		মোট:	**২,৩৭,৬৭৯**	**১,৮৭,১০০**	
		মিলিয়ন মার্কিন ডলার:	**২৬,৯০০**		
		জিডিপি'র শতাংশ:	**৫.৯৮**		

মে, ২০২৩ পর্যন্ত সর্বমোট বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার **৭৮.৭২ শতাংশ**।

পরিশিষ্ট-২

সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম: অর্থবছর ২০২৩-২৪

পরিচালন খাতের কার্যক্রমসমূহ

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	উপকারভোগী (লক্ষ জন)			বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		
			বাজেট (২০২২-২৩)	সংশোধিত (২০২২-২৩)	বাজেট (২০২৩-২৪)	বাজেট (২০২২-২৩)	সংশোধিত (২০২২-২৩)	বাজেট (২০২৩-২৪)
(ক) নগদ প্রদান (বিভিন্ন ভাতা)								
১	বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম	সমাজকল্যাণ	৫৭.০১	৫৭.০১	৫৮.০১	৩৪৪৪.৫৪	৩৪৪৪.৫৪	৪২০৫.৯৬
২	বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা	সমাজকল্যাণ	২৪.৭৫	২৪.৭৫	২৫.৭৫	১৪৯৫.৪০	১৪৯৫.৪০	১৭১১.৪০
৩	প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম	সমাজকল্যাণ	২৩.৬৫	২৩.৬৫	২৯.০০	২৪২৯.১৮	২৪২৯.১৮	২৯৭৮.৭১
৪	হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য ভাতা	সমাজকল্যাণ	০.৫৩	০.৫৩	০.৬৫	৪৬.৩১	৩২.০৬	৩৯.৯৪
৫	মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি	মহিলা ও শিশু	১২.৫৪	১২.৫৪	১৩.০৪	১২৪৩.০৭	১২৪২.৮২	১২৯৪.৪২
৬	বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	২.০০	১.৯৩	২.০০	৪৬৫৩.৩৫	৪৬৫৩.৩৫	৪৬৮০.০০
৭	যুদ্ধাহত এবং অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	০.১৩	০.১২	০.১৩	৪৭২.৪৫	৪৫১.৯০	৪৮০.০০
৮	খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা[১]	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	-	-	০.০৬	-	-	১৬.৭১
৯	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসব, বিজয় দিবস ও বাংলা নববর্ষ ভাতা[২]	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	-	-	২.০০	-	-	৫৬৮.৫৩
১০	সরকারি কর্মচারীদের অবসর ও পারিবারিক অবসর ভাতা[৩]	অর্থ বিভাগ	৭.৫৩	৮.০০	৮.০০	২৮০৩৭.০০	২২০১০.০০	২৭৪১৩.৭৮
(ক) উপমোট: বিভিন্ন ভাতা			**১২৮.১৪**	**১২৮.৫৩**	**১৩৮.৬৪**	**৪১৮২১.৩০**	**৩৫৭৫৯.২৫**	**৪৩৩৮৯.৪৫**
(খ) খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম[৪]								
১	ভিডব্লিউবি কার্যক্রম	মহিলা ও শিশু	১০.৪০	১০.৪০	১০.৪০	১৮৪০.৩৩	১৯৪০.৬০	২০২৯.১০
২	ভিজিএফ	দু:ব্যব:ও ত্রাণ	১৮০.০০	২৫৭.১৪	১৮০.০০	৯৯১.০৭	১৫৪২.১৯	১০৮৯.৭৯
৩	জিআর (খাদ্য)	দু:ব্যব:ও ত্রাণ	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৫৮৯.৯২	৬২১.৮৫	৬৪৮.৬৮
৪	খাদ্য সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম)	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	৭.৪০	৭.৪০	৭.৪০	৩৬৫.২৮	৪০৪.৪১	৪০৯.৩৮
৫	কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা)	দু:ব্যব:ও ত্রাণ	৯.৮০	৯.৮০	৯.৮০	৮৭৬.২৭	৯৮৯.৭৩	৯৯১.৯৭
৬	কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা)	দু:ব্যব:ও ত্রাণ	১৮.২০	১৮.২০	১৮.২০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০
৭	টিআর (নগদ)	দু:ব্যব:ও ত্রাণ	৩.৬৯	৩.৬৯	৩.৬৯	১৪৫০.০০	১৪৫০.০০	১৪৫০.০০
৮	অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান	দু:ব্যব:ও ত্রাণ	৫.১৮	৫.৯৭	৫.১৮	১৮৩০.০০	২১০৭.৬২	১৭৮০.০০
৯	ওএমএস	খাদ্য	৩৭.৩৫	৪৫.৯০	৩৭.৩৫	১৭২০.১৩	২৩৩৮.৩৪	২১১০.০৪
১০	খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি	খাদ্য	৬২.৫০	৬২.৫০	৬২.৫০	২৫৪৩.৮৮	২৪৪৮.৫৭	২৮৯৮.৭৯
১১	খাদ্য ভর্তুকী (অন্যান্য)	খাদ্য	-	-	-	১৭০০.৮৩	১৮৩৮.৮৭	১৯০৬.৬১
(খ) উপমোট: খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থান			**৩৬৭.৫২**	**৪৫৪.০০**	**৩৬৭.৫২**	**১৫৪০৭.৭১**	**১৭১৮২.১৮**	**১৬৮১৪.৩৬**

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	উপকারভোগী (লক্ষ জন)			বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		
			বাজেট (২০২২-২৩)	সংশোধিত (২০২২-২৩)	বাজেট (২০২৩-২৪)	বাজেট (২০২২-২৩)	সংশোধিত (২০২২-২৩)	বাজেট (২০২৩-২৪)
(গ) উপবৃত্তি কার্যক্রম								
১	প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের ছাত্র-ছাত্রী উপবৃত্তি	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	১৪০.০০	১৪০.০০	১৪০.০০	১৯০০.০০	১৯০০.০০	২৫৬৯.২৪

[১] সামাজিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট হওয়ায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নতুন সংযোজন করা হয়েছে।
[২] সামাজিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট হওয়ায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নতুন সংযোজন করা হয়েছে।
[৩] গ্রেড ১০ থেকে গ্রেড ২০ ভুক্ত সকল সরকারি কর্মচারী (সিভিল, মিলিটারী, রেল ও পোস্টাল)-এর Non-contributory transfer সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
[৪] খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমে উপকারভোগীর সংখ্যা নির্ধারণে পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যাকে একক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

২	মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা স্তরের উপবৃত্তি [৫]	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৫২.৯০	৫৭.০২	৬০.০৩	১৯৭৯.৭০	২০০৫.৫০	১৩৯৮.০০
৩	স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি		১.৩৬	১.২৫	১.৩০	৭২.২৭	৩.১৭	৩.৩৬
৪	কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৬.১২	৬.১৭	৮.৩১	৩৪৩.০০	৩৮৪.৬০	৪৫১.০৫
৫	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি	সমাজকল্যাণ	১.০০	১.০০	১.০০	৯৫.৬৪	৯৫.৬৪	১১২.৭৪
৬	হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে উপবৃত্তি	সমাজকল্যাণ	০.২৭	০.২৭	০.৩১	২৬.৩৫	২৬.৫১	৩০.০০
(গ) উপমোট: উপবৃত্তি কার্যক্রম			**২০১.৬৫**	**২০৫.৭১**	**২১০.৯৫**	**৪৪১৬.৯৬**	**৪৪১৫.৪২**	**৪৫৬৪.৩৯**
(ঘ) নগদ/উপকরণ হস্তান্তর (বিশেষ কার্যক্রম)								
১	ত্রাণ সামগ্রী[৬]	দু: ব্যব:ও ত্রাণ	৮২.৯০	৮২.৯০	৮০.০০	১৯০.০০	১৯০.০০	১৮০.০০
২	দুর্যোগ অনুদান	দু: ব্যব:ও ত্রাণ	-	-	-	১০০.০০	২০.০০	৪০.০০
৩	ত্রাণ কার্য (বন্যা,খরা, ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য)	দু: ব্যব:ও ত্রাণ	৪.৮০	৪.৮০	৪.৮০	৮১.০০	৮১.০০	৮০.২০
৪	গৃহহীন মানুষের জন্য গৃহ নির্মাণ[৭]/গৃহ মঞ্জুরী	দু:ব্যব:ও ত্রাণ	১.৮৩	১.৮৩	১.৮৩	২৭.৫০	২৭.৫০	২৭.৫০
৫	করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র (কুটির শিল্পসহ) শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সুদ বাবদ ভর্তুকী[৮]	অর্থ বিভাগ	০.০৩	০.০৩	০.০৩	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০
৬	করোনার কারণে রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক ও পাদুকা শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া শ্রমিকদের জন্য সহায়তা	শ্রম ও কর্মসংস্থান	০.১৫	০.১৫	০.২০	৪৫.০০	৪৪.৯৫	৫০.০০
৭	নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকার জনসাধারণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর পুনর্বাসন সহায়তা	অর্থ বিভাগ	-	-	-	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
৮	সঞ্চয়পত্রের সুদ বাবদ সহায়তা (সামাজিক নিরাপত্তার অংশ)[৯]	অর্থ বিভাগ	২১.৮৪	২২.০০	২২.০০	৭৯০৭.৮১	১২০৪৫.০০	১১২১৭.০০
৯	কৃষি ভর্তুকী[১০]	কৃষি	২৪৬.৯৩	২৪৬.৯৩	২১৩.০৬	১২৫০০.০০	২৫৪৮০.৬১	২১৭০০.৮৮
১০	কৃষি পুনর্বাসন	কৃষি	৫৬.৩৫	৫৬.৩৫	৬০.৯৭	৫০০.০০	৫০০.০০	৬০০.০০
১১	ক্যানসার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস রোগীদের আর্থিক সহায়তা	সমাজকল্যাণ	০.৪০	০.৪০	০.৪০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০
১২	চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন	সমাজকল্যাণ	০.৬০	০.৬০	০.৬০	৩০.০০	৩০.০০	৩০.২১
১৩	চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী সরকারি কর্মচারীর পরিবারের জন্য অনুদান	জনপ্রশাসন	০.০৩	০.০২	০.০৩	২৪১.৮৮	২২২.৪২	৩১০.৮৯

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	উপকারভোগী (লক্ষ জন)			বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		
			বাজেট (২০২২-২৩)	সংশোধিত (২০২২-২৩)	বাজেট (২০২৩-২৪)	বাজেট (২০২২-২৩)	সংশোধিত (২০২২-২৩)	বাজেট (২০২৩-২৪)
১৪	শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রেশন	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	০.২৯	০.০৭	০.১৩	৭০.০০	৬২.০০	৮০.০০
১৫	জাতীয় আইনগত সহায়তা	আইন ও বিচার	১.২৫	১.২৫	১.৫০	২৭.৩৮	২৬.৩৬	২৮.৯৮

[৫] মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা স্তরের উপবৃত্তি কার্যক্রমটি বর্তমানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি কার্যক্রমের ন্যায় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
৬ বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে পরিধেয় বস্ত্র, কম্বল, বিস্কুট, ঢেউটিন, তাবু, শিশু খাদ্য ইত্যাদি।
[৭] এ কার্যক্রম আশ্রয়ন প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পেও চলমান রয়েছে।
৮ করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সুদ বাবদ ভর্তুকী মূলতঃ প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রমিক/প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান বহাল/সৃষ্টিতে সাহায্য করছে।
[৯] সঞ্চয় পত্রের সুদের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাংক হারের অতিরিক্ত অংশ এখানে দেখানো হয়েছে।
[১০] কৃষি ভর্তুকীতে ভূমিহীন (০.০২ হেক্টর), প্রান্তিক (০.০২-০.২০ হেক্টর) ও ক্ষুদ্র (০.২১-১ হেক্টর) কৃষক সংশ্লিষ্ট অংশ দেখানো হয়েছে।

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	উপকারভোগী (লক্ষ জন)			বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		
			বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট
			(২০২২-২৩)	(২০২২-২৩)	(২০২৩-২৪)	(২০২২-২৩)	(২০২২-২৩)	(২০২৩-২৪)
১৬	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ অনুদান	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদাসা বিভাগ	০.১৯	০.১৮	০.১৮	১২.০০	১৯.০০	১৯.৯৮
১৭	স্বেছাধীন, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে মঞ্জুরি	সংস্কৃতি বিষয়ক/ধর্ম বিষয়ক	০.০৮	০.০৮	০.০৯	৭৩.২৩	৫৭.৫২	৬০.০৬
(ঘ) উপমোট: নগদ/উপকরণ হস্তান্তর (বিশেষ কার্যক্রম)			**৪১৭.৬৬**	**৪১৭.৫৯**	**৩৮৫.৮২**	**২৭১০৫.৮০**	**৪৪১০৬.৩৬**	**৩৯৭২৫.৭০**
(ঙ) ঋণ সহায়তা কার্যক্রম								
১	বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষুদ্র ঋণ	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক	০.৩৪	০.১০	০.০৩	৮.০০	১০.০০	৫.০০
২	পল্লী ও শহর সমাজসেবা ও পল্লী মাতৃকেন্দ্রের জন্য সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	সমাজকল্যাণ	০.২৭	০.২৭	০.২৭	৭০.০০	৭০.০০	৭০.০০
(ঙ) উপমোট: ঋণ সহায়তা কার্যক্রম			**০.৬১**	**০.৩৭**	**০.৩০**	**৭৮.০০**	**৮০.০০**	**৭৫.০০**
(চ) বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়তা								
১	নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট	সমাজকল্যাণ	৩.১৫	৩.১৫	৩.১৫	৩৪.০২	৩৪.০২	৩৬.০৮
২	শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট	সমাজকল্যাণ	০.০৯	০.০৯	০.০৯	১৮.৫০	১৮.৫০	২০.০০
৩	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	সমাজকল্যাণ	০.০৩	০.০৩	০.০৩	২৬.৬৩	২৬.৬৩	২৮.৯০
৪	প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র	সমাজকল্যাণ	১২.০০	১২.০০	১২.০০	৭২.১৮	৭২.১৮	৭৬.১৪
৫	ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি	সমাজকল্যাণ	০.৪০	০.৪০	০.৪০	১২.০০	১২.০০	১২.০০
৬	প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের জন্য মঞ্জুরী	সমাজকল্যাণ	০.১২	০.১২	০.১২	৪০.০০	৪০.০০	৪২.০০
৭	সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে নিবাসীদের খোরাকী	সমাজকল্যাণ	০.১৯	০.১৮	০.১৮	৯০.২৮	৯০.২৮	৯৬.৬০
৮	বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন মঞ্জুরী	সমাজকল্যাণ	১.১১	১.১১	১.১১	২৮০.০০	২৮০.০০	২৮০.০০
৯	জয়িতা ফাউন্ডেশন	মহিলা ও শিশু	০.০১	০.০১	০.০২	৭.১৮	৭.১৮	৭.৭৩
১০	জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ	মহিলা ও শিশু	০.২৬	০.২৬	০.২৬	৮.০৫	৮.০৫	৮.২১
১১	পথ শিশু পুনর্বাসন এবং শিশু বিকাশ কেন্দ্র	মহিলা ও শিশু	০.০২	০.০১	০.০১	১১.৫৯	১১.৪৮	১২.২০
১২	চর, হাওর ও পশ্চাৎপদ এলাকার মানুষের উন্নয়নে বিশেষ সাহায্য	অর্থ বিভাগ	০.২৫	০.৩০	০.৩০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০
১৩	কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম	সমাজকল্যাণ	০.০১	০.০১	০.০১	৪০.০০	৪০.০০	৪০.০০
(চ) উপমোট: বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়তা			**১৭.৬৩**	**১৭.৬৬**	**১৭.৬৭**	**৬৯০.৪৩**	**৬৯০.৩২**	**৭০৯.৮৬**

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	উপকারভোগী (লক্ষ জন)			বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		
			বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট
			(২০২২-২৩)	(২০২২-২৩)	(২০২৩-২৪)	(২০২২-২৩)	(২০২২-২৩)	(২০২৩-২৪)
(ছ) বিবিধ তহবিল ও কার্যক্রম								
১	স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবেলায় তহবিল[১১]	অর্থ বিভাগ	-	-	-	-	-	২০০০.০০
২	জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল	পরিবেশ ও বন	৩.৫২	৩.৫২	৩.৫২	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
৩	জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ	সমাজকল্যাণ	১.১০	১.১০	১.৩০	৭৮.৬০	৭৮.৬০	৮৩.৬০
৪	নারী উন্নয়ন ও উদ্যোক্তার জন্য বিশেষ সহায়তা তহবিল	অর্থ বিভাগ	০.২৫	০.২৫	০.২৫	১২৫.০০	১২৫.০০	১২৫.০০
৫	দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র কৃষক ও পোলট্রি খামারীদের সহায়তা তহবিল	অর্থ বিভাগ	-	-	-	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০
৬	নির্যাতিত দুঃস্থ মহিলা ও শিশুকল্যাণ তহবিল এবং দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন তহবিল	মহিলা ও শিশু এবং সমাজকল্যাণ	০.০৬	০.০১	০.০২	৬.৯৩	৬.৯৩	৭.১২
৭	ন্যাশনাল সার্ভিস	যুব ও ক্রীড়া	০.০৫	০.০৫	০.০৩	৩৫.৯৩	৩৩.৫৩	৪.২৯
৮	ভূমিকম্পজনিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা তহবিল	দু: ব্যব: ও ত্রাণ	-	-	-	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
৯	অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক অভিঘাত মোকাবেলায় তহবিল[১২]	অর্থ বিভাগ	১৮.৫০	২২.০০	২২.০০	৫০০০.০০	২০০০.০০	৮০০০.০০
(ছ) উপমোট:বিবিধ তহবিল ও কার্যক্রম			**১৩২৩.৪৮**	**১২৬.৯৩**	**১২৭.১২**	**১০৪৯৬.৪৬[১৩]**	**৩৪৯৪.০৬**	**১০৪৭০.০১**
উন্নয়ন খাতের কার্যক্রমসমূহ:								
	(জ) উন্নয়ন খাতের কার্যক্রমসমূহ (চলমান উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি)							
১	আশ্রয়ন-২ প্রকল্প	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	১.৫১	১.৬৩	১.৫০	১১৯০.০০	১১৯০.০০	১৫৩০.০৩
২	বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	০.৫০	০.৫০	০.৫০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
৩	খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	০.০৭	০.০৬	০.০৭	৬০০.০০	৬০০.০০	৩৫৯.৫৯
৪	স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম ও দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	৪০.০০	৪০.০০	৪০.০০	৪২.০০	৫১.৬৯	৪৯.৬৭
৫	ন্যাশনাল একাডেমী ফর অটিজম এন্ড নিউরো ডেভেলপমেন্ট	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা	০.১৮	০.১৮	০.৮১	৮.৪০	৮.০১	৯৭.৫৮
৬	বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন	সমাজকল্যাণ ও স্থানীয় সরকার	০.৫০	০.৩৮	০.৩২	২৭৬.৭৮	১৫১.০৬	১২৫.০০
৭	সরকারি শিশু পরিবার এবং ছোটমনি নিবাস	সমাজকল্যাণ	০.০১	০.০১	০.০১	৯৫.৬৭	৪৫.০০	২৯৮.২২
৮	ক্যাশ ট্রান্সফার মর্ডানাইজেশন (সোশ্যাল সেফটিনেট অংশ)	সমাজকল্যাণ	১১১.১১	১১১.১১	১১১.১১	৪৭.১০	৩৭.৮৫	১২২.২১
৯	চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রোটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি)-ফেইজ-২	সমাজকল্যাণ	১.৭৬	১.৭৬	২.০০	৪৭.৮৩	৩৫.৩০	৮৬.২৯
১০	তথ্য আপা: ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন	মহিলা ও শিশু	৩০.০০	২৫.১৮	৩০.০০	৭১.২৫	৭৫.২৫	১০০.৩৯

[১১] স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবেলায় এ তহবিল সৃষ্টি হয়েছে।

[১২] ক্ষতিগ্রস্ত দিন-মজুর, কৃষক, শ্রমিক, গৃহকর্মী এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যথা: বন্যা, অকাল বন্যা, ঝড়ো হাওয়া, শিলাবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য এ তহবিল সৃষ্টি হয়েছে।

[১৩] ২০২২-২৩ অর্থবছরে মূল বাজেটে বরাদ্দ ছিল কিন্তু ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দ নেই, এমন কার্যক্রমকে পৃথকভাবে প্রদর্শন করা হয়নি। তবে এ বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ ২০২২-২৩ অর্থবছরের মোট বরাদ্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	উপকারভোগী (লক্ষ জন)			বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		
			বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট
			(২০২২-২৩)	(২০২২-২৩)	(২০২৩-২৪)	(২০২২-২৩)	(২০২২-২৩)	(২০২৩-২৪)
১১	মহিলা, শিশু সুরক্ষা ও শিশু কল্যাণ	মহিলা ও শিশু	১.৫০	০.৭৯	০.০৬	৩০.৯০	৩১.৪১	১.৭৯
১২	নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম	মহিলা ও শিশু	১০.০০	৮.৮০	৪.৯০	১১.০০	২১.০০	২১.১৯
১৩	জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ এবং টাওয়ার	মহিলা ও শিশু	০.২৮	-	-	৮২.৫০	৫২.৫০	১১৭.২৯
১৪	তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন	মহিলা ও শিশু	০.৫২	০.৬১	০.৬১	৫২.৫০	১০৫.০০	৮৬.২৫
১৫	ইনভেস্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভারনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ICVGD)	মহিলা ও শিশু	১.০০	১.০০	১.০০	৫৭.১৯	৩৭.৫৭	২৩১.৮৮
১৬	উপকুলীয় জনগোষ্ঠীর, বিশেষত নারীদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবনাক্ততা মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি	মহিলা ও শিশু	০.৪৩	০.৪৩	০.৪৩	৮৭.০৬	৬৪.৫৩	৬৬.০০
১৭	ম্যাটারনাল, নিউনেটাল, চাইল্ড এন্ড এডোলেসসেন্ট হেলথ ও ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস	স্বাস্থ্যসেবা[১৪]	৪৭৩.৯০	৭৩৫.৭৬	৭৪৭.৩০	১২৯৫.৮৭	৮৯৫.৪৪	৭৮৮.৬৫
১৮	উপজেলা হেল্থ কেয়ার[১৫] ও কমিউনিটি বেইজড হেলথ কেয়ার	স্বাস্থ্যসেবা	১১০০.০০	১১০০.০০	১১৫০.০০	১১৩৭.৮৫	১০৬৭.২১	১৮৪.৩৫
১৯	টি,বি, লেপ্রোসি, কমিউনিকেবল এন্ড নন- কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল	স্বাস্থ্যসেবা	১৩৪.০০	৫০১.৮৪	৩৮২.২৩	৫৮৯.৩৬	৭৫১.৪৯	৪২৫.১০
২০	মেটারনাল, চাইল্ড, রিপ্রোডাকটিভ এন্ড এডোলেসেন্ট হেলথ	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ	৯.০৪	৯.৯৫	১০.০০	২৪০.৭৩	১৭৮.১০	৫৭.৭৩
২১	ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস ডেলিভারি ও ফ্যামিলি প্লানিং ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারি	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ	৯.০৫	৯.০৬	৯.০৭	৮৭৬.১৬	৪৩১.৮৪	৮৭৬.০০
২২	সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ	স্থানীয় সরকার	০.০৫	০.০৪	০.০৫	১৩৩.৭৬	৩৪.৮৯	১৩৫.০০
২৩	পল্লী/গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (সামাজিক নিরাপত্তা অংশ)[১৬]	স্থানীয় সরকার	-	-	-	৩১৪.৫৩	৪৭১.২৮	৩৮৫.১৬
২৪	আরবান রেজিলিয়ন্স প্রকল্প: (ডিএনসিসি ও ডিডিএম)	স্থানীয় সরকার ও দুর্যোগ	২০০.০০	৭০.০০	১২৫.০০	৫২.৩৭	২২.৭০	৩৫.৫০
২৫	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ	স্থানীয় সরকার	৫০০.০০	৪৩০.০০	৪৭০.০০	৬২৮.৪০	৪০০.০০	৪১৮.৭১
২৬	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরি সহায়তা	স্থানীয় সরকার	৯.০০	১১.০০	১৬.০০	১০৬.৩৮	১২৮.৮৪	২৯০.০০
২৭	পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	স্থানীয় সরকার	০.৫৭	০.৪৮	০.৪৯	৫৫১.৯২	৪১৩.৪৫	৪০৯.১৮
২৮	হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন	স্থানীয় সরকার	০.০১	০.০১	০.০১	৭০.৫৫	৩০.৯৬	১৬.৮৬
২৯	স্কিলস ফর ইমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম	অর্থ বিভাগ	৮.৫০	৮.৫০	৯.০০	৬৩৬.০০	৬৩৬.০০	৮১৪.৮৯
৩০	গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলাইটেশন) প্রজেক্ট	ভূমি	০.০২	০.০২	০.০২	৯৪.০০	৩০.০০	৫৯.৩৫
৩১	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন	পানি সম্পদ	০.১৩	০.১৩	০.১৩	৮৬.২৩	৮৪.৫২	৪৪.০৭
৩২	বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ	দু: ব্যব: ও ত্রাণ	১.৮০	১.৮০	১.৮০	২৯০.০০	২৯০.০০	২৫০.০০

[১৪] স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের স্কিম/প্রকল্পসমূহের অধীন উপকারভোগীর কভারেজ এখানে দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য, একজন সেবা গ্রহীতার একাধিক সেবা গ্রহণের হিসাব এক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

[১৫] এসেনসিয়াল সার্ভিস ডেলিভারিকে উপজেলা হেল্থ কেয়ার হিসেবে প্রদর্শন করা হয়েছে।

[১৬] পল্লী/গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন এর ক্ষেত্রে সমুদয় বরাদ্দ বিবেচনায় না নিয়ে শুধু সামাজিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট অংশ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	উপকারভোগী (লক্ষ জন)			বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		
			বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট
			(২০২২-২৩)	(২০২২-২৩)	(২০২৩-২৪)	(২০২২-২৩)	(২০২২-২৩)	(২০২৩-২৪)
৩৩	স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য উন্নত জীবন ব্যবস্থা	গৃহায়ন ও গণপূর্ত	০.২৪	০.২৪	০.৩৬	৬৮.৭৭	৪৮.৮৫	১৭.৭৫
৩৪	তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ ও তাঁতের আধুনিকায়ন	বস্ত্র ও পাট	০.৫০	০.৪৭	০.৫০	৩৫.০০	৩৭.১৭	২৫.০০
৩৫	সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবন মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন	মৎস ও প্রাণিসম্পদ	০.৩১	০.৩১	০.৪০	৬০.০০	৭৫.৬২	৪৫.০০
৩৬	ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎসচাষ/ দেশীয় প্রজাতির মাছ, শামুক চাষ/ এগ্রিকালচার টেকনোলজি প্রোগ্রাম	মৎস ও প্রাণী সম্পদ	০.৫৫	০.১৬	০.১৫	১৩১.৮৩	১০৩.৭৮	১১০.৩৮
৩৭	বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম নিরসন এবং শ্রমিকদের কল্যাণ সুবিধাদি ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্য:	শ্রম ও কর্মসংস্থান	১.০০	১.০০	১.০০	১০৮.০০	২৫৩.০০	২.৬৮
৩৮	প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও উত্তরাঞ্চলের অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ ও পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	০.৫৭	০.৮৭	০.২৬	১০৬.৪০	১১৪.৪০	৪৩.৮৫
৩৯	কর্মসংস্থানের জন্য ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদে. কর্মসংস্থান	০.১৫	০.১৫	০.২০	৬০.০০	২৫.০০	৫০.০০
৪০	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং	পানি সম্পদ	০.৭৮	০.৭৮	০.৭৮	৬৫.৪৮	১০৪.৮১	১১৭.৫৮
৪১	অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	০.১৫	০.১১	০.০৫	৭৬১.৮৩	২০০০.০০	৭৬৮.৩৯
৪২	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স	সমাজকল্যাণ	-	-	-	১২০.০০	১২.৭৭	৩০০.০০
৪৩	অসহায়, দুস্থ, বিধবা, অনগ্রসর ও হত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থান মূলক কাজের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	সমাজকল্যাণ	০.০৮	০.০৮	০.০৬	৩৫.৭৯	৪২.৯৯	২০.৩০
৪৪	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	২.৭৬	২.৭৬	২.৭৬	২৭৬.০০	২৭৬.০০	১৬২.৮৩
৪৫	একসেলারটিং পোটেকশন ফর চিল্ডেন	মহিলা ও শিশু	০.৩০	০.৩০	০.৬৩	৪০.৬৩	৩১.১৬	২৮.৬৪
৪৬	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	০.৪৭	০.১০	০.৭২	৩৫.০০	১৯.৫১	৮৯.২৫
৪৭	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	০.০৯	০.০৯	০.১২	৮০.০০	১১৮.৭৮	১৫৭.৮০
(জ) উপমোট: চলমান উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি			**২৬৫৪.১১**	**৩০৭৯.১৮**	**৩১২২.৪১**	**১৩৫৫৮.৮৪**[১৭]	**১১৯০৬.৫৫**	**১০৫২৩.৩৮**
সর্বমোট:সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম (ক হতে জ পর্যন্ত)						**১১৩৫৭৬**	**১১৭৬৩৪**	**১২৬২৭২**
মোট বাজেট =						**৬৭৮০৬৪**	**৬৬০৫০৭**	**৭৬১৭৮৫**
মোট বাজেটের শতাংশ =						**১৬.৭৫**	**১৭.৮১**	**১৬.৫৮**
জিডিপি =						**৪৪৪৯৯৫৯**	**৪৪৩৯২৭৩**	**৫০০৬৭৮২**
জিডিপি'র শতাংশ =						**২.৫৫**	**২.৬৫**	**২.৫২**

[১৭] ২০২২-২৩ অর্থবছরে মূল বাজেটে বরাদ্দ ছিল কিন্তু ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দ নেই, এমন কার্যক্রমকে পৃথকভাবে প্রদর্শন করা হয়নি। তবে এ বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ ২০২২-২৩ অর্থবছরের মোট বরাদ্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অর্থ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

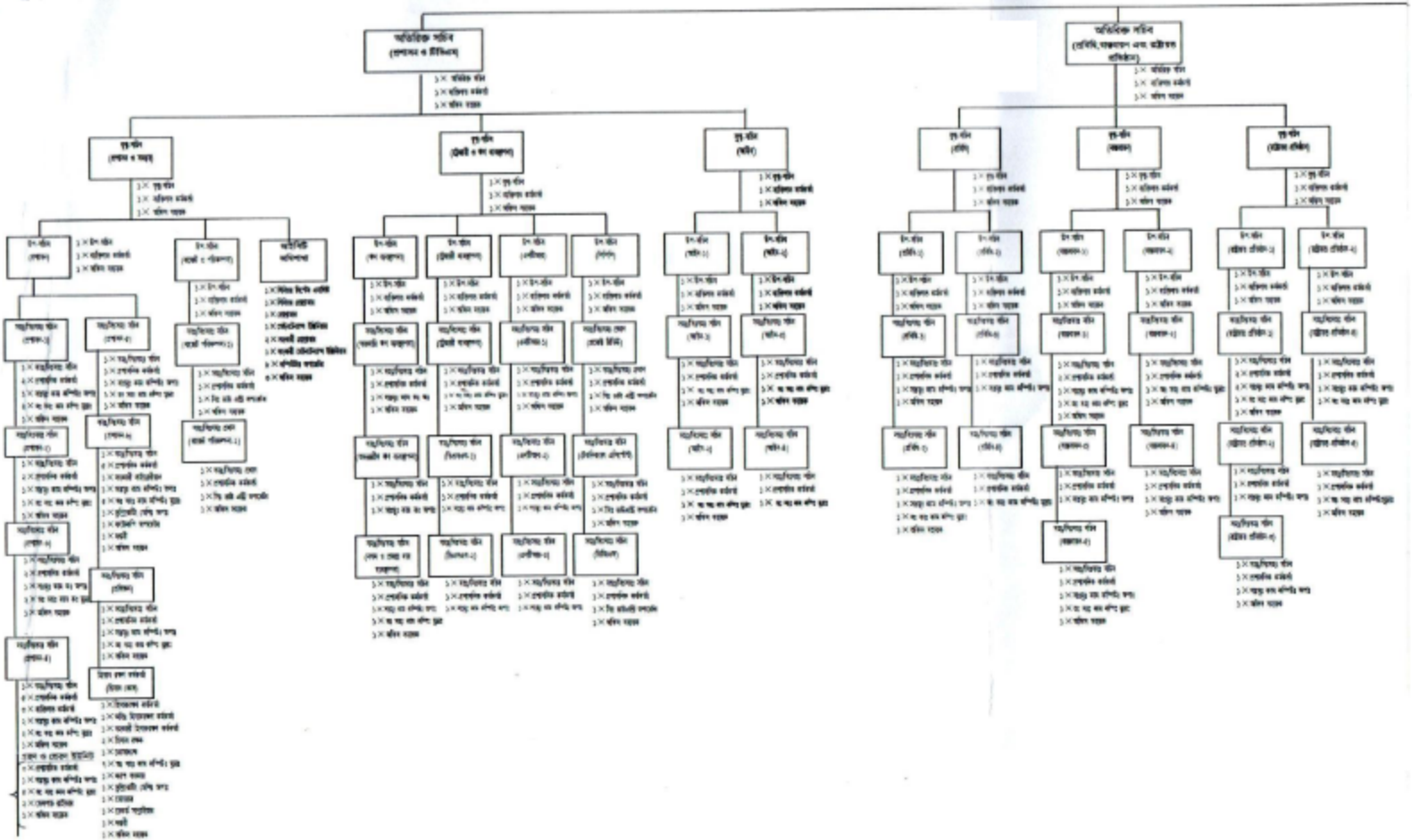

সচিব

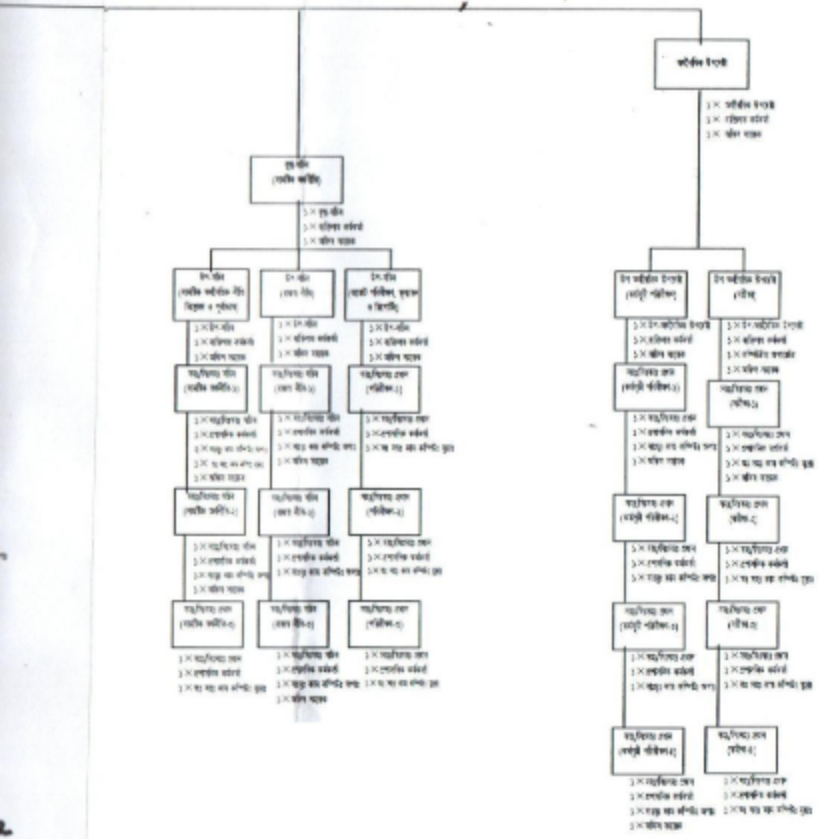

জনবল বিবরণীঃ

৯ম হতে তদূর্ধ্ব গ্রেড (১ম শ্রেণীর পদ) =[illegible]

১.	[illegible]	[illegible]
২.	[illegible]	[illegible]
৩.	[illegible]	[illegible]
৪.	[illegible]	[illegible]
৫.	[illegible]	[illegible]
৬.	[illegible]	[illegible]
৭.	[illegible]	[illegible]
৮.	[illegible]	[illegible]
৯.	[illegible]	[illegible]
১০.	[illegible]	[illegible]
১১.	[illegible]	[illegible]
১২.	[illegible]	[illegible]
১৩.	[illegible]	[illegible]
১৪.	[illegible]	[illegible]
১৫.	[illegible]	[illegible]
১৬.	[illegible]	[illegible]
১৭.	[illegible]	[illegible]
১৮.	[illegible]	[illegible]

১০ম গ্রেড (২য় শ্রেণীর পদ) =[illegible]

১৯.	[illegible]	[illegible]
২০.	[illegible]	[illegible]
২১.	[illegible]	[illegible]
২২.	[illegible]	[illegible]
২৩.	[illegible]	[illegible]
২৪.	[illegible]	[illegible]

১১-১৬ গ্রেড (৩য় শ্রেণীর পদ) =[illegible]

২৫.	[illegible]	[illegible]
২৬.	[illegible]	[illegible]
২৭.	[illegible]	[illegible]
২৮.	[illegible]	[illegible]
২৯.	[illegible]	[illegible]
৩০.	[illegible]	[illegible]
৩১.	[illegible]	[illegible]

১৭-২০ গ্রেড (৪র্থ শ্রেণীর পদ) =[illegible]

৩২.	[illegible]	[illegible]
৩৩.	[illegible]	[illegible]
৩৪.	[illegible]	[illegible]
৩৫.	[illegible]	[illegible]
৩৬.	[illegible]	[illegible]
৩৭.	[illegible]	[illegible]
৩৮.	[illegible]	[illegible]
৩৯.	[illegible]	[illegible]

সর্বমোট পদ = [illegible]

[illegible] তালিকা ঃ

১.	[illegible]	[illegible]
২.	[illegible]	[illegible]
৩.	[illegible]	[illegible]
৪.	[illegible]	[illegible]
৫.	[illegible]	[illegible]
৬.	[illegible]	[illegible]
৭.	[illegible]	[illegible]
৮.	[illegible]	[illegible]
৯.	[illegible]	[illegible]
১০.	[illegible]	[illegible]
১১.	[illegible]	[illegible]
১২.	[illegible] ([illegible])	[illegible]

সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার চলমান স্কিমসমূহ

প্রগতি

চাকরি করি বেসরকারি
পেনশন স্কিমে আমিও আছি

প্রবাস

প্রবাস স্কিমে অংশগ্রহণ
দেশে ফিরে সুন্দর জীবন

সুরক্ষা

কৃষক শ্রমিক জেলে তাঁতী
পেনশন স্কিমে সবাই মাতি

সমতা

সমতা স্কিমের নিশ্চয়তা
সরকার দেবে সহায়তা

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.mof.gov.bd